ডাবল স্ট্যান্ডার্ড

ডা. শামসুল আরেফীন

সূচিপত্র

না দেখে বিশ্বাস : মানবজন্মের সার্থকতা

অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন নাদিমের বাবা। কাঁদো কাঁদো ভঙ্গিতে পাশেই বসে আছেন তার মা। তাঁদের এই উৎকণ্ঠার কারণ নাদিম। তার বন্ধুদের মধ্যে কেউ একজন তার বাবাকে কিছু কথা জানিয়ে দিয়েছে। রমজানের এগারোটা রোজা পেরিয়ে গেলেও নাদিম একটা রোজাও রাখেনি। বাসায় সবার সাথে সেহরি খেলেও পরে ভেঙে ফেলেছে। বন্ধুদের আড্ডাতেও ধর্মীয় বিধিবিধান নিয়ে কটাক্ষ করাটা নিত্তনৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে।

নাদিমের বাবা নিজে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ না পড়লেও রমজানে রোযা-নামায বাদ দেন না। আর জুমআর নামায তো পড়েনই। আর ওর মা অবশ্য খুব পরহেজগার মহিলা। শেষ কবে নামায কাযা হয়েছে হিসাবের বাইরে। কিন্তু ছেলেটা এমন হয়ে যাবে তা চিন্তাও করেননি তাঁরা। এমনিতে নাদিম খুব ভালো ছেলে। মহল্লায় ভদ্র ছেলে হিসেবে সুনাম রয়েছে। নটরডেম এ সেকেণ্ড ইয়াওে পড়ে এখন।

নাদিমের সামনে বসে আছেন ফারুক সাহেব। চল্লিশোর্ধ্ব, পেশায় চিকিৎসক। চেহারায় না বয়সের ছাপ আছে, না পেশার ছাপ। কিছুটা জড়সড় হয়েই বসেছেন। নাদিমের বাবাই ওনাকে নিয়ে এসেছেন। ছেলের মতি ফেরানোর প্রচেষ্টা হিসেবে নিজে কয়েক বার বুঝাতে গিয়েছিলেন। কাজ হয়নি। নাস্তিকতা বা সংশয়বাদিতা সবার আগে যে জিনিসটি কেড়ে নেয় তা হল আদব। নিজে ছাড়া বাকি সবাই পুরনো, অচল, অবৈজ্ঞানিক, গোঁড়া, যুক্তিবোধবিহীন জড়বস্তু। এই উন্নাসিকতা থেকে রেহাই পায় না কেউই।

সামনের এই ডাক্তার সাহেবটির দিকে এক প্রকার হতাশা নিয়ে তাকিয়ে আছে নাদিম। সারাটা জীবন বিজ্ঞান পড়ে এতটা অবৈজ্ঞানিক মানুষ কিভাবে হয়। সুরতে-পোশাকে মনে হচ্ছে মসজিদের হুজুর। রমজানের এই ক'দিন থেকে নাদিমের বাবা আবার মসজিদের তালিমে বসা শুরু করেছেন। সেখান থেকেই এই ডাক্তার হুজুরটি আবিষ্কার হয়েছে মনে হচ্ছে। আসন্ন বয়ানের জন্য প্রস্তুত হল নাদিম। এসব বয়ান ও আগেও শুনেছে, পুরনো অস্ত্র নিয়ে আবারো রেডি হল। যে অস্ত্রে ঘায়েল হয়েছে ওর বাবাসহ আরো কত বন্ধুবান্ধব।

- 'কেমন আছো, নাদিম?' শান্ত সমাহিত কণ্ঠে শুরুটা করলেন ফারুক সাহেব।
- 'জ্বি ভালো। আপনি?'
- 'আলহামদুলিল্লাহ, ভালো।'

এই আলহামদুলিল্লাহ নিয়েই কত বন্ধুকে ঘায়েল করেছে নাদিম। মনে মনে একবার ভাবল এখান থেকেই শুরু করবে কিনা। আবার কি মনে করে চেপে গেল। পরের ডেলিভারির জন্য অপেক্ষাই শ্রেয়।

- 'দেখ নাদিম, আমাদের একসময় অস্তিত্ব ছিল না। আল্লাহ তাআলাই আমাদেরকে সৃষ্টি করে পাঠিয়েছেন। শুধু পাঠিয়েই ক্ষান্ত হননি। আমাদের যা কিছু প্রয়োজন তারও ব্যবস্থা করেছেন। আমাদের আবার তার কাছেই ফিরে যেতে হবে। রমযান মাসটা বছরে একবারই আসে। এই মাসের অনেক ফযীলত আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে জানিয়েছেন।'

ডা. ফারুক নাদিমের বাবার কাছে সব জেনেই এসেছেন। শুরুটা এভাবে করার উদ্দেশ্য হল প্রথম সূত্রটা ওপাশ থেকেই আসুক। যুক্তি উপস্থাপনের চেয়ে খণ্ডনে সুবিধা বেশি।

নড়ে বসল নাদিম। মোক্ষম সুযোগ। বহু পরীক্ষিত অস্ত্র। ভদ্রভাবেই ছুড়ে দিল বেশ। 'আংকেল, কিছু মনে করবেন না। কিছু প্রশ্ন আমায় ক'দিন ধরে ভাবাচ্ছে। স্রষ্টা আছেন তার প্রমাণ কি?'

পুরনো প্রশ্ন, পুরনো প্রলাপ। মিষ্টি হাসি মেশানো পাল্টা প্রশ্ন।

- 'স্রষ্টা নেই– তার প্রমাণ আছে তোমার কাছে? '
- 'আধুনিক বিজ্ঞান তো তাই বলছে', আত্মবিশ্বাসী ফ্লেভার।
- 'বিবর্তনবাদ কোন প্রমাণ না, প্রমাণিত প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক সত্য না [১]।এটা জাস্ট একটা মতবাদ (Hypothesis) যার বিপক্ষে যুক্তি-প্রমাণের অভাব নেই। হকিং সাহেবও বলেছেন, স্রষ্টাকে আমাদের প্রয়োজন নেই। তার মানে এটা প্রমাণ হয়ে যায়নি যে স্রষ্টা নেই। এ দুটো ছাড়া আর কোন কথা আছে কি তোমার কাছে স্রষ্টার অস্তিত্বের বিরুদ্ধে?'

নাদিম মাথা নাড়ালো। আজকের আলোচনা একটু অন্য ধাঁচের মনে হচ্ছে। ফারুক সাহেব বলে চললেন, 'দুটোর কোনটারই চূড়ান্ত প্রমাণ আমাদের কাছে নেই। আমাদের কাছে প্রমাণ মানেই হল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোনকিছু। কল্পনা প্রমাণ নয়। দেখা যায় বা শোনা যায় বা অনুভব করা যায় বা ঘ্রাণ বা স্বাদ এই পাঁচটা ইনপুট দিয়ে আসা জিনিসই প্রমাণ। এই পাঁচটা দিয়ে কখনোই এস্টাবলিশ করা যাবে না যে স্রষ্টা আছেন বা স্রষ্টা নেই।' নাদিমের বাবা ট্রেতে করে চানাচুর, বিস্কিট আর পিঠা নিয়ে এলেন।

- 'ধর তুমি হেলিকপ্টারে করে যাচ্ছ। হঠাৎ দেখতে পেলে একটা দ্বীপ থেকে ধোঁয়া উঠছে। তোমার কি মনে হয় কেন ধোঁয়া উঠছে?'

---

১. বিবর্তনবাদ যে শ্রেফ একটা মতবাদ, প্রতিষ্ঠিত সত্য নয়– এটা জানতে বড় বড় বই পড়ার দরকার নেই। জাস্ট ইন্টারমিডিয়েটে বায়োলজি থাকলেই জানা যায় এই মতবাদের বিরুদ্ধে কী কী প্রমাণ আছে। সামনে নতুন গল্প হবে ইনশাআল্লাহ।

- 'আগুন ধরেছে দ্বীপে...'
- 'এক্সাক্টলি। ধোঁয়া উঠার পেছনে দুটো কারণ ছাড়া বাকি সব কিছুকে তুমি মাথা থেকে বের করে দিবে, আগুন আর কনসার্ট এর স্মোক-মেশিন। এই কাজটা করবে তোমার অভিজ্ঞতা। এরপর তোমার লজিক যে কাজটা করবে সেটা হল আগুনকে কারণ হিসেবে রেখে স্মোক-মেশিনকে বের করে দিবে। কারণ জনমানবহীন দ্বীপে কেউ কনসার্ট করবে না এবং ফাইনালি তুমি সিদ্ধান্ত নেবে যে, এই দ্বীপে মানুষ আছে।'

'আমরা ডাক্তাররাও রোগীর রোগ এভাবে ডায়াগনোসিস করি। রোগী এসে শুধু বলবে ২ সপ্তাহ ধরে কাঁশি আর রাতে জ্বর-জ্বর লাগে। ব্যস, প্রায় বুঝা শেষ যক্ষ্মা হয়েছে। শতভাগ নিশ্চিত হওয়ার জন্য আর ছোঁয়াচে কিনা জানার জন্য একটা কফ পরীক্ষা। পরীক্ষা করে জীবাণু দেখা গেল। কিন্তু জীবাণু দেখার আগেই ডাক্তার আলামত শুনে একটা ডিসিশানে চলে যান। এরপর নিজের সিদ্ধান্ত কনফার্ম করে নেন।

তার মানে মানবমস্তিষ্কের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল আগের অভিজ্ঞতা ও যুক্তির আলোকে একটি অপশনকে বেছে নেয়া, সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়া। দেখলাম ধোঁয়া, মানুষ না দেখেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম যে ওখানে একজন বিপদগ্রস্ত মানুষ আছে।

আবার মনে কর, তুমি গাড়ি চালাচ্ছো। রেডিও বাজছে। হঠাৎ ট্রাফিক আপডেট শুরু হল। তোমার রাস্তায় আর ২ কিলো সামনে অমুক ভার্সিটির ছেলেরা গাড়ি ভাংচুর করছে। যদি সুযোগ থাকে গাড়ি ঘুরিয়ে চলে যেতে বলছে। তুমি কি করবে নাদিম? গাড়ি ঘুরাবে? কিন্তু তুমি তো ভাংচুর নিজ চোখে দেখোনি? তুমি না দেখেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলবে। কারণ তুমি মানুষ।[২]

---

২. যদি খবরের সোর্স অথেনটিক হয়, তথ্য সরবরাহকারী যদি নির্ভরযোগ্য হন তবে আমরা না দেখে খবর শুনেই কাজ শুরু করি। তাহলে মৃত্যু পরবর্তী খবর শুনে কাজ করতে সমস্যা কোথায়? এখন প্রশ্ন হল খবর সরবরাহকারী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্ভরযোগ্য কিনা। নতুন গল্প হোক। এখন শুধু বলি, সারাটা শৈশব-কৈশোর-যৌবন যে লোকটা 'আল-আমিন' ছিল, বিশ্বস্ত সত্যবাদী নামে নিজ জাতির কাছে প্রখ্যাত ছিল; হঠাৎ একদিন পাহাড় থেকে এসে মিথ্যা খবর বলা শুরু করল? মানুষ মিথ্যা বলে প্রয়োজনে। অর্থের-ক্ষমতার-নারীর চাহিদায়। কিন্তু এই লোকটি? এমনকি এটাও বলে দিলেন : শুধু নেতৃত্ব-সুন্দরী-বৈভব কেন, চন্দ্র-সূর্য এনে দিলেও এই খবর আমাকে দিতেই হবে। তার আর কি প্রয়োজন ছিল মিথ্যা বলার? সে তো 'যত প্রয়োজন মানুষের হতে পারে' সবই পায়ে ঠেলে দিল।

পঞ্চইন্দ্রিয় দিয়ে দেখেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে এটা নিম্নশ্রেণীর জীবের গুণ। মানুষের গুণ এটাই যে সে পঞ্চইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আরো একধাপ এগিয়ে দেখারও অতীত, শোনারও অতীত বিষয়কে উপলব্ধি করতে পারে। এটাই মানুষের মানুষ হওয়ার সার্থকতা।'

অনেকগুলো কথা একসাথে বলে একটু দম নিলেন ডা. ফারুক। নাদিমের বাবার দিকে ফিরে, 'আহা কষ্ট করলেন কেন। মাত্রই তো ইফতার করে এলাম। একটু পানি হলেই চলত।'

'কষ্ট কোথায়। আপনিই তো কষ্ট করে এলেন। এই সামান্য নাস্তা আর চা আসছে।' নাদিমের বাবার কণ্ঠে আশা আর কৃতজ্ঞতা। 'কি যেন বলছিলেন।'

নাদিমের দিকে ফিরে আবার বলে চললেন ফারুক সাহেব, 'আমার কথা বুঝতে পেরেছ নাদিম। আরেকটু সহজ করে বলি। ধরে নাও গার্মেন্টসের ৬ তলায় আগুন লেগেছে। কেউ একজন ৩ তলায় এসে খবর দিল যে ৬ তলায় আগুন লেগেছে। মানুষ যদি থেকে থাকে তবে সে তাড়াতাড়ি সরে পড়বে। আগুন স্বচক্ষে দেখার জন্য অপেক্ষা করবে না। একটা বিড়াল আগুন দেখার পর সরে যাবে। কিন্তু মানুষ আগুনের খবর শুনেই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিবে। এটাই মানুষের পার্থক্য অন্যান্য প্রাণী থেকে।'

'বুঝেছি আপনার পয়েন্টটা, তারপর বলুন', ভিতরে তোলপাড় টের পাচ্ছে নাদিম।

- যদি সামারাইজ করি, মানুষের এক্সক্লুসিভ গুণ হল না দেখে বিশ্বাস করা। পঞ্চইন্দ্রিয় ব্যবহার করে এমন জিনিস চিনে নেয়া যা পঞ্চইন্দ্রিয়ে আসে না। এমন অনেক কিছুকে তুমি না দেখেই বিশ্বাস কর। যেমন বিদ্যুৎ, চৌম্বক বলরেখা। এখন দেখি তোমার লজিক অ্যান্ড রিজনিং কি বলে। কাঁচের জিনিসের কার্টনে কাঁচের জিনিস ছাড়াও আর কি থাকে বলতে পারো?

আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন– মুহাম্মদ নামের 'প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাহীন' মানুষটি যদি কুরআন-ইসলাম নিজে বানিয়ে থাকেন, তবে কেন বানালেন? কী প্রয়োজন ছিল তাঁর? আল্লাহর নামে মিথ্যা কথা যদি বলেই থাকেন, তবে উল্লাস-ফুর্তির বয়স যৌবনে না বলে পড়তি বয়সে কেন শুরু করলেন মিথ্যা বলা? স্পষ্ট জবাব চাই। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

- খবরের কাগজ।
- আর? খড়ও থাকে মাঝে মাঝে। তাই না? টিভির কার্টনে টিভি ছাড়া আর কিছু থাকে কি?
- শোলা থাকে।
- গুড। তোমার অবজারভেশন ভালো। সাইকেল এর চারপাশে বা ছোট ইলেকট্রনিক্সের চারপাশে কি থাকে দেখেছ? পলিথিনের উপর ছোট ছোট গোল গোল বাতাস ভরা? ফুটাতে মজা লাগে। দেখেছ? ফুটিয়েছ?
- জ্বি।
- তুমি তো বিজ্ঞানের ছাত্র। বলো তো এগুলো কেন দেয়া থাকে?
- যাতে বাইরের আঘাত না লাগে।
- ঠিক তাই। এটাকে বলে শক অ্যাবসর্বার। একটা আঘাত বা ফোর্স অব ইমপ্যাক্ট একটা কেন্দ্রে পড়লে ক্ষতি হয় বেশি। আর যদি আঘাতটা ছড়িয়ে দেয়া যায় তবে ক্ষতির পরিমাণও কমে আসে। এই খবরের কাগজ, খড়, শোলা বা গোল্লা গোল্লা বাতাস ভরা পলিথিন এগুলো এই কাজটা করে। আঘাতকে ছড়িয়ে দেয়। দারুণ একটা কৌশল, না?'
- হুমমম।
- 'যে লোকটা প্রথম এই কাজটা করেছিল তার এই ছোট্ট একটা বুদ্ধির কারণে কত উপকার হল। কত টাকার দামী দামী প্রোডাক্ট বেঁচে যাচ্ছে প্রতিদিন? নিঃসন্দেহে লোকটা মেধাবী। তোমার কাছে এটা মামুলি মনে হচ্ছে। কিন্তু সেই যুগে এই আবিষ্কার কতটা যুগান্তকারী ছিল? ওই যুগের নোবেল জাতীয় পদক থাকলে পেত হয়ত। কমসে কম রাজদরবারের এনাম-উপাধি বা হাজার বিঘা লাখেরাজ জমির জায়গীর তো পেয়েছে হয়ত', ফারুক সাহেবের চোখে কৌতুকের ছাপ।
- 'হয়ত', হাসি পেল নাদিমের ।

- 'নাদিম, তুমি কি জানো তোমার দেহের যত দামী দামী অঙ্গ সব শক অ্যাবসর্বার দিয়ে ঘেরা? তোমার ব্রেন এর চারপাশে ১৪০-২৭০ মিলি পানি,

স্পাইনাল কর্ডের চারপাশে পানি [৩], এমনকি যখন তুমি মায়ের পেটে ছিলে তখনো ৬০০-৮০০ মিলি পানিতে ঘেরা ছিলে তুমি [৪]। সামান্য শোলার ব্যবহার যার মাথায় এল তাকে তুমি মূল্যায়ন করছ। আর তোমার দেহের ভিতরে বাইরে সুরক্ষাকে তুমি বলছ এমনি এমনি সৃষ্টি। তুমি না মানুষ। তোমার না ধোঁয়া দেখে আগুন চিনে নেয়ার কথা।'

ভাবছে নাদিম। ভিতর থেকে কে যেন বলছে, এতো অকৃতজ্ঞ তুমি নাদিম। আমি, আমাকে চিনতে পারছ না। আমি তোমাকে কত চিনি, কতদিন ধরে চিনি। আর তুমি ... 'খুট' করে চায়ের কাপ রাখার শব্দে মাথা তুলল। বাবা চা এনেছেন। ডা. ফারুকও কথা বলেই চলেছেন। নাদিমের মনে হচ্ছে ডা. ফারুক নন, বহুদূর থেকে অন্য কেউ কতদিন ধরে কথা বলছে ... 'আমি নাদিম, আমি'।

- 'তোমার ব্রেনের চারপাশে যে শক্ত হাড়ের বাক্স লাগবে, ফুসফুস আর হৃৎপিণ্ডের বাইরে আবার বাক্স দিলে হবে না, কারণ শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যাপার আছে, নড়াচড়ার ব্যাপার আছে। এখানে শক্ত হাড়ের খাঁচা লাগবে। এখানে এটাও এমনি এমনি এলো? তোমার জয়েন্টে জয়েন্টে প্রতিনিয়ত নড়াচড়া হচ্ছে। সেখানে ঘর্ষণের কারণে ক্ষয় হওয়ার কথা। দুনিয়ায় মেশিনে গ্রীজ দেয়া হয়, গাড়িতে দেয়া হয় লুব্রিক্যান্ট। তোমার সব জয়েন্টে গ্রীজ দেয়া আছে। আবার তা প্রতিনিয়ত তৈরি হচ্ছে। যাকে বলে সাইনোভিয়াল ফ্লুইড।'

বিদ্যুৎ কখনো দেখেছ? দেখনি। বাতি জ্বলা দেখে চিনে নিয়েছ যে এই তারে বিদ্যুৎ আছে। আর এগুলো দেখে চিনে নিতে পারছ না। দুনিয়ার ছোট ছোট কারিগরিগুলো এমনি এমনিতেই হয় না। কেউ করেছে। আর সব কারিগরিগুলো একসাথে তোমার ভিতর আমার ভিতর দিতে কাউকে লাগেনি? এই আমাদের যুক্তি বলে?' ফারুক সাহেবের গলা খাদে নেমে গেছে। অনেকক্ষণ একনাগাড়ে কথা বলে থামলেন।

---

৩. একে Cerebrospinal Fluid বলে। ব্রেন-স্পাইনাল কর্ড খুবই নাজুক জিনিস। যদি এই পানিটুকু না থাকত, সামান্য দৌড় দিলেই খুলিতে বাড়ি খেয়ে মস্তিষ্কে রক্ত জমে যেত (Concussion)। খুব বেশি ঝাঁকি হলে যেমন সড়ক দুর্ঘটনায় পানির ক্ষমতা অতিক্রম করে আঘাত লেগে যায়। যাকে বলে Whiplash Injury.

৪. ইহাকে Amniotic Fluid বলে। এর ফলে মায়ের নড়াচড়ায় 'নাজুক শিশু' আঘাত থেকে রক্ষা পায়। মেডিকেলের বইপত্রের রেফারেন্স দিলে যাচাই করিতে পারিবেন না। দয়া করে যেকোন মেডিকেল ছাত্রকে বা গুগল সাহেবকে জিজ্ঞেস করুন।

'নিন, ডাক্তার সাহেব, চা নিন। চিনি লাগলে নিয়ে নিবেন কষ্ট করে। নাদিম, নে বাবা, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে'। চায়ের কাপ নিয়ে ডা. ফারুক চুমুক দিলেন।

- ঠিক এই কথাটাই সূরা আর-রাহমানের প্রথম তিন আয়াতে আছে।

"দয়াময়। শিখিয়েছেন কুরআন। বানিয়েছেন মানুষ।"

তিনি যেন আমাদের লজিক্যাল রিজনিং-কেই সম্বোধন করে বলছেন। আমিই দয়া করে তোমাদেরকে অদৃশ্য জগতের খবরগুলো পৌছেছি ... কুরআনের দ্বারা। কারণ আমি তো তোমাদেরকে কুকুর-বিড়াল করে বানাইনি, যে দেখা দিতে হবে, সব দেখিয়ে দিতে হবে। আমি তোমাদেরকে মানুষ বানিয়েছি কারণ আমি তোমাদের সেই ক্ষমতা দিয়েছি যে, খবর শুনেই তুমি সিদ্ধান্ত পার। পঞ্চইন্দ্রিয় দিয়ে আমার সৃষ্টিকে জেনে ইন্দ্রিয়ের অতীত আমাকে চিনে নেয়ার যোগ্যতা তোমাদেরকে তো দিয়েছি। এখন তোমার সেই যোগ্যতা, সেই মনুষ্যত্বকেই প্রশ্ন করছি ... এখনো চেননি দয়াময়কে?

ডা. ফারুক দেখলেন নাদিমের চোখে ছল ছল পানি। সে পানিতে ভেসে যাচ্ছে অবিশ্বাসের জঞ্জাল।

আলহামদুলিল্লাহ।

(গাড়ি চালানো আর সূরা আর-রাহমানের অংশটুকু উস্তায নোমান আলী খানের লেকচার অবলম্বনে)

দাসপ্রথা : ঐশী বিধানের সৌন্দর্য

কোন এক সরকারি কসাইখানা (মেডিকেল কলেজ)। শিক্ষানবিস কসাইরা এখানে ছুরি-চাপাতি ধার দেয়া শেখে। বাবা-মা ছেড়ে এসে ডালের শরবত আর ভাত সাথে ছারপোকার কামড় মাখিয়ে খায়। চাপড় দিয়ে মশা মারার তালে তালে রাত জেগে কসাইবিদ্যা শেখে। আর গজ গজ করে প্রতিজ্ঞা করে, নিজের ছেলেমেয়েকে কোনদিন এ বিদ্যে শেখাবে না। পাবলিকের গালি খাওয়ার জন্য এত পড়াশুনো করার কি দরকার?

হোস্টেলের ২১২ নম্বর রুম। ওরা ৬ জন থাকে। ফাহিম, সোহেল, ফখরুল, শামস, তন্ময়, সুজন। শেষের ৪ জন আবার কসাইবিদ্যার প্রচণ্ড চাপের মধ্যেও বাংলা মায়ের দামাল ছেলের ভূমিকায়ও নামে। রাজপথে লড়াকু কণ্ঠে দেশকে এগিয়ে নেয় বহুদূর। ফাহিম-সোহেল অবশ্য নিপাট ভালমানুষ। ডাক্তারি পড়ার পাশাপাশি ফাহিম আর যা করে তা হল, ফিফা খেলে। আর সোহেল হল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বরিশালীয় প্রজাতির মানুষ। ইদানীং আবার মসজিদেও বেশি দেখা যাচ্ছে তাঁকে। দাড়ি-টুপিও রেখে দিয়েছে বেশ, চেহারার খোলতাই হয়েছে। ফাহিমকে ইদানীং রোগে পেয়েছে। কার সাথে চলে চলে একটু এগনোস্টিক টাইপ কথা শিখেছে। পুরো নাস্তিক হওয়া বোধ হয় সাহসে কুলাচ্ছে না। সংশয়-সন্দেহমূলক প্রশ্ন করা শিখেছে।

সন্ধ্যাবেলা। মাগরিব পড়ে সোহেল রুমে ঢুকেছে কেবল। পলিটিশিয়ানরা দেশ-জাতি উদ্ধার করতে একটু বাইরে আছেন। ফাহিম একটা বই পড়ছে। বই থেকে চোখ না সরিয়েই,

- সোহেল দোস্ত, তোরে একটা প্রশ্ন করি। মাইন্ড করতে পারবি না।

- কর। শিশুর প্রশ্নে বাপমা মাইন্ড করে না। নাস্তিকরা হল শিশুর মত। অবুঝ, অপরিণত। একই প্রশ্ন বার বার করে। তোর প্রশ্নের সুর দেখেই বুঝেছি তুই কি বিষয়ে প্রশ্ন করবি।

- 'আচ্ছা দোস্ত', ইগনোর করায় ফাহিমের জুড়ি নেই, 'ইসলাম তো কল্যাণের ধর্ম। তাইলে দাসপ্রথার মত অমানবিক জিনিস ইসলাম সাপোর্ট করে কিভাবে?'

- তোর বুঝায় একটু ভুল আছে সোনা। ইসলামে দাসপ্রথার কনসেপ্টটা একটু আলাদা। তোরা ইসলামের দাসপ্রথা আর ইউরোপ-আমেরিকার দাসপ্রথাকে গুলিয়ে ফেলিস।'দাসপ্রথা' শব্দটা শুনলেই অ্যালেক্স হেলীর *'দি রুটস'* আর হ্যারিয়েট স্টোর *'আংকেল টমস কেবিন'* চোখের সামনে ভেসে ওঠে। অত্যাচার- চাবুক- কোলের বাচ্চাকে ছিনিয়ে নিয়ে বিক্রি- মৃত্যু। ইসলামী দাসপ্রথাটা একটু বুঝার আছে। সময় আছে তো কিছু, না কি?

- 'বল দেখি। ত্যানা পেঁচানো বয়ান আবার শুনি', অবজ্ঞার সাথে বই বন্ধ করল ফাহিম।

- দুটো সম্পূর্ণ বিপরীত জিনিস। আমাদের নবীজী বলেছেন : *দাস তোমার ভাই যে তোমার অধীনস্থ। তুমি যা খাও তা থেকেই তাকে খেতে দাও। তুমি যা পরিধান কর তা থেকেই তাকে পরাও। সাধ্যাতীত কাজের বোঝা চাপিও না। সাধ্যের বাইরে কাজ হলে তাকে সাহায্য কর* [১]।
- অ্যাঁ?
- হাদিসে আরো আছে : *কেউ যদি তার দাসকে চড় দেয় বা পিটায় তার প্রায়শ্চিত্ত হল সে তাকে মুক্ত করে দেবে* [২]।

একবার এক সাহাবী এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আমার দাসকে প্রতিদিন কতবার মাফ করব? উত্তর এলো, *প্রতিদিন ৭০ টা ভুল মাফ করবে* [৩]। আরো শুনবি?

---

১. বুখারী ই.ফা., ১ম খণ্ড, কিতাবুল ঈমান, হাদিস নং ৩০ এবং ৪র্থ খণ্ড, অধ্যায় : গোলাম আযাদ করা, হাদিস নং ২৩৭৭।

২. মুসলিম, হাদিস নং ১৬৫৭।

৩. বুখারী ই.ফা., ৪র্থ খণ্ড, হাদিস নং ২৩৮৪।

- আর লাগবে না।
- 'আরে লাগবে না মানে', নিজের বিছানা থেকে উঠে ফাহিমের বিছানায় এসে বসল। 'আজ তোর একদিন কি আমার একদিন? আগে তোর মাথা থেকে ইসলামবিদ্বেষীদের ব্যাখ্যা সরিয়ে নিই।

এমনকি তারা কষ্ট পাবে বলে তাদেরকে 'আমার দাস' এভাবে সম্বোধন করাও নিষেধ। ডাকার সময় এভাবে ডাকবে 'আমার বালক' বা 'আমার খাদিম' [৪]।

উসমান (রা.) একদিন তাঁর দাসের কান মলে দিলেন। এরপর বললেন, 'এসো আমার কানও মলে দাও'। 'না, মালিক, পারবো না'। 'এসো বলছি (মলে দিল) এতো আস্তে না, জোরে। আমি কিয়ামতের দিন এর সাজা সইতে পারব না'। দাসের উত্তর, 'মালিক আপনি যে দিনকে ভয় করেন আমিও তো সেদিনকে ভয় করি' [৫]।

- ওওওরে খাইছে।
- আরো শোন।

এক লোক খানা খাচ্ছিল। পাশে দাস দাঁড়িয়ে ছিল। খলিফা উমর (রা.) কঠিন ধমক দিলেন, 'দাসদের নিয়ে খানা খাও'।

আরেকদিন গভর্নর সালমান ফারসী (রা.) আটার খামির মাখাচ্ছিলেন। 'আরে গভর্নর স্যার, আপনি করছেন ?' 'দাসদের কাজে পাঠিয়েছি। একসাথে দুটো কাজ দিতে চাই না' [৬]।

- বুঝেছি। ইসলামিক দাসপ্রথা বুঝেছি।

- আচ্ছা। দেখবনে পরে কী রকম বুঝা বুঝেছিস। এখন ধর, তুই বার্মার সাথে যুদ্ধ করলি। 'হেরে গেলে দাস হতে হবে' এই ভয়ও একটা যুদ্ধ এড়ানোর কৌশল কিন্তু। তাও এড়ানো গেল না। যুদ্ধ শেষ। যুদ্ধবন্দীদেরকে কি করবি?
- চুক্তিসাপেক্ষে ফিরিয়ে দেব।

---

৪. *তিরমিযী*, হাদিস নং ১৯৪৯ (iHadith app)

৫. https://islamqa.info/en/94840

৬. https://islamqa.info/en/94840

Shubahaat Hawl al-Islam by Muhammad Qutub; *Talbees Mardood fi Qadaaya Khateerah* by Shaykh Dr. SaaliHadith ibn Humayd, the Imam of the Haram in Makkah.

- চুক্তি করার কেউ নেই। তুই-ই বিজয়ী। শত্রু সম্পূর্ণ পরাজিত। রাজাও বন্দী। বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড তোর অধীন। যদি ১০০০০ যুদ্ধবন্দীকে মুক্ত করে দিস তাহলে আবার সংগঠিত হয়ে লড়াই করবে। কি করবি এখন?
- কারাগারে বন্দী করে রাখব। আর তো কিছু করার নেই?
- কতদিন পর্যন্ত রাখবি কারাগারে? মানে কতদিন পর্যন্ত ফ্রি খাওয়াবি ওদের?
- (আমতা আমতা)
- আচ্ছা ধর তোর অত বড় কারাগারই নেই?

. ফ্রি খাওয়ানোর প্রশ্নই আসে না। তাও শত্রুসেনাদেরকে।

. কারাগারে পর্যাপ্ত সুবিধা থাকলে সশ্রম করে দিয়ে প্রোডাকশনে লাগানো যেত।

. আবার ছেড়েও দিতে পারছিস না।

. বার্মিজগুলোকে বাঙালীও বানাতে পারছিস না যে, এখন নিজের লোক হয়ে গেছে। ছেড়ে দিলেও আর যুদ্ধ করতে আসবে না।

এখন কি করণীয়?

- আচ্ছা ভাই, তুই-ই বল।
- আমি যখন বলি ইসলামে সব যুগের সমস্যার সমাধান আছে তখন তো নাক সিঁটকাস। এই সমস্যাটা সেই যুগেও ছিল। শ্রেষ্ঠ সমাধানটা ইসলামই দিয়েছিল। এখনও যদি যুদ্ধ-যুদ্ধ সিচুয়েশান আসে। এখনও বেস্ট সমাধান এটাই।
- কী সেটা?
- ১০০০০ শত্রুকে ১০০০০ সৈন্যের মালিকানায় দিয়ে দাও। যে পালতে পারবে সে রাখবে, যে পালতে পারবে না সে ধনী লোকের কাছে বিক্রি করে দিবে। ১০০০০ বন্দী শেষমেশ বিচ্ছিন্ন হয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রান্তে কিছু পরিবারে ঠাঁই পাবে। জমিতে, কারখানায়, বাসায় কাজ করবে। আবার সংগঠিত হওয়ার সুযোগ রইল না।

এখন দেখ কতগুলো মানবিক উদ্দেশ্য পূরণ হচ্ছে :

. এক, কারাগারের মত আটক থাকছে না। ঘুরেফিরে বেড়াচ্ছে। বাজারঘাটে যাচ্ছে। তোদের লোহার গরাদের চেয়ে বেশি মানবিক।

. দুই, কারাগারে থাকলে অনির্দিষ্টকাল পচে মরতে হত। এখন মুক্তির অনেক সুযোগ।

- কি রকম?
- পান থেকে চুন খসলেই দাসমুক্তির বিধান দেয়া হলো :

. যদি দাসকে মারো তো প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে মুক্ত কর [৭]।
. কাউকে অনিচ্ছাকৃত মেরে ফেলেছ তো দাস মুক্ত কর [৮]।
. প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছ, দাস মুক্ত কর [৯]।
. রমজানে রোযা অবস্থায় স্ত্রীমিলন করে ফেলেছ, দাস মুক্ত কর [১০]।
. ঝগড়ার সময় স্ত্রীকে একথা বলে ফেলেছ যে– 'আজ থেকে তুমি আমার মায়ের মত', প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে দাস মুক্ত কর [১১]।
. আর যাকাতের ৮ টা খাতের একটা তো আছেই যাকাতের টাকায় দাস কিনে মুক্তিদান [১২]।
. সূর্যগ্রহণের সময় দাস মুক্ত কর [১৩]।
. পরকালে সওয়াবের আশায় দাস মুক্ত কর [১৪]।

---

৭. ইবনে উমার (রা.) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে একথা বলতে শুনেছি : *যে ব্যক্তি নিজ ক্রীতদাসকে চপেটাঘাত করল বা প্রহার করল, এর কাফফারা/ প্রায়শ্চিত্ত হল তাকে মুক্ত করে দেয়া।*
(*মুসলিম* ই.ফা., কিতাবুল আইমান/ কসম, হাদিস নং ৪১৫২,৪১৫৩,৪১৫৪, iHadith app-৪১৯০)

৮. কুরআন ৪/৯২

৯. কুরআন ৫/৮৯

১০. *আবু দাউদ*, কিতাবুত তালাক্ব, হাদিস নং ২২০৭

১১. কুরআন ৫৮/৩ এবং *আবু দাউদ*, কিতাবুত তালাক্ব, হাদিস নং ২২০৮

১২. কুরআন ৯/৬০

১৩. আসমা (রা.) বর্ণনা করেন : *রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে সূর্যগ্রহণের সময় দাস মুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন।* (*বুখারী* ই.ফা., কিতাবুল কুসুফ/সূর্যগ্রহণ, ২য় খণ্ড, হাদিস নং ৯৯৬)

১৪. আবু মূসা আশাআরী (রা.) থেকে বর্ণিত, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন : *তোমরা ক্ষুধার্তকে খাবার দাও, রোগীর সেবা কর এবং বন্দীকে মুক্ত কর।* (*বুখারী* ই.ফা., ৯ম খণ্ড, কিতাবুল মারীদ্ব/রোগী, হাদিস নং ৫২৪৬)

"যে ব্যক্তি মুসলিম ক্রীতদাস আযাদ করবে, ঐ দাসের প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে আযাদকারীর প্রতিটি অঙ্গ দোযখের আগুন থেকে বাঁচবে"। (*মুসলিম* ই.ফা., হাদিস নং ৩৬৫৩, iHadith app ৩৬৮৭)

. আরও আছে, দাস চাইলে নিজেকে নিজে কিনে নিতে পারে। কুরআনে আল্লাহ আদেশ করছেন সূরা নূরে : *'যদি দাসরা নিজেকে মুক্ত করার চুক্তি করতে চায় তবে তা করো'* । [১৫]

. কারণে-অকারণে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দাস মুক্ত করা তো সাহাবাদের অভ্যাস ছিল। এক আবদুর রহমান বিন আওফ (রা.)-ই ৩০,০০০ দাস মুক্ত করেছেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আর ৭ জন সাহাবী মিলে মুক্ত করেছেন ৩৯,৩২২ জন দাস! আরো সোয়া লক্ষ সাহাবী যাদেরকে মুক্ত করেছেন তাদের সংখ্যা তাহলে কত। প্রত্যেকে যদি একজন করেও মুক্ত করে তাহলেও সোয়া লক্ষ দাস মুক্ত হয়েছে।

এখন নবীজীর জমানা থেকে ৫০ বছরে কতগুলো যুদ্ধ হয়েছে আর কতজন বন্দী হয়েছে হিসাব করে দেখ [১৬] ।

- যুদ্ধে আর কয়জন বন্দী হয়। সবই তো মুক্ত হয়ে যাচ্ছে দেখছি।

- হুমম, এইতো জার্মানীপ্রেমী ভণ্ডদের লাগানো তালা খুলছে। তৃতীয় আরেকটা পজিটিভ দিক হল, ইসলামের আল্টিমেট টার্গেট হল সব মানুষ যেন ইসলামের ভিতর এসে যায়। এটা ইসলামের মূল উদ্দেশ্য। এমনকি যুদ্ধেরও উদ্দেশ্য ইসলাম পৌঁছে দেয়া। মৃত্যু পরবর্তী অনন্ত জীবনের যে কনসেপ্ট ইসলাম দিচ্ছে সেই জীবনে এবং ইহলৌকিক শান্তি-সফলতার একমাত্র উপায় ইসলামের ভিতর এসে যাওয়া। দাসপ্রথার ভিতর দিয়েও ইসলাম সেটাই চায়।

---

১৫. কুরআন ২৪/৩৩

১৬. বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৬৩ জন দাস মুক্ত করেছেন, আম্মাজান আয়িশা (রা.) ৬৯ জন, আবু বকর (রা.) অসংখ্য,আব্বাস (রা.) ৭০ জনকে, উসমান (রা.) ২০ জন, হাকিম বিন হিযাম (রা.) ১০০ জন, আব্দুল্লাহ ইবন উমার (রা.) ১০০০ জন, আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) ৩০০০০ দাসকে মুক্ত করেছেন। আল-কিতানী *'আত-তারাতীবুল ইদারিয়াহ'* কিতাবে এই গণনা করেছেন, পৃষ্ঠা : ৯৪, ৯৫।

যুলকালাহ আল হিমইয়ারী (রা.) একদিনে ৮০০০ দাস মুক্ত করেন।

(নবাব সিদ্দীক হাসান খান, *ফতহুল আল্লাম শরহে বুলুগুল মারাম*, কিতাবুল ইতক, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩২) সূত্রে *তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন* ইঃফাঃ, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯।

পারিবারিক পরিবেশে থেকে মুসলমানদের আচার-ব্যবহার, জীবনযাত্রার পবিত্রতা হয়ত দাসকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করবে। সে ইসলাম গ্রহণ করে মৃত্যু পরবর্তী চিরস্থায়ী ক্ষতি থেকে বেঁচে গেল।

আর সেকুলার ফায়দা হল, যে দাসটা মুসলমান হয়ে গেল সে মুক্ত হলেও আর ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসবে না।

বুঝেছিস হাঁদারাম। খালি ইসলামের বিরুদ্ধে কিছু লিখতে পারলেই রাজা।

- বুঝলুম।

- না কিছুই বুঝিসনি এখনো। চার নম্বর দিক হল, কারাগারে আটকে থাকবে, কতদিন থাকবে ঠিক নেই। দাস হিসেবে থাকলে ঘোরাঘুরি তো চলছেই। সাথে বিয়েশাদীও হবে। সামাজিক সম্মানও আছে।

- দাসের আবার সামাজিক সম্মান?

- যোগ্যতার কারণে মালিক দাস মুক্ত করে দেয়। নিজ যোগ্যতায় সম্মানের জায়গা হাসিল করে নেবে।

. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দাস যায়িদ বিন হারিসা (রা.) তো রাসূলকে ছেড়ে নিজের বাবার সাথে যেতেও রাজি হয়নি। তিনি মূতার যুদ্ধে *চীফ অব আর্মি স্টাফ* ছিলেন [১৭]।

. তাঁর ছেলে উসামা (রা.)-ও বড় বড় সাহাবীর উপরে *জেনারেল* নিযুক্ত ছিলেন [১৮]।

. ইবনে উমর (রা.) এর দাস নাফে (রহ.) আর উমর (রা.) এর দাস আসলাম (রহ.) ছিলেন *প্রফেসর অফ হাদিস সায়েন্স* [১৯]। মুহাদ্দিস বললে তো বুঝবা না, গরু।

. মক্কাবাসী এক মহিলার দাস আতা ইবনে আবী রাবাহ (রহ.) ছিলেন গ্র্যান্ড মুফতি মানে *চীফ জাস্টিস* অফ মক্কা। চলতে থাকলে তো শেষ হবে না [২০]।

---

১৭. *সীরাতে ইবনে হিশাম* ই.ফা., ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-২২

১৮. *আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়া*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৫৩

১৯. *আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়া*, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫০৭

২০. ড. আবদুর রহমান রাফাত পাশা, *তাবেঈদের ঈমানদীপ্ত জীবন*, পৃষ্ঠা-২০

. ইবনে আব্বাস (রা.) এর দাস ইকরিমা (রহ.)-কে তিনি পায়ে বেড়ি পরিয়ে লেখাপড়া শেখাতেন। দাস ইকরিমা (রহ.) পরে হযরত ইকরিমা (রহ.) হয়ে গেলেন, উপাধি হয়ে গেল '*বাহরুল উম্মাহ*', জাতির বিদ্যাসাগর [২১]।

- থাক আর না চললেও হবে।

- এখন শোন। শুধু বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা করে তো লাভ নেই। কিছু কথা বলি। শুধু ইসলামই অনুমোদন করেছে তা নয়, ইহুদিধর্ম আর খ্রিস্টধর্মেও দাসপ্রথা অনুমোদিত [২২]।

. পার্থক্য হল ইসলাম বলছে, দাসকে চড় দেয়া বা প্রহার করা অপরাধ, যদি কেউ করে তবে ক্ষতিপূরণ হল মালিক সেই দাসকে মুক্ত করে দেবে [২৩]।

---

২১. *আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়া*, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৮৮ এবং *সিয়ারু আলামুন নুবালা* ৪/৩৭০।

২২. পড়ুন বাইবেলে দাস সংক্রান্ত বিধিবিধান :
যাত্রাপুস্তক অধ্যায় ২১ থেকে : http://www.ebanglalibrary.com/banglabible/

[১] তারপর ঈশ্বর মোশিকে বললেন, "তুমি অন্য এই সব নিয়মের কথাও লোকদের বলবে।
[২] তুমি যদি ইব্রীয় (হিব্রু/ইহুদী) দাস ক্রয় করো তবে সে ছয় বছর দাসত্ব করার পর বিনামূল্যে মুক্তি পাবে।
[৩] যদি তোমার দাস থাকাকালীন সে বিবাহিত না হয় তাহলে মুক্তির সময়েও সে একাই মুক্তি পাবে। কিন্তু যদি সে বিবাহিত হয় তাহলে সে সস্ত্রীক মুক্তি পাবে।
[৪] যদি দাসটি বিবাহিত না হয় তাহলে তার মনিব তাকে বিয়ে দিতে পারে। সে যদি পুত্র অথবা কন্যা ধারণ করে তাহলে সে এবং তার ছেলেমেয়েরা মনিবের অধিকারভুক্ত হবে এবং সে নিজে ঐ মনিবের কাছে থাকবে এবং দাসের নিজের কর্মকাল শেষ হবার পর সে একা মুক্তি পাবে।
[৫] কিন্তু যদি দাসটি বলে, 'আমি আমার মনিবকে, আমার পত্নীকে এবং ছেলে-মেয়েদের ভালবাসি, তাই আমি মুক্ত হতে চাই না,'
[৬] যদি এরকম হয় তাহলে তার মনিব দাসটিকে ঈশ্বরের কাছে নিয়ে আসবে। তারপর তার মনিব তাকে একটি দরজা বা দরজার কাঠের কাঠামোর কাছে নিয়ে যাবে। তারপর ছুঁচালো একটি যন্ত্র দিয়ে মনিব তার দাসের কানে একটি ফুটো করবে। তাহলে সেই দাস সারাজীবন তার মনিবের সেবা করবে।...
[২০] কখনও কখনও মনিব তার পুরুষ বা স্ত্রী দাসদের প্রহার করে থাকে, যদি এই প্রহারে দাসটি মারা যায় তবে তার ঘাতক শাস্তি পাবে।
[২১] কিন্তু যদি দাসটি মারা না গিয়ে কয়েকদিন বাদে সেরে ওঠে তবে তার মনিবকে কিছু বলা হবে না কারণ সে তার দাসের জন্য অর্থ ব্যয় করে থাকে এবং সে দাসটি তার সম্পত্তি।..."

২৩. নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : *যে নিজ দাসের সাথে দুর্ব্যবহার করে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।* (ইবনে মাজাহ, কিতাবুল আদাব, অধ্যায় : দাসের প্রতি ইহসান, ১ম খণ্ড, হাদিস নং ২৭১)

. আর বাইবেল বলছে, যদি দাস প্রহারে না মারা যায় তবে মনিবকে কিছু বলা হবে না কারণ সে মনিবের সম্পত্তি, মনিব পেটাতেই পারে, না মরলেই হল আর চোখ-দাঁত নষ্ট না হলেই হবে [২৪]।

আর ইসলামের মৌলিক নীতি হল– আল্লাহ মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়েছেন যার উপর ভিত্তি করেই পারলৌকিক শাস্তি বা শান্তির ফয়সালা হবে। আল্লাহ প্রদত্ত এই স্বাধীনতা অন্যায়ভাবে খর্ব করার অধিকার নেই কারো। যে করবে সে জালিম। তার ব্যাপারে আল্লাহ স্বয়ং হাদিসে কুদসীতে বলেন :

"*কিয়ামতের দিন ৩ ব্যক্তির প্রতিপক্ষ হব আমি নিজে। তার মধ্যে একজন যে স্বাধীন মানুষকে বিক্রয় করে বিক্রয়লব্ধ অর্থ ভোগ করে* [২৫]।"

- এতো সর্বোচ্চ ধমকি মনে হচ্ছে।

- ইসলামে দাসপ্রথা অনুমোদিত। কিন্তু এটা নামেমাত্র দাসত্ব। বুঝতে পারছিস, শারীরিক কষ্ট তো দূরের কথা, এমনকি দাসের মনে কষ্ট দিয়ে 'আমার দাস' বলে পরিচয় করিয়ে দেয়াও নিষেধ, বলতে হবে 'আমার ছেলে'। এই নামেমাত্র দাসত্বকেও পর্যায়ক্রমে বিলীন করাই ইসলামের উদ্দেশ্য [২৬]।

ইসলামপূর্ব যুগে দাস বানানোর কয়েকটি উৎস ছিল :

. যুদ্ধবন্দী,

. ঋণ পরিশোধে অক্ষম হলে,

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন : *যে তার দাসকে চপেটাঘাত করে বা প্রহার করে, তার ক্ষতিপূরণ হল সে তাকে মুক্ত করে দিবে* । (*আবু দাউদ*, কিতাবুল আদাব, অধ্যায় : দাসের হক, ২য় খণ্ড, হাদিস নং ৭০৩)

২৪. *যাত্রাপুস্তক অধ্যায়* ২১ থেকে : http://www.ebanglalibrary.com/banglabible/

[২৬] "যদি কোন ব্যক্তি তার দাসের চোখে আঘাত করে তাকে অন্ধ করে দেয় তাহলে সেই দাসকে মুক্তি দিয়ে দিতে হবে। তার চোখ হল তার মুক্তির মূল্য, স্ত্রী বা পুরুষ দাসের ক্ষেত্রে এই একই নিয়ম খাটবে।

[২৭] যদি কোনও মনিব তার দাসকে মুখে আঘাত করে তার দাঁত ফেলে দেয় তবে তাকে মুক্তি দিতে হবে, তার দাঁত হবে তার মুক্তির মূল্য, এই নিয়ম স্ত্রী ও পুরুষ উভয় দাসের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে।

২৫. *বুখারী* ই.ফা., ৪র্থ খণ্ড, হাদিস নং ২০৮৬

২৬. *তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন* ই.ফা., ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯ (সূরা মুহাম্মদের ৪ নং আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য)

. অপহরণ,
. দারিদ্র আর
. দাসের সন্তান।

যেমন ইউরোপ-আমেরিকার দাসব্যবসার একমাত্র সোর্সই ছিল আফ্রিকা থেকে নিগ্রোদের অপহরণ [২৭]। ইসলাম শুধু যুদ্ধবন্দী আর দাসের সন্তান রেখে বাকিগুলো হারাম করে দিয়েছে।

ইসলাম দাসপ্রথা সম্পূর্ণ বিলোপ করেনি কারণও এই এগুলোই–
. কাফির যুদ্ধবন্দীরা যাতে রিগ্রুপ করতে না পারে,
. ইসলাম গ্রহণ করতে পারে আর
. বাপ-মা কাফির থাকলেও সন্তানগুলো যেন পরিবেশে থেকে মুসলিম হয়ে যায়।
. আরেকটা কারণ হল সে যুগে সব সভ্যতাই ছিল কৃষিভিত্তিক, অর্থনীতি ছিল দাসনির্ভর।
. আর যুদ্ধপরিস্থিতিতে দাসপ্রথার কোন সুস্থ বিকল্পও নেই আগেই বললাম।

তাই ইসলাম যা করল তা হল– দাসের উৎস কমিয়ে দিল এবং দাসমুক্তির নব নব বাহানা তৈরি করে দিল।

একথা বিধর্মী ঐতিহাসিকরাও স্বীকার করে যে ইসলামের পূর্বে এবং ইউরোপ-আমেরিকায় (আমেরিকার গৃহযুদ্ধের আগে) দাসমুক্তি ছিল শূন্যের কোঠায় [২৮]।

---

২৭. আফ্রিকা থেকে ইউরোপ আমেরিকায় এই দাসব্যবসাকে বলা হয় 'ট্রান্স আটলান্টিক দাসব্যবসা'। এই সাইটে বিস্তারিত সব তথ্য পাবেন http://www.slavevoyages.org/

এই সাইটের পার্টনারদের তালিকা দেখলেই গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন থাকবে না।

The Trans-Atlantic Slave Trade Database has information on almost 36,000 slaving voyages that **forcibly** embarked over 10 million Africans for transport to the Americas between the sixteenth and nineteenth centuries. The actual number is estimated to have been as high as 12.5 million.

ওদের ডাটাবেসে রেকর্ড করেছে ৩৬০০০ বার দাস শিপিং হয়েছে। যাতে নেয়া হয়েছে ১০ মিলিয়ন বা সাড়ে ১২ মিলিয়ন দাস, জোরপূর্বক জাহাজে তোলা হয়েছে তাদেরকে। অপহরণ।

কেননা দাসমুক্ত করলে তো লোকসান। কিন্তু পারলৌকিক লাভের জন্য ইসলামী সমাজে দাসমুক্তি ছিল ব্যাপক যা আগেই বলেছি।

তাহলে উদ্দেশ্য গুলো আবার বলি, ছাড়া অবস্থায় থাকবে- মুক্তির সুযোগ থাকবে-বিয়েশাদীর সুযোগ- উন্নত খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষার সুযোগ- ভালো ব্যবহার-পারিবারিক পরিবেশ- জাতীয় উৎপাদনে নিয়োগ- যোগ্যতার মূল্যায়ন- ইসলামে কনভার্ট হবার সুযোগ।

এই সবগুলো শর্ত পূরণ করে দাসপ্রথার বিকল্প হিসেবে কি আসে তোর ঘটে? বল।

- তারপরও দোস্ত, 'দাস' শব্দটাই কেমন যেন। এতো সুবিধা সত্ত্বেও পরাধীনতা একটু বেশীই শাস্তি হিসেবে।
- এটা তুই কি বললি। সামান্য দেওয়ানী-ফৌজদারী মামলায় নিজের লোককে বছর বছর কারাগারে আটকে রাখিস। তখন পরাধীন মনে হয় না।

আর একটা লোক যুদ্ধক্ষেত্রে তোর কলিগদের হত্যা করল। যুদ্ধে ওরা জিতলে না জানি কি করত। তাকে আটকে না রেখে ছেড়ে রেখে পরাধীন মনে হচ্ছে। এটা কী ধরনের ডাবল স্ট্যান্ডার্ড? আজিব মানবতাবোধ শিখিয়েছে তোদের পশ্চিমারা।

আসলে বেশি মানবিক কোনটা? কারাগারে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে অনির্দিষ্টকাল পচা? নাকি পারিবারিক পরিবেশে ঘুরেফিরে ভালো খেয়ে মুক্তির সুযোগ নেয়া?

---

২৮. Eva Sheppard Wolfe এর মতে ভার্জিনিয়া প্রদেশে আমেরিকার গৃহযুদ্ধের পরের ২ দশকে দাসমুক্তির হার ছিল সবচেয়ে বেশি। সেটা কত? ২ দশকে ১১,০০০ জন। ভার্জিনিয়ার ২,৯৩,০০০ দাসের মধ্যে ২০ বছরে ১১,০০০। ওনার হিসেবে দাসমুক্তির হার ০.২%।

Willem Klooster গণনা করেছেন দাসমুক্তি হার বছরে ০.৫%। (পৃঃ ৩)

Keila Grinberg এর গবেষণায় পর্তুগীজ ব্রাজিলে প্রতি দশ বছরে ১০০ জন দাস মুক্ত হত।

(পৃঃ ১১)

১৫-৪৪ বছর বয়সী মহিলাদের মুক্তির সম্ভাব্যতা ছিল ০.১৬%, আর পুরুষের ছিল ০.০৯%। (পৃঃ ১১৪) ***Paths to Freedom: Manumission in the Atlantic World***; edited by Rosemary Brana-Shute, Randy J. Sparks. এই বইটাতে বিস্তারিত আছে।

মানবতার সওদাগরদের আরো ভয়ঙ্কর ইতিহাস নিয়ে নতুন একটা গল্প হলে কেমন হয়?

পরাধীনতা আর দাসত্ব আসলে কোনটা? তাহলে বল, দাসপ্রথা কি ইসলামের বর্বরতা-মধ্যযুগীয়তা নাকি সৌন্দর্যময় আধুনিকতা?

- (নীরবতা)

মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যম ভাষা।

কখনো কখনো নীরবতা ভাষার চেয়েও বেশি বলে। তাই না?

(আলহামদুলিল্লাহ)

দক্ষিণ হস্ত মালিকানা : একটি নারীবাদী বিধান

(এক)

হন্তদন্ত হয়ে রুমে ঢুকল ফাহিম। সোহেল এইমাত্র ইশার নামায শেষ করে ডাইনিং থেকে খেয়ে উপরে উঠেছে। যাক পাওয়া গেল শেষমেশ। আগেও দু'বার এসে ঘুরে গেছে বেচারা। ও জানে নামাযের সময় সোহেল ফোন নেয় না। ২১২ নং রুম। তখনো হোস্টেল ছয়তলা হয়নি। দোতলার উপরই ছাদ। মন চাইলেই যখন তখন ছাদে যাওয়া যেত।

- 'কিরে নুদুস, নামায পড়িসনি আজ। মসজিদে দেখলাম না যে'। ফাহিম রেগুলার কয়েকদিন নামায পড়ছিল বেশ। আবার এখন কয়েকদিন রেগুলার পড়ছে না। খুবই রেগুলার ছেলে।

- দোস্ত, একটু উপরে আয় কথা আছে। ছাদে।

- 'কী ব্যাপার, এখানেই বল। রুমে তো কেউ নেই এখন'। রুমের বাকি চার সভ্য একটু জাতীয় পর্যায়ে ব্যস্ত থাকায় এই মুহূর্তে আপনাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে পারছি না।

- 'না দোস্ত। একটু আয় না', ফাহিম প্রায় টানতে টানতে সোহেলকে ছাদে নিয়ে গেল।

শাহরিয়ার ভাই। অত্যন্ত ভালোমানুষ। পুরো সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল জানে ভালোমানুষ কেউ থাকলে সে শাহরিয়ার ভাই। যার কাছে একটা লালপিঁপড়াও নিরাপদ। ২০ হার্ৎজ এর কমের সাউন্ড মানুষ শুনতে পায় না। উনি কথা বলেন ২১ হার্ৎজে। পুরো মেডিকেলে এটাও সবাই জানে যে উনি নাস্তিক। ব্লগ আর

ফেসবুকের সুবাদেই এই খ্যাতি। তবে উনি শুধু প্রশ্ন আর দার্শনিক পর্যালোচনা করেন। কোন কটূক্তি বা কারো মনে আঘাত দিয়ে কথা থাকে না সেসব লেখায়। ছাদের এক কোণায় শাহরিয়ার ভাই অপেক্ষা করছেন সোহেলের জন্য। পিছনে গুটি গুটি পায়ে ফাহিম। ফাহিমের দিকে 'ওওও, এই তাহলে তোমার বিগড়ানোর রহস্য'– জাতীয় একটা লুক দিয়ে সোহেল এগিয়ে যায়।

- ভাই কেমন আছেন?
- আসসালামু আলাইকুম, সোহেল। কেমন আছ ভাই?
- ওয়া আলাইকুমুস সালাম আলা মানিত্তাবাল হুদা। জ্বি ভাই, আলহামদুলিল্লাহ।
- মাফ করো। তোমাকে এই অসময়ে বিরক্ত করতে চাইনি। ফাহিমটা শুনল না।
- না না ভাই, কি যে বলেন।
- ফেসবুকে তোমার লেখাগুলো আমি পড়ি। যেজন্য তোমাকে বিরক্ত করলাম তা হল, একটা বিষয় আমি তোমার থেকে জানতে চাই। এই আর্গুমেন্টে কেউই কোন সন্তোষজনক জবাব আমাকে দিতে পারেনি। তোমার কাছে হয়ত নতুন কোন পয়েন্ট থাকতে পারে।
- কি বিষয় ভাই।
- কুরআনে উল্লেখিত 'দক্ষিণ হস্ত মালিকানা'য় থাকা দাসীদের সাথে যৌন সম্ভোগের বিষয়টা।
- ওহ আচ্ছা। এই বিষয়টা? ভাবছিলাম এই বিষয়টা নিয়েও লিখব। আপনাদের সময় আছে তো? তাড়াহুড়া করলে না বলাই ভালো।
- 'না না, আমাদের সময় আছে। তুই শুরু কর', ফাহিম শ্রোতা হিসেবে এক্সপোর্ট কোয়ালিটির।

- দাসপ্রথা সম্পর্কে আমার লেখাটা তো ভাই পড়েছেন। খুব সংক্ষেপে একটু সামারাইজ করি। যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে সব বিধানের ক্ষেত্রে ইসলামের মৌলিক 'উদ্দেশ্য' হচ্ছে তাদেরকে ভাল আশ্রয় দেয়া, মানবিক মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করা, উত্তম আচরণের দ্বারা তাদেরকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করা, তাদেরকে আর্থসামাজিক মূল স্রোতে নিয়ে আসা এবং শেষ পর্যন্ত তাদের মুক্তির সুযোগ তৈরি করা। বিপরীত অপশন যেটা আমাদের হাতে

আছে– কারাগার; তাতে এর কোনটাই পূরণ হয় না প্লাস রাষ্ট্রযন্ত্রের উপর বোঝা হয়ে দাঁড়ায় এবং তাদের সক্ষমতাও অর্থনীতিতে অব্যবহৃত থাকছে।[১]

- এটুকু ক্লিয়ার। এরপর...

- আমি একটু বিস্তারিত আলোচনা করতে চাচ্ছি। প্রথম প্রশ্ন যেটা আসে, পুরুষ শত্রুসেনাদের বন্দী করা ব্যাপারটা বুঝলাম, মেয়েদেরকে বন্দী করতে হবে কেন? আচ্ছা, ধরে নেই, ইসলামী রাষ্ট্র বাংলাদেশ আর অমুসলিম রাষ্ট্র বার্মার যুদ্ধে...

- আচ্ছা, যুদ্ধটা কেন করতে হবে?

- ওওও, ইসলামে যুদ্ধের ব্যাপারটা আরেকটা আলোচনার বিষয়। এটা হিটলার-নেপোলিয়নের মত দিগ্বিজয় বা উগ্র-জাতীয়তাবাদও নয় আবার ব্রিটিশ-ফ্রেঞ্চ-ডাচ-স্প্যানিশ-পর্তুগীজদের উপনিবেশিক সাম্রাজ্য কায়েম করে সম্পদ চোষাও নয়। ভিন্ন বিষয় এই জিহাদ। না ক্ষমতার লড়াই, না সম্পদের লড়াই, আর না রাজ্য বিস্তারের লড়াই। পরে আরেকদিন সময় পেলে বলবো।[২]

- ওকে, ওকে। তো বাংলাদেশ-বার্মা যুদ্ধে...

- আগে একটা বিষয়, ইসলামকে যদি কেউ বৌদ্ধ ধর্মের মত সামাজিক রীতিনীতির সমষ্টি, বা খ্রিষ্টধর্ম-হিন্দুধর্মের মত পার্বণসর্বস্ব কিছু মনে করে; সে ইসলামে নামায-রোযা-হজ্জ ছাড়া বাকি সব কিছুকেই ভুল বুঝবে। সে ভাববে ধর্মে আবার এতো কিছু কেন? ইসলামে কিন্তু অর্থনীতিও আছে, রাষ্ট্রনীতিও আছে, যুদ্ধনীতিও আছে, পৃথক। যুদ্ধকৌশলের মধ্যে এটাও একটা যে যুদ্ধের পর পরিণতি কী হবে। বার্মিজরা যদি জানে বাংলাদেশীরা এতো ভালো যে যুদ্ধবন্দীদের ভরপেট বিরানী খাওয়ায় আর নিজেরা আলুসেদ্ধ খায়। দু'দিন পরে চুমু দিয়ে হাতে ১০০ ডলার ধরিয়ে ছেড়ে দেয় তাহলে সবাই যুদ্ধ করতে চলে আসবে।

---

১. 'দাসপ্রথা' বিষয়ক গল্পটি দ্রষ্টব্য।

২. এ বিষয়ে নতুন গল্প আসছে ইনশাআল্লাহ।

- তার মানে বলতে চাচ্ছ, শত্রুরা এই ভয়ে যুদ্ধে আসবে না যে যুদ্ধে হারলে নিজেকে আর স্ত্রী-সন্তানকে দাস হতে হবে?

- যুদ্ধের মত একটা ব্যাপক ধ্বংসাত্মক ঘটনা ঘটার চেয়ে ভয় দেখিয়ে যদি ঘটনাটা এড়ানো যায় তাহলে বেশি ভালো না? ইসলামের শাস্তির বিধান গুলো এই দর্শন ফলো করে। যেমন জনসম্মুখে শিরশ্ছেদ, ব্যভিচারের শাস্তি রজম, বা চাবুকপেটা ইন পাবলিক। একটা শাস্তি দিয়ে হাজারো ইচ্ছুককে অপরাধ থেকে ফিরিয়ে রাখা। তেমনি যুদ্ধ হবে একটা, কিন্তু ভয় পাবে আরো যারা যুদ্ধের ইচ্ছা পোষণ করতো সবাই।

- ওকে। ফাইন।

- নিয়মিত বাহিনী ছাড়া অন্য সক্ষম পুরুষদের মধ্যে অনেকেই আসবে না। নিয়মিত বাহিনীর সদস্যও পালিয়ে যেতে পারে। ঝামেলায় যাওয়ার চেয়ে ভালো বেসামরিক থাকা। এখানে একটা পয়েন্ট, যারা সিভিলিয়ান মানে বেসামরিক বিধর্মী তাদের জান-মাল-পরিবার কিন্তু ইসলামী যুদ্ধনীতিতে নিরাপদ।

  কুরআনে আছে : "*আর আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর তাদের সাথে যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, কিন্তু বাড়াবাড়ি করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না*" [৩]। এমন কোন যুদ্ধ দেখাতে পারবেন যেখানে সিভিলিয়ানরা নিরাপদ?

- আই গট ইওর পয়েন্ট। আমি স্বীকার করছি যে ইতিহাসে এর নজীর নেই যে সিভিলিয়ানরা নিরাপদ থেকেছে কোন যুদ্ধে।

সত্য স্বীকার করার চেয়ে নাস্তিকদের এঁড়ে তর্কের গুণখানা বেশি। শাহরিয়ার ভাই এক্ষেত্রে নিপাতনে সিদ্ধ।

- ভাই, ফোনটা রুমে। বাসা থেকে ফোন আসতে পারে। একটু অনুমতি চাচ্ছি।
- যাও যাও, নিয়ে এসো। আমরা আছি।
- 'ভাই, আমিও একটু খালি হয়ে আসি'। ফাহিম অনেকক্ষণ ধরে ভরে আছে।

---

৩. সূরা বাকারা : ১৯০

শাহরিয়ার ভাই কানে হেডফোন গুঁজে নিলেন। অর্ণব গানটা ভালই গেয়েছে। ভালো লাগছে শুনতে।

"মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না।
কেন মেঘ আসে হৃদয়-আকাশে, তোমারে দেখিতে দেয় না।।
মোহ মেঘে তোমারে দেখিতে দেয় না।
অন্ধ করে রাখে, তোমারে দেখিতে দেয় না।
ক্ষণিক আলোকে আঁখির পলকে তোমায় যবে পাই দেখিতে
ওহে 'হারাই হারাই' সদা ভয় হয়, হারাইয়া ফেলি চকিতে"।

আসলেই তো। কে যেন, কী যেন আমাদের অন্ধ করে রাখে, তাঁকে চিনতে দেয় না, বুঝতে দেয় না।

সংশয়ের মেঘ কেন আসে বার বার?

(দুই)

সোহেল ফোনে কথা বলার সময় প্রচণ্ড হাত নাড়ায়, যেন সামনাসামনি কথা বলছে। হাসি পেল ফাহিমের।

- 'ভাই, এই যে এসে গেছি আমরা'। শাহরিয়ার ভাই হেডফোন খুলে রাখে।

- জ্বি ভাই। এখন আসেন, বাংলাদেশ-বার্মা যুদ্ধের পর ৫ হাজার বার্মিজ সৈন্য নিহত আর ১০ হাজার যুদ্ধবন্দী সৈন্য দাস হিসেবে বাংলাদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তাহলে বলেন, যারা দাস হিসেবে আছে, আর যারা যুদ্ধে নিহত হল এদের ১৫০০০ পরিবারের এখন কি হবে? ওদের সরকার নিজেই ধ্বংস, দায়িত্ব নিবে না। ইসলামী সরকার শুধু তাদের দায়িত্ব নেবে যারা হয় আল্লাহকে মেনে নিবে না হয় আল্লাহর আইনকে মেনে নিবে। মানে ইসলামী রাষ্ট্রে নাগরিকত্ব গ্রহণের ২ টা উপায়– মুসলমান হওয়া অথবা 'জিযিয়া কর' দেয়া।

- হায় হায়। এটা কেমন কথা।

- ভাই, আপনি আবারও ইসলামকে শুধু ধর্ম হিসেবে ভাবছেন। এটা ধর্ম এবং সংস্কৃতি এবং জাতীয়তা। বংশসূত্রে বা বিবাহসূত্রে বাংলাদেশী যেমন এদেশের

নাগরিক হবার শর্ত। তেমনি বংশসূত্রে বা কোন সূত্রে মুসলিম হওয়া ইসলামী রাষ্ট্রের সাধারণ নাগরিক হবার শর্ত।

বিদেশীদের জন্য যেমন এককালীন জমার মাধ্যমেই বিভিন্ন মেয়াদে ভিসা দেয়া হয়, আবার টাকা দিয়ে নবায়ন করাতে হয়; বিজাতীয়দের জন্যও তেমনি বাৎসরিক 'জিযিয়া কর' দিয়ে অবস্থান বৈধ করাতে হয়। হায় হায়ের কি হল। আর জিযিয়া কর দিতে হবে এটা শুনতেই হায় হায় শোনা যায়। আসলে এটা নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন না করার জরিমানা। কেউ রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করলে জিযিয়া দেবে না। এখনো অনেক দেশে প্রচলিত আছে।

- আচ্ছা। এভাবে ভাবিনি। ইসলাম তো আবার জাতীয়তা।

- 'জিযিয়া কর' আরেকটা দারুণ জিনিস। অন্য সময় বলব [৪]। তো বলেন ১৫০০০ মহিলার কি ব্যবস্থা করা হবে?

. তাদের থাকা-খাওয়া-পরা-যৌন চাহিদা মোট কথা যত মানবীয় প্রয়োজন সব পূরণের কি কি পন্থা আছে আপনার কাছে শুনি।

. আবার তাদেরকে দেশজ উৎপাদনেও লাগাতে হবে।

. আবার ইসলামেও আনতে হবে।

. আবার যুদ্ধকৌশল হিসেবে এমন কিছু ব্যবস্থা হওয়া চাই যা থেকে পরে যারা যুদ্ধ করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা করে তারাও শিক্ষা নেবে। অহেতুক প্রাণহানিও এড়ানো যাবে।

- হুমমমমম।

- বার্মার জনসংখ্যা ৫২ মিলিয়ন। চার ভাগের এক ভাগ পুরুষ। বাকি নারী-বাচ্চাকাচ্চা ৩৯ মিলিয়ন। প্রায় ৪ কোটি। এই ৪ কোটি মানুষকেই গনীমতের মাল বানাবেন নাকি। তাহলে রাতারাতি এদেশের জনসংখ্যা হবে ২১ কোটি।

---

৪. 'জিযিয়া' বিষয়ক গল্পটি দ্রষ্টব্য।

না ভাই, শুধু যারা ইসলামের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরল তাদের পরিবারকে বন্দী করা হবে। এখনও দাসী বানানো হয়নি কিন্তু।

এবার পুরো দেশে ঘোষণা হয়ে গেল, ৭ দিন সময়। যার যার আত্মীয়া বন্দী আছে ছাড়িয়ে নাও মুক্তিপণ দিয়ে।

ঐ মহিলাকে আশ্রয়দানের মত ধনী স্বজন থাকলে তো ছাড়িয়ে নিবে। ৭ দিন পরেও যারা রয়ে গেল বুঝতে হবে এদের এমন কেউ নেই যে তাকে আশ্রয় ও ভরণপোষণ দিতে পারে।[৫]

- থাকলে তো ছাড়াতেই আসত।
- অবশ্যই। কেউ থাকলেও তার হয়ত এই বন্দী পরিবারটাকে পালার আর্থিক সঙ্গতি নেই। এই পরিবারগুলোকে যদি আপনি ছেড়ে দেন। এদের সামনে তিনটা অপশন–

. না খেয়ে মরা,

. মানবেতর জীবন যাপন করা,

. প্রস্টিটিউশান।

সমাধান ইসলামেই। মানবিকতার খাতিরে তাদেরকে বণ্টন করে মুসলিম সৈন্যরা নিজ নিজ জিম্মায় নিবে। এখনো গায়ে হাত দিতে পারবে না। তাদের আশ্রয় ও খাওয়া পরার দায়িত্ব নিবে। যে দিতে পারবে না সে বিক্রি করে আরেকজনের জিম্মায় দিবে। এখন আপনিই বলেন দেখি এই এক ঢিলে কতগুলো পাখি মরল?

- মহিলা ও বাচ্চাগুলো আশ্রয় পেল।
- পারিবারিক পরিবেশে, আটক না থেকে ছাড়া অবস্থায়। জানি না এটাকে পরাধীনতা না মুক্তি কি বলবেন।
- খাওয়া-পরা পেল।

---

৫. যদি মুসলিম বাহিনীর অর্থাভাব থাকে তাহলে মুক্তিপণ দাবি করতে পারে। (সিয়ারে কাবীর থেকে *হিদায়া* ই.ফা., খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪৪৩) মুক্তিপণ ছাড়াও বন্দী করতে পারে। কারণ মূল উদ্দেশ্য নিরাপত্তা দেয়া ও ইসলামে দাখিল করানো যাতে পরকালে স্থায়ী ক্ষতি থেকে বেঁচে যায়।

- কেমন খাওয়া-পরা? ঐ যে বুখারীর হাদিস, *"দাস তোমার ভাই যে তোমার অধীনস্থ। তুমি যা খাও তা থেকেই তাকে খেতে দাও। তুমি যা পরিধান কর তা থেকেই তাকে পরাও। সাধ্যাতীত কাজের বোঝা চাপিও না। সাধ্যের বাইরে কাজ হলে তাকে সাহায্য কর"* [৬]।
- কাজ পেল। মানে দেশীয় অর্থনীতিতে সম্পৃক্ত হল– মালিকের বাসায় বা জমিতে বা কারখানায়।
- আর? যুদ্ধকৌশলের ব্যাপারটা?
- ও হ্যাঁ, অন্যান্য শত্রুদের মনে ভীতি তৈরি হল।
- আর দোস্ত, মুসলিমদের জীবনযাত্রা, আচার ব্যবহার দেখে ইসলাম গ্রহণের সুযোগ তৈরি হল।
- ঠিক বলেছিস, ফাহিম।
- ভাই, আমার এতোক্ষণ প্যাঁচালের সামারি হল, দাসী গ্রহণের মূল উদ্দেশ্য হল, অসহায়ের দায়িত্ব নেয়া। যদি সেক্স করাই উদ্দেশ্য হত তাহলে দায়িত্ব নেয়ার কি দরকার ছিল। ৭১ এ পাক আর্মি যা করেছে তা করলেই তো হত। সাথে করে নিয়ে যাওয়ার কি দরকার ছিল? সেক্স করাটা 'উদ্দেশ্য' না, সেটা শর্তসাপেক্ষে 'অনুমোদিত'। তাও আরেকটা উদ্দেশ্য পূরণের জন্য অনুমোদিত।
- কী সেই উদ্দেশ্য?

- তার আগে কিছু কথা বলে নেই। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কোন যুদ্ধ সম্ভবত হয়নি, যেখানে পরাজিত পক্ষের নারীরা ধর্ষিত হয়নি। এটা যুদ্ধের বা সেনা আগ্রাসনের একটা খুব স্বাভাবিক ঘটনা। ইসলাম পূর্বযুগেও এবং পরের যুগেও, এমনকি আধুনিক যুগেও। ব্যাপারটা এমন না যে, ইসলামই যুদ্ধবন্দী নারীদের সাথে সেক্স ব্যাপারটা শুরু করেছে। ইসলাম এসে যেটা করল, যুদ্ধকালীন বন্দিনীদের সাথে যে পাশবিক আচরণ করা হত ধর্ষণ-গণধর্ষণ-হত্যা এসব সরাসরি বন্ধ করে দিল।

---

৬. *বুখারী*, ই.ফা., ১ম খণ্ড, কিতাবুল ঈমান, হাদিস নং ৩০

- তাই নাকি? কিভাবে ?

- কিছু নিয়ম করে দিল। যার ফলে যুদ্ধবন্দিনীরা সামাজিকভাবে ও যুদ্ধপরিস্থিতিতে নিরাপদ হয়ে গেল।

. এক, বণ্টনের আগে মালিকানা গ্রহণের আগে কেউ তাদের স্পর্শ করতে পারবে না। কেউ মালিকানা বণ্টনের আগে সহবাস করলে সে ব্যভিচারী গণ্য হবে এবং ঐ মুসলিমকে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করা হবে। এক সাহাবী এ কাজ করায় খলিফা উমর (রা.) তাকে এ শাস্তি দিয়েছিলেন। যদিও কার্যকর হওয়ার আগেই তিনি মারা যান। আমার প্রশ্ন যদি ভোগ করাই উদ্দেশ্য হবে তবে ভোগ করার জন্য এত বড় শাস্তি কেন? [৭]

এখন বলেন তো, পাক আর্মিকে যদি ইসলামী আইনের মুখোমুখি দাঁড় করানো হয় তাহলে শাস্তি কি হতো?

- হুমমম।

- আচ্ছা

. দুই, সবাই ইচ্ছেমত গণহারে বন্দিনীদের সাথে সহবাস করতে পারবে না [৮]। এ দ্বারাও বুঝা যাচ্ছে সেক্সটা বন্দী করার উদ্দেশ্য না। বন্দী করার অন্য উদ্দেশ্য আছে।

. তিন, অনেক সময় একজন বন্দিনী কয়েকজন মুসলিমের মালিকানায় দেয়া হয়। এ অবস্থায় ঐ মহিলা কারো জন্যই বৈধ না । ভোগের জন্য হলে তো সব মালিকই ভোগ করতে পারত [৯]।

---

৭. ইমাম বায়হাকী, *সুনান আল কুবরা*, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যা বৈরুত,২০০৩: খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ১৭৭, হাদিস নং- ১৮২২২।

৮. উপরিউক্ত ঘটনাই দলিল।

৯. ইবনে কুদামা আল মাকদাসী রহ. (মৃত্যু ৬২০ হিজরী) লিখেন : *"যৌথ মালিকানাধীন দাসীর সাথে সহবাসের অনুমতি নেই"*। (*আল-মুগনী*, মাকতাবা আল- ক্বাহিরাহ, কায়রো, ১৯৬৮,খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৬৪)

উম্মুল মু'মিনীন হযরত জুওয়াইরিয়্যা (রা.) বলেন : *"যখন একজন দাসী একাধিক ব্যক্তির মালিকানায় দেয়া হবে, তাদের কেউই তার সাথে সহবাস করতে পারবে না"* (কিতাবুল তাবাকাত আল-কাবির, ইবনে সা'দ, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৭৮)

. চার, স্বামী-স্ত্রী একসাথে বন্দী হলে কোন মুসলিম সেনা স্ত্রীর গায়ে হাত দিতে পারবে না [১০]। ভোগের জন্য হলে এটারও কোন দরকার ছিল?

. পাঁচ, মূর্তিপূজক দাসী তার মালিকের জন্যও বৈধ নয় যতক্ষণ সে ইসলাম-খ্রিষ্ট-ইহুদি ধর্মের কোনটা গ্রহণ না করে [১১]।

. ছয়, মালিকানায় আসার সাথে সাথেই শুরু করা যাবে না। একবার মাসিক হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। ফলে শক কাটিয়ে বাস্তবতা মেনে নেয়ার জন্য সময় পাবে [১২]।

মানে কৌশলে যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধকালে আশ্রয়হীনা নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত হল। কেউ গায়ে হাতই দিতে পারবে না। পুরোটাই নারীর পক্ষে, নারীবাদী বিধান।

- এখন বলেন ভাই, যদি সেক্স এর উদ্দেশ্যেই বন্দী করা হবে তবে এই নিয়মগুলো কেন? অনেকে ৭১ এ পাক আর্মির ধর্ষণযজ্ঞের সাথে এই ব্যাপারটা গুলিয়ে ফেলে। আজ যদি পাক আর্মিকে তাদের ঐ কাজের জন্য ইসলামী শরীয়া মোতাবেক বিচার করেন তাহলে সব দোষীদের পাথর ছুঁড়ে মৃত্যুদণ্ড হবে। পাক আর্মির কাজের জন্য ইসলামের বিধান দায়ী নয়। ওটা যুদ্ধকালীন অপরাধ যা সব আর্মিই করে এবং করেছে; আপনারা সেকুলাররা যা বন্ধ করতে পুরোপুরি ব্যর্থ। ইসলামের সাথে এর লেনদেন নেই। বরং ইসলামের চোখে পাকিস্তানী আর্মির কাজ মৃত্যুদণ্ডের যোগ্য পাপ।

---

১০. *কিতাবুস সিয়ার আস-সাগীর*, অনুবাদকৃত মাহমুদ আহমাদ গাযী, ইসলামাবাদ, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা ৫১। *মুওয়াত্তা মালিক*, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৫০

১১. আল-আইনী রহ. (মৃত্যু ৮৫৫ হি.) লিখেন : "*মুজতাহিদ ইমামগণ একমত যে, মুশরিক দাসীর সাথে সহবাসের অনুমতি নেই*"। (*উমদাতুল ক্বারী*, দারুল আহইয়া আল-তুরাছ আল-আরাবী, বৈরুত, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ১০৩)
ইমাম মালিক রহ. বলেন : "*ক্রয়সূত্রে মালিক হলেও অগ্নিপূজারী দাসীর সাথে সহবাস করা হালাল নয়*" (মুওয়াত্তা, ই.ফা., ২য় খণ্ড, ১৪৮ পৃষ্ঠা)

১২. আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন, আওতাসের যুদ্ধবন্দিনী নারীদের সম্পর্কে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "*গর্ভবতী মহিলার সাথে সহবাস নিষিদ্ধ যতদিন না পর্যন্ত সে প্রসব করে, আর যে গর্ভবতী নয় তার সাথে প্রথম মাসিক পর্যন্ত নিষিদ্ধ*"। (আবু দাউদ, হাদিস নং- ২১৫৭ iHadith app)

যদি ইসলামী আর্মি হত তাহলে–

. মুসলিম মেয়েদের বন্দীই করতে পারত না মুসলিম হবার কারণে

. আর হিন্দু মেয়েদের বন্দী করলেও ঐসব হিন্দু মেয়েদেরই বন্দী করতে পারত যাদের বাপ-ভাই ইসলামী আর্মির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে।

. আর বন্দী করলেও সহবাস করতে পারত না মুশরিক হবার কারণে।

. আর গণধর্ষণের তো সুযোগই নেই।

তাহলে বুঝলেন তো, ৭১ এর নৃশংসতার সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। বরং আপনারা তো চুক্তি করে ছেড়ে দিয়েছেন। ইসলাম থাকলে ৭ কোটি মানুষ পাথর ছুঁড়ে ৯৩০০০ ধর্ষককে মেরে বোনের অপমানের শোধ নিতে পারতাম।

সোহেলের বাসা থেকে ফোন এসেছে। ও এখন একটু দূরে। ফাহিম কি ভাবছে জানি না। শাহরিয়ার ভাই ভাবছে, সোহেলও তাহলে এই গানটা রিংটোন দিয়েছে। বেশ মার্কেট পেয়েছে দেখি গানটা।

"মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না।
কেন মেঘ আসে হৃদয়-আকাশে, তোমারে দেখিতে দেয় না।।
আশ না মিটিতে হারাইয়া–পলক না পড়িতে হারাইয়া–
হৃদয় না জুড়াতে হারাইয়া ফেলি চকিতে।
কী করিলে বলো পাইব তোমারে, রাখিব আঁখিতে আঁখিতে–
ওহে এত প্রেম আমি কোথা পাব, নাথ, তোমারে হৃদয়ে রাখিতে"।

অর্ণব ছেলেটা শুধু ভালো গায় তাই না, দারুণ গায়। দারুণ গেয়েছে গানটা। ওহ, দারুণ।

(তিন)

- স্যরি ভাই, বাসা থেকে ফোন এসেছিল। কী যেন বলছিলাম।
- ঐ যে বন্দী করার উদ্দেশ্য সেক্স করা নয়। তাহলে সেক্স পারমিটেড কেন?

- সেটাতে আসছি। সেক্স তো আরো পরে। তার আগে শোনেন এই সেক্সের আগে আরো কি কি আদেশ আছে দাসীদের ব্যাপারে।

. এক, যদি দাসীটাকে তোমার পছন্দ হয়। তবে মুক্ত করে বিয়ে করে নাও। এটা সর্বোত্তম। হাইলি রিকমেন্ডেড। অনেক লাভের কথাও আছে–

সূরা বাকারা ২২১ নম্বর আয়াতে, "*মুশরিক নারীদের বিয়ে করো না যদি না তারা মুসলমান হয়। মুশরিক নারীর চেয়ে তো মুসলিম দাসীই* উত্তম, *যদিও মুশরিক নারী তোমাদের কাছে মুগ্ধকর লাগে* " [১৩]।

হাদিসে আছে, "*যার একটি দাসী আছে, সে তাকে উত্তম শিক্ষা দেয়, ভাল ব্যবহার করে, মুক্ত করে বিয়ে করে নেয়, তার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব*" [১৪]।

গরিব সাহাবীদেরকে দাসী মুক্ত করে বিয়ে করতে বলেছেন আল্লাহ কুরআনে। যদি স্বাধীন নারী মোহরানা দিয়ে বিয়ে করার সামর্থ্য না থাকে তবে দাসীকে মুক্ত করে বিয়ে কর [১৫]। যেহেতু দাসীর মোহরানা দিতে হয় না, দাসীর মুক্তিই হল তার মোহরানা [১৬]। কারণ যৌনকামনাও মানুষের একটা মৌলিক প্রয়োজন মনে করে ইসলাম। চাহিদা তো দাসীরও আছে।

- এটা ভালো স্টেপ।

- ইসলামের সবই ভালো। শুধু একটু বুঝার চেষ্টা করতে হয়।

. দুই, দাসদাসীদের শারীরিক চাহিদার একটা ব্যবস্থা করাও তার মৌলিক প্রয়োজন পূরণের মধ্যে পড়ে। এজন্য এটাও মালিকের জিম্মায়। মালিক নিজে বিয়ে করুক। অথবা অন্য দাসের সাথে বিয়ে দিক। এটাও রিকমেন্ডেড। কুরআন বলছে, "*তোমাদের অবিবাহিতদের জন্য বিয়ের ব্যবস্থা কর। এবং*

---

১৩. কুরআন ২/২২১

১৪. *আবু দাউদ*, কিতাবুন নিকাহ, হাদিস নং-২০৫৩ (iHadis app)
এবং *বুখারী* ই.ফা., খণ্ড ৪, হাদিস নং- ২৩৭৬,২৩৭৯।

১৫. কুরআন ৪/২৫

১৬. নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আম্মাজান সাফিয়্যা (রা.) কে মুক্ত করে বিবাহ করেন। মোহরানা ছিল তাঁর মুক্তি। (*বুখারী* iHadis app, হাদিস নং- ৫০৮৬)

তোমাদের সক্ষম দাসদাসীদের জন্যও”[১৭]। দাসদাসীদের মধ্যে কেউ যদি বিয়ে বসতে চায় তবে অধিকাংশ আলিম বলেছেন, মালিক তাদেরকে বাধা দিবে না। কেউ কেউ মালিকের উপর ওয়াজিবও বলেছেন। আর বিয়ের পর ঐ দাসী আর মালিকের জন্য বৈধ থাকবে না। [১৮]

- ‘ওওও, ভোগ করার জন্য হলে তো বিয়ে দিয়ে দেয়ার বিষয়টা আসত না, তাই না?’, ফাহিম খুব বুঝেছে।

- ঠিক তাই। ইসলামের একটা বৈশিষ্ট্য হল, প্রকৃত মুসলিমরা আরো বেশি পারলৌকিক লাভের দিকে ধাবিত হয়। একটা হল, ‘ঠিক আছে করতে পারো’ আরেকটা হল ‘এটা এভাবে কর’। যেমন আপনার বস বলল, ‘তুমি এই সহজ কাজটা করলে করতে পার। আর ঐ কাজটা কঠিন হলেও প্রমোশনে কাজে দিবে’। আপনি কোনটা করবেন?

- কঠিন কেসটাই নিব।

- হিউম্যান নেচার। পারমিশনের চেয়ে রিকমেন্ডেশন বেশি ওজন রাখে। প্রকৃত যে মুসলিম, আমাদের মত নামে না শুধু, সে পরকালকে-পরকালের লাভকে আগে রাখে। এটাই ইসলামের শিক্ষা। দাসীর সাথে বিয়ে ছাড়াও [১৯] সেক্স করা যাবে। কিন্তু এটা পারমিটেড, নট রিকমেন্ডেড। আগের দুটো রিকমেন্ডেড।

কেন পারমিটেড এখন শোনেন। প্রেমের টানে মুসলিম ছেলেকে হিন্দু মেয়ে বিয়ে করেছে; বিয়ের সময় মেয়ে মুসলিম হয়েছে। এমন খবর শুনেছেন?

- এরকম খবর তো শোনাই যায়।

---

১৭. কুরআন ২৪/৩২

১৮. ঐ আয়াতের তাফসীর ‘*তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন*’. মুফতি মুহাম্মদ শফী রহ.।

১৯. ‘বিয়ে’ স্বাধীন নারীকে বৈধ করার জন্য। আর পরাধীন দাসী বৈধ হয় ‘মালিকানা’র দ্বারাই. বিয়ে জরুরি নয়।

- আচ্ছা, অ্যারেঞ্জড ম্যারেজে কি স্বামী-স্ত্রীতে প্রেম-ভালোবাসা আগে হয়, না সেক্স আগে হয়?

- পরে ধীরে ধীরে ভালোবাসা হয়।

- সেক্স ব্যাপারটার সাথে শুধু শারীরিক সুখ ক্ষণিকের, মানসিক প্রভাব ব্যাপক ও দীর্ঘমেয়াদী। বার বার শারীরিক সম্পর্কও ভালোবাসা সৃষ্টির একটা ফ্যাক্টর। ধর্ষণ না কিন্তু, ধর্ষণ বার বার হলে লাভ নেই। আমি প্রেমময় শারীরিক সম্পর্কের কথা বলছি। এর ফলে মালিকের প্রতি ভালোবাসা জন্ম নেবে, আশ্রয়-পালন-ব্যবহারে জন্ম নেবে কৃতজ্ঞতা। একটা সময় মেয়েটার ইসলামে আসার সম্ভাবনা তৈরি হল। পেয়ে গেল পারলৌকিক মুক্তি।

ইহলৌকিক মুক্তিও জড়িত এই সেক্স এর সাথে। যদি মালিকের সন্তান পেটে চলে আসে, তবে মালিক আর তাকে বিক্রি করতে পারবে না, অভাবে পড়লেও না। সন্তান হবার পর মা ও সন্তান অটোমেটিক মুক্ত হয়ে যাবে। যদি মালিক মারাও যায় তবুও মুক্ত হয়ে যাবে আর সন্তান হবে স্বাধীন এবং বাপের ওয়ারিশ।[২০]

তাহলে দাসীর সাথে সেক্স অ্যালাউ করার কি কি উদ্দেশ্য পেলাম আমরা :

. ইসলামে আনা,
. মুক্তির সুযোগ তৈরি আর
. মেয়েটার যৌন চাহিদা বৈধভাবে পূরণ।
. এবং সামাজিক নিরাপত্তা।

- সামাজিক নিরাপত্তা কিভাবে?

---

২০. নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : *"যে দাসী তোমার সন্তান জন্ম দেয় (উম্মে ওয়ালাদ), তাকে বিক্রয় করো না।* (*মুজামে কাবীর*, তাবারানী, হাদিস নং ৪১৪৭, আলবানী এই হাদিসকে সিলসিলাতুস সহীহাতে এনেছেন, হাদিস নং- ২৪১৭)

উমার (রা.) বলেন : *"তার সন্তানই তাকে মুক্ত করে দেয়, যদিও সন্তান মৃত হোক না কেন"*। (*মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবাহ*, হাদিস নং ২১৮৯৪) *আল হিদায়াহ*, ২য় খণ্ড, ২৯৭ পৃষ্ঠা দেখুন।

- মালিক যদি একবার সেক্স করে ফেলে দাসীর সাথে, আর কেউ তার সাথে সেক্স করতে পারবে না।[২১] যদি কেউ ধর্ষণ করে, তাকে ব্যভিচারীর মত হদ শাস্তি দেয়া হবে। বিবাহিত হলে পাথর ছুঁড়ে হত্যা। আর অবিবাহিত হলে ১০০ চাবুক। মানে পুরো সমাজ থেকে সে নিরাপদ।

যুদ্ধকালীন নিরাপত্তা দিলাম, সামাজিক নিরাপত্তা দিলাম, খাওয়া-পরা দিলাম। এর পরও ইসলাম আপনাদের চোখে বর্বর। আর কতদিন?

- কিন্তু সোহেল একটা প্রশ্ন তো থেকেই যাচ্ছে। সেক্সের অনুমতি দিয়ে যে উদ্দেশ্য পুরা হচ্ছে যেমন ইসলামে আনা, মেয়ের চাহিদা পুরা করা বা মুক্তির সুযোগ তৈরি, এগুলো কি বিয়ে করেও করা যেত না?

- হ্যাঁ ভাই যেত। কিন্তু তখন ঐ যে যুদ্ধকৌশলের বিষয়টা থাকল না। সবাই যদি মুক্ত হয়ে বৌ-ই হয়ে গেল, তাহলে 'দাসত্বের ভয়' স্ট্রাটেজি তো আর থাকল না। একটা যুদ্ধে গেলে আমার বোন আর মেয়ের যদি আমেরিকান সিটিজেনের সাথে বিয়েই হয়ে যায়। তাহলে আমি যাব না ক্যান। উল্লেখ্য, ইসলাম কিন্তু তখন একটা সুপার পাওয়ার, এখনকার আমেরিকার মত। নামেমাত্র দাসীও থাকল, আর স্ত্রীর মত সব কিছুই পেল। দাসী থেকে প্রমোশন হয়ে হলো 'উপপত্নী'।

---

২১. "জন্মসূত্রের মানে বাপ, মা, ছেলে, নাতি, স্ত্রীর দাসীর সাথে সহবাস করলে অন্য শাস্তি। এছাড়া বাকি যে কারো দাসীর সাথে সহবাস করলে হদ (ব্যভিচারের শাস্তি) জারী হবে"। (*আল-হিদায়া* ই.ফা., ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৬৩) ব্যভিচারের শাস্তি হল যদি বিবাহিত হয় তবে রজম মানে পাথর ছুড়ে হত্যা। আর অবিবাহিত হলে ১০০ বেত্রাঘাত। নতুন গল্প আসছে ইনশাআল্লাহ।

ইমাম মালিক রহ. (মৃত্যু ১৭৯ হি.) বলেন : "আমাদের কাছে এই ফয়সালা যে, যদি কেহ কোন স্ত্রীলোকের উপর জবরদস্তি কওে ... আর যদি সে দাসী হয় তবে যিনার কারণে যতটুকু মূল্য কম হইয়াছে তাহা আদায় করিতে হইবে এবং ব্যভিচারের শাস্তিও সঙ্গে সঙ্গে হইবে এবং উক্ত স্ত্রীলোকের উপর কোন শাস্তি হইবে না"। (*মুয়াত্তা* ই.ফা., অধ্যায় ৩৬ , পরিচ্ছেদ ১৬, রেওয়ায়েত ১৪)

এখানে শাহরিয়ার ভাই, আমার একটা প্রশ্ন আছে। নারী-পুরুষ যদি স্বেচ্ছায় সেক্স করে তবে আপনাদের সেকুলার আইন তো বলে ঠিক আছে– লিটনের ফ্ল্যাট বৈধ। এখানেও তো মালিক-দাসী সম্মতিতেই হচ্ছে। আপনাদের অসুবিধাটা কোথায়? ডাবল স্ট্যান্ডার্ড কেন?

- সম্মতি ছাড়াও তো হচ্ছে।

- না ভাই সম্মতি ছাড়া হচ্ছে না। দেখেন, যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধপরবর্তী বিভীষিকা থেক মেয়েটাকে বের করে আনা গেল। এত কাহিনীর পর মেয়েটা আপনার জন্য বৈধ হয়েছে–

. তার ভরণপোষণের দুনিয়ায় কেউ নেই,
. সে বণ্টন হয়ে আপনার মালিকানায় এসেছে,
. সে মূর্তিপুজকও না,
. একবার মাসিক হয়েছে।

এতদিন পর্যন্ত তার গায়ে কেউ কিন্তু হাত দেয়নি। চিন্তা করেছেন ভাই, যুদ্ধকালীন এটা কত বড় সেফটি। মাসিকের জন্য অপেক্ষা করতে গিয়ে এই কয়দিনে সে শক কাটিয়ে উঠেছে, বাস্তবতা মেনে নিয়েছে। আপনিও তাকে গিফট দিয়ে, কথা বলে পটানোর চেষ্টা করেছেন। এক সন্ধ্যায় চেষ্টা করতেই বাধা পেলেন। জোর করবেন? [২২] এখানে একটা বিষয় বুঝার আছে।

- কী?

- বিয়ে এবং মালিকানা– দুটোই ইসলামে স্বীকৃত বৈধ জৈবিক বন্ধন। স্বাধীন নারী পুরুষের জন্য বৈধ হয় বিয়ের দ্বারা। আর পরাধীন দাসী বৈধ হয় মালিকানার দ্বারা। 'স্ত্রীর অসম্মতিতে সহবাস' আর 'ধর্ষণ'– দুটো এক কথা নয়, এক মাত্রার নয়। 'স্ত্রীর অসম্মতিতে সহবাস' আর 'নিজ মালিকানার দাসীর অসম্মতিতে সহবাস' একই জিনিস। স্বীকৃত বৈধ জৈবিক বন্ধন হিসেবে।

- বুঝলাম না। মানে দাসীকে ধর্ষণ করা যাবে?

---

২২. এখানে আগে 'ধর্ষণ' শব্দটা ছিল। 'ধর্ষণ' ও ইসলামে এ সম্পর্কিত বিধান বিষয়ে নতুন গল্প হচ্ছে ইনশাআল্লাহ।

- আরেকটু ক্লিয়ার করি। ধর্ষণ– অনেকগুলো অপরাধের সমষ্টি। অসম্মতিতে সহবাস, অসম্মতির দরুণ শারীরিক প্রহার, চড়-থাপ্পড়-জখম, বাধা দেবার চেষ্টার (ক্রস লেগ) বিপরীতে প্রচণ্ড আঘাত করা, যোনিপথ জখম– এই অপরাধ কয়টির সম্মিলিত রূপ হল ধর্ষণ। নিজ স্ত্রীর সাথে সহবাসটা অসম্মতিতে করার অনুমতি থাকলেও বাকি কয়টা বড় ধরনের অপরাধ।

আর স্বাভাবিক তো এটাই যে, নিজ স্বামীর প্রতি স্ত্রীর বাধা থাকবে দুর্বল, সাময়িক; ফলে সহবাসে অসম্মতি থাকতে পারে, তবে প্রতিরক্ষা থাকবে না। ফলে ধর্ষণের পাশবিকতা বা ভায়োলেন্স এখানে অনুপস্থিত। দাসীর ক্ষেত্রেও তাই। দাসীকে যদি মালিক প্রেমময় সংলাপের দ্বারা বুঝায় যে, এটা বৈধ সম্পর্ক, স্ত্রীর মতই সুযোগ-সুবিধা, মানে পজিটিভ দিকগুলো আলোচনা করে নেয়; দাসী অবশ্যই নিজের স্বার্থেই সম্মতি দিবে, মনে অসম্মতি থাকলেও দৈহিক প্রতিরোধ প্রত্যাহার করে নেবে। ফলে স্ত্রী/দাসীর ক্ষেত্রে 'ধর্ষণ' শব্দটাই অযথার্থ।

তবে প্রহার করে সঙ্গম আদায় করা যাবে না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে পাওয়া হাদিস, "*দাসদাসীদের মধ্যে যারা তোমাদের খুশি করে তাদেরকে তোমাদের খানা ও পোশাক থেকে খাওয়াও পরাও। আর যারা তোমাদের খুশি করে না তাদেরকে বিক্রি করে দাও। আল্লাহর সৃষ্টজীবকে কষ্ট দিও না*"।[২৩]

দাসী যদি আপনাকে খুশি করতে না চায় তবে তাকে বিক্রি করে দেন। হয়ত নতুন মালিককে সে পছন্দ করবে। এখনো বলবেন ইসলাম যুদ্ধবন্দীদের যৌনদাসী বানায়? ভোগ উদ্দেশ্য হলে তো মেরেধরেও করা যেত।

- 'ইয়া আল্লাহ এতোদিন কত ভুল জানতাম', ফাহিম মুষড়ে পড়েছে। শাহরিয়ার ভাই অবশ্য শুনছেন। খুব মনোযোগ দিয়েই শুনছেন।

---

২৩. আবু যর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : *দাসদের মধ্যে যারা তোমাদের সন্তুষ্ট করে তাদের তোমাদের খানা থেকে খাওয়াও, তোমাদের পোশাক থেকে পরাও। কিন্তু যারা তোমাদের সন্তুষ্ট করে না তাদেরকে বিক্রি করে দাও। এবং আল্লাহর সৃষ্টিকে শাস্তি দিও না।* (আবু দাউদ, হাদিস নং ৫১৪২, আলবানী সহীহ বলেছেন)

- বিয়ে এবং এই মালিকানা প্রায় কাছাকাছি।

. দুটোতেই স্বামী ছাড়া কেউ সহবাস করতে পারবে না।
. অন্য স্ত্রীর সন্তানদের জন্য বাপের স্ত্রীও হারাম, বাপের দাসীও হারাম।
. দুই পদ্ধতিতেই দুই বোনকে একইসাথে নেয়া যাবে না।
. দুইভাবেই জন্ম নেয়া সন্তান স্বাধীন ও বৈধ উত্তরাধিকারী।
. দুটোতেই সমান ভরণপোষণ পাবে।

স্বাধীন নারী পুরুষের জন্য বৈধ হয় বিয়ের দ্বারা। আর পরাধীন দাসী বৈধ হয় মালিকানার দ্বারা। দুটোই স্বীকৃত বৈধ জৈবিক বন্ধন। তবে হ্যাঁ, যেহেতু আমাদের সমাজে বহুবিবাহ মেনে নেয়া হয় না, তাই এই বিষয়টাও বুঝে আসা কঠিন। কিন্তু মানি আর না মানি বহুবিবাহ যেমন যৌক্তিক, দাসীর ব্যাপারটাও যৌক্তিক।

এই সম্পর্কটাকে দাসী, যৌনদাসী বললে বিকৃত অর্থ আসে। বরং 'উপপত্নী' বললে পুরো অবস্থাটা বুঝে আসে। পত্নীই, কিন্তু পত্নীর চেয়ে কম মর্যাদার, যেহেতু সে পরাধীন দাসী।

পার্থক্য এখানেই বিয়ের উদ্দেশ্যই থাকে সেক্স, কিন্তু 'সেক্সের জন্য' দাসী নয় [২৪], মূল উদ্দেশ্য আশ্রয়দান, তবে সম্মতিতে সেক্স হয়ে গেলে উপপত্নী হয়ে যাবে। কাইন্ড অফ প্রমোশন। সাথে আছে মুক্তির সুযোগ।

এখন ভাই, আমার বলা সব শর্ত পূর্ণ করে যুদ্ধকালে নিহত ও বন্দীদের পরিবারের পুনর্বাসনের বিকল্প সমাধান বলেন দেখি একটা।

- কিছুটা বুঝলাম। তবে আবারও বসতে হবে তোমার সাথে।

- তাহলে আজকের ফিনিশিং হল, দাসপ্রথা এবং উপপত্নী রাখার প্রথা ইসলাম পূর্বযুগের ট্রেডিশন। মদ্যপান ইত্যাদির মত ইসলাম এটাকেও সামাজিক ব্যাধি

---

২৪. আবু ওয়ালিদ আল-বাজী আল-মালিকী রহ.(মৃত্যু ৪৭৪ হি.) লিখেন:
"বিবাহের উদ্দেশ্যই হল সহবাসের অনুমোদন, কিন্তু মালিকানার উদ্দেশ্য সহবাস নয়"। (*আল-মুনতাক্বা*, মুওয়াত্তার শরাহ, দারুল কিতাব আল ইসলামী, কায়রো, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৮২)

হিসেবে শনাক্ত করেছে এবং ধাপে ধাপে নির্মূলের পদক্ষেপ নিয়েছে। তবে যুদ্ধকৌশল ও যুদ্ধকেন্দ্রিক কিছু পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্য শুরুতেই ছেড়ে না দিয়ে কিছু প্রসেসিং করে মুক্তির সিস্টেম চালু করে দিয়েছে, বিশেষ করে পরকালকে সামনে রেখে।

আর 'ইসলাম নারীকে যৌনদাসী হিসেবে ব্যবহার করে' বাক্যটা শুনে কী ভেসে ওঠে মনে। যেটা ভেসে ওঠে তার নাম গণধর্ষণ, যা এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ হারাম।

অথচ ইসলাম আগের যুগের যৌনদাসীকে উপপত্নীর সম্মানে উন্নীত করেছে, সামাজিক ও যুদ্ধকালীন নিরাপত্তা দিয়েছে, দাসত্ব থেকে ও অনন্ত শাস্তি থেকে মুক্তির রাস্তা করে দিয়েছে। তাহলে এটাই সারাংশ, যুদ্ধবন্দিনীদের জানোয়ারের জীবন থেকে বের করে উপপত্নীর মর্যাদায় এনেছে ইসলাম।

দাসীপ্রথা অমানবিক নয়, একটি নারীবাদী বিধান। এখনো যুদ্ধপরিস্থিতিতে এটাই নারীর পক্ষে সর্বোচ্চ নারীবাদী বিধান।

- হুমমমম।

- আসলে ভাই ইসলাম এমন একটা জীবনপদ্ধতি যেটা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে তার জয় অবশ্যম্ভাবী। দেখেন না– খণ্ডবিখণ্ড আরব জাতিকে ঐক্য দিল, সভ্যতা দিল, চরিত্র দিল, মাত্র ৫০ বছরে স্পেন থেকে পাকিস্তানের প্রান্ত আর মধ্য এশিয়া পর্যন্ত বিশাল সাম্রাজ্য দিল। সে যুগের পরাশক্তি পারস্য সাম্রাজ্য

- আর বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের উপর বিজয়ী করে দিল। এটা কিন্তু সামরিক শক্তির কারণে হয়নি। এটার পিছনে দায়ী এক জীবনপদ্ধতি।

দামেশকের বাইজান্টাইন শাসক গুপ্তচরকে জিজ্ঞেস করেছিল– মুসলিমরা কেমন? জবাব এল–

. তারা সারাদিন রোযা রাখে,
. সারারাত নামাযে কাঁদে,
. ওরা ওয়াদা পালন করে,
. পরস্পরকে দাওয়াত দেয়,

. নিজেদের মধ্যে ইনসাফ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে।
. উচ্চৈঃস্বরে কুরআন পাঠ ও যিকর করে,
. ওদের রাজপুত্রও যদি চুরি করে তবে ওরা হাত কেটে দেয়, রাজপুত্রও যদি ব্যভিচার করে তবে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করে।

সেই শাসক বলল, এমন লোকেরা তোমাদের আক্রমণ করতে এসেছে যাদের প্রতিরোধের ক্ষমতা তোমাদের নেই।[২৫]

এটা কোন আর্মি না, কোন উন্নত অস্ত্র না, কোন টেকনোলজি না, এটা ছিল এক লাইফস্টাইল যা পরাশক্তিদের পদানত করেছিল। আফসোস, আজ এই জীবনপদ্ধতিই মুসলিম বিশ্বের কাছে নেই।

- এখনো কোন জাতি যদি এই জীবনপদ্ধতিকে আবার প্রতিষ্ঠিত করে সে জাতি এখনকার পরাশক্তিদেরকেও পদানত করতে পারবে। শুনতে হাস্যকর শোনাচ্ছে তো? রোম আর পারস্য সাম্রাজ্যকেও, তাদের অস্ত্রশস্ত্রকেও সেসময় মানুষ অজেয়ই ভাবত।

এজন্য অমুসলিম শক্তি এই জীবনপদ্ধতির উপর এই আদর্শের উপরই আঘাত করে এসেছে দেড় হাজার বছর। তৈরি করেছে কিছু পণ্ডিত যারা এই জীবনপদ্ধতির উপর বিভিন্ন প্রশ্ন তুলে মুসলিমদের অনাস্থা তৈরি করে দিবে। এবং তারা সফলও হয়েছে। আরবি নামধারী নাস্তিকগণই তাদের সফলতার প্রমাণ। এইসব প্রাচ্যবিদ বা ওরিয়েন্টালিস্টদের গবেষণা দিয়ে তারা কুরআনকে বিচার করে, হাদিস-সীরাত-ফিকাহকে বিচার করে, সেই শক্তিশালী আদর্শকে বিচার করে।

আচ্ছা আপনিই বলেন, একজন পাকিস্তানীর লেখা 'বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস' থেকে আপনি কী আশা করতে পারেন? সেটাকে আপনি আবার রেফারেন্স ধরে বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করে যাচ্ছেন। কেমন হল বিষয়টা? শত্রুপক্ষের চোখ দিয়ে আমরা আমাদেরকে চেনার চেষ্টা করছি। কোথায় গিয়ে ঠেকেছে আমাদের মানসিক দাসত্ব আর দেউলিয়াত্ব। ইসলাম বিষয়ক যেকোন

---

২৫. *আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়া* ই.ফা., খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩৭।

প্রশ্নে আপনাকে মনে রাখতে হবে দেড় হাজার বছরের পুরনো শত্রুতা, ইসলাম-ইউরোপ ১০টা ক্রুসেড। দুটো বাদে সবগুলোতে ইউরোপের পরাজয়ের সেই কাহিনী [২৬]। তাহলেই আপনি বুঝবেন এই প্রশ্নগুলো কোথা থেকে আসে।

---

২৬. http://www.history.com/topics/crusades

- **১ম ক্রুসেড** : ১০৯৫-১০৯৯ (Pope Urban II এর আহবানে ফরাসী সেনাপতি Godfrey of Bouillon পরিচালিত, মুসলিমরা পরাজিত, জেরুসালেম খৃস্টানবাহিনীর দখলে)
- **২য় ক্রুসেড** : ১১৪৭-১১৪৯ (ফরাসী সামন্তরাজা Bernard of Clairvaux এর আহবানে ফ্রান্সের রাজা ৭ম লুইস ও জার্মানীর রাজা ৩য় কনরাডের নেতৃত্বে পরিচালিত, জেরুসালেমের আশপাশ দখলের জন্য, নূরুদ্দীন জঙ্গী রহ. এর হাতে খৃস্টান বাহিনীর ব্যাপক পরাজয়) ১১৮৭ সালে সালাহউদ্দিন আইয়ুবী রহ. জেরুসালেম পুনর্দখল করেন।
- **৩য় ক্রুসেড** : ১১৮৯-১১৯২ (ইংল্যান্ডের রাজা তৃতীয় রিচার্ড বা Richard The Lionhearted এর নেতৃত্বে জেরুসালেম পুনরুদ্ধার অভিযান, ব্যর্থ)
- **৪র্থ ক্রুসেড** : ১২০৩-১২০৪ (এটা মুসলিমদের সাথে নয়, ক্রুসেডারদের সাথে বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের যুদ্ধ, বাইজান্টাইন রাজধানী কনস্ট্যান্টিনোপল দখল ও লুটতরাজ)
- **৫ম ক্রুসেড** : ১২১৬-১২২১(Pope Innocent III এর আহবানে মিসর আক্রমণ এবং মুসলিম বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ)
- **৬ষ্ঠ ক্রুসেড** : ১২২৮-১২২৯ (সম্রাট Frederick II এর সাথে এক চুক্তিতে ১০ বছরের জন্য জেরুসালেম খৃস্টানদের শাসনে চলে যায়, চুক্তির মেয়াদ শেষে মুসলিমরা পুনর্দখল করে নেয়)
- **৭ম ক্রুসেড** : ১২৩৯-১২৪১ (Thibault IV of Champagne এর নেতৃত্বে জেরুসালেম আংশিক দখলে সমর্থ হয় খৃস্টানবাহিনী, ১২৪৪ সালে আবার তা মুসলিম বাহিনীর দখলে চলে যায়)
- **৮ম ক্রুসেড** : ১২৪৯-১২৫০ (ফ্রান্সের রাজা Louis IX মিসরের বিরুদ্ধে বাহিনী পাঠান, পরাজিত হন)
- **৯ম ক্রুসেড** : ১২৮৯ (মামলুক সুলতান কালাওয়ান ক্রুসেডার রাষ্ট্র ত্রিপোলি দখল করেন)
- **১০ম ও শেষ ক্রুসেড** : ১২৯০-১২৯১ (ভেনিস ও আরাগন থেকে নৌবহর পাঠানো হয় শেষ ক্রুসেডার রাষ্ট্রগুলো রক্ষার জন্য। পরের বছর মামলুক সুলতান আশরাফ খলীল শেষ খৃস্টান রাষ্ট্র Acre দখল করে নেন)

সোহেলের গমনপথের দিকে তাকিয়ে আছে ফাহিম। একদৃষ্টে। হাঁটার সময়ও সোহেলটা হাত বেশি নাড়ায়। শাহরিয়ার ভাইও সোহেলের দিকেই তাকিয়ে আছেন। উনি অবশ্য ভাবছেন অন্য কথা।

"তুমি আপনি না এলে কে পারে হৃদয়ে রাখিতে।
আর-কারো পানে চাহিব না আর, করিব হে আমি প্রাণপণ
ওহে তুমি যদি বলো এখনি করিব বিষয় -বাসনা বিসর্জন।
মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না।
কেন মেঘ আসে হৃদয়-আকাশে, তোমারে দেখিতে দেয় না"।

ভাবছেন- অর্ণব শুধু গানটা দারুণ গেয়েছে তাই না। অর্ণব একটা ... একটা মারাত্মক গায়ক। অস্থির গেয়েছে গানটা। পুরাই মাথা নষ্ট। আর এটা ... পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গান।

(আলহামদুলিল্লাহ)

সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : মিউজিক ইসলামে হারাম। লিরিক্স চলবে। তবে অশ্লীল ও শিরকী কথা চলবে না। বিস্তারিত জানতে আলেমদের শরণাপন্ন হোন। ধন্যবাদ।

শস্যক্ষেত্র : সম্পত্তি, না সম্পদ?

ঢাবি'র সেন্ট্রাল লাইব্রেরীর সামনে ওরা প্রতিদিনই বসে। নৃতত্ত্বের সেকেন্ড ইয়ারের দুটো ছেলে আর দুটো মেয়ে। ক্লাস শেষে কিছুক্ষণ বসে। লেকচার দেয়া নেয়া করে। কঠিন কোন ডিসকাশন থাকলে সেরে নেয়। এরপর যার যার মত চলে যায়। শাবাব আর মিথিলার বাসা ঢাকাতেই। রুনার বাসা মুন্সীগঞ্জে, শামসুন্নাহার হলে সিট পেয়েছে। আর খুলনার তানভীর থাকে সূর্যসেন হলে এলাকার আরেক ভাইয়ের সাথে এক সিটে।

তানভীর আবার লাইব্রেরীতে অনেক সময় দেয়। ওর কনসেপশনও বেশ ক্লিয়ার। আর শিল্পপতির মেয়ে মিথিলা 'নারী প্রগতি সংঘে'র সাথে কাজ করছে, ওদের বাসাও মোহাম্মদপুরে। হলে সিট পাওয়ার জন্য রুনাকেও সরকারদলীয় বিভিন্ন প্রোগ্রামে থাকতে হয়। আর শাবাব একটু অলস। তানভীরটা না হলে ওদের একটু মুশকিলই ছিল।

আজ মিথিলার জন্মদিন। এলিফ্যান্ট রোডে কোন একটা রেস্টুরেন্টে ট্রীট দেয়ার কথা। আগামীকালের ক্লাস টেস্টের টপিকটা তানভীরের কাছে ডেমো নেবে সবাই আগে। এরপর ভোজনপর্ব।

- 'কি রে তানভীর, তোর না গতকালই আমাদের পড়ানোর কথা ছিল। ফোনও রেখেছিলি বন্ধ করে। আবার খোঁচা খোঁচা দাড়িও দেখা যাচ্ছে। আমার দিকে তাকাচ্ছিসও না। পুলিশে জঙ্গি বলে ধরেছিল নাকি রে, ঘটনা কি'? রুনা এসে বসল কংক্রিটের উপর।

- 'পুলিশে না। তাকে গ্রেপ্তার করে তাবলীগে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তাই একটু মোল্লা মোল্লা দেখা যাচ্ছে। তিন দিন পর ছাড়া পেয়েছে বেচারা। এসব ভণ্ডামি দুএক দিনে সেরে যাবে', শাবাবের স্বাস্থ্য একটু 'বেশ ভাল'র দিকে। কংক্রিটে আর বসার জায়গা নেই।

- 'কি শাবাব, আদব কায়দা সব খেয়ে ফেলেছিস? নিচে নেমে বস। ওখানে আমি বসব। তোদের জিন্সের প্যান্ট। তোরা ঘাসের উপর বস, আমরা দুজন উপরে বসি' মিথিলার ঝংকারে শাবাবের স্বয়ংক্রিয় অবনমন। পরের খোঁচাটা যেন একটু নতুন হুজুরের দিকেই গেল, 'তোদের আর কি দোষ। তোদের ধর্মগ্রন্থই যখন মেয়েদের খেতখামার মনে করে, তখন তোদের কাছ থেকে আর কী আশা করা যায়?'

- 'মুক্তমনা' ব্লগে আমিও একটা এরকম রিভিউ পড়েছিলাম মনে হয়। আসলে তখনকার পটভূমিতে কুরআন লেখা তো। তখন তো নারীরা এরকম নিগৃহীতই ছিল'। শাবাব সায় দিল।

- 'এই বাদ দে, কুরআনের ব্যাপারে এরকম মন্তব্য করা ঠিক হচ্ছে না। বরং তোদের একটা দারুন খবর দিই। কালকের ক্লাস টেস্ট আগামী সপ্তাহে হবে। তথ্যসূত্র আনিশা ম্যাডাম', উচ্ছ্বসিত রুনা।

- তাহলে চল শাওয়ারমা হাউসে যাই। এখনি।

- 'তোদের কাছে দশ মিনিট সময় হবে'? এতক্ষণ চুপ করে ঘাস খুঁটছিল তানভীর। 'কিছু কথা ছিল আমার'।

- ওখানে গিয়ে বলিস। আমার কথায় মাইন্ড করেছিস?

- না না, মাইন্ড করব কেন। তোরা কুরআনের যে আয়াতটা নিয়ে কথা বলছিলি সেটা সূরা বাকারার ২২৩ নম্বর আয়াত। পুরো আয়াতটা আমি পড়ছি :

> *'তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যক্ষেত্র। যেদিক দিয়ে ইচ্ছে শস্যক্ষেত্রে প্রবেশ কর এবং নিজেদের জন্য ভবিষ্যতের ব্যবস্থা কর। এবং আল্লাহকে ভয় কর। এবং জেনে রাখ আল্লাহর সাথে তোমাদের মুলাকাত হবেই। বিশ্বাসীদের জন্য সুসংবাদ"।*

- 'হ্যাঁ হ্যাঁ, এটাই। বল, এটা কোন কথা। অনেকে আবার ইসলামকে আধুনিক ধর্ম বলে চালাতে চায়। এটা কেমন আধুনিকতা', মিথিলার নারীত্বের সাড়া।

- 'একটু আমাকে বলতে দিবি, প্লিজ', ঘাসের থেকে চোখ সরাতে পারছে না তানভীর। 'এই আয়াতের আগের আয়াতে বলা হচ্ছিল, মাসিক অবস্থায় স্ত্রীসহবাস করো না; মাসিক থেকে পাক হলে সম্মুখ পথে সহবাস কর, পশ্চাৎপথে না। কুরআন মন্ত্র আর শ্লোকের বই না, কুরআন বিধানের কিতাব। দুটো বড় বড় বিধান দেয়া হল যার মধ্যে দুনিয়ার ও পরকালের কল্যাণ আছে।

'আলোচ্য আয়াতে বলা হচ্ছে স্ত্রীর মর্যাদার কথা', সবাই লজ্জায় নিচের দিকে চেয়ে। তানভীর যদি কথাগুলো নিচের দিকে না তাকিয়ে বলত তাহলে মেয়েগুলো লজ্জায় চলেই যেত হয়ত, 'তোমাদের স্ত্রীরা শস্যক্ষেত্র সমতুল্য। আবারো বিধান দেয়া হচ্ছে, যেদিক দিয়ে ইচ্ছা সহবাস করতে পারো তবে অবশ্যই সামনের পথে। এবং ভবিষ্যত বংশধর তৈরি কর যারা বৃদ্ধ বয়সের অবলম্বন হবে।

এবার সতর্কীকরণ, এই স্ত্রী ও সন্তানের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের দিনে শাস্তি পেতে হবে যদি তাদের উপর জুলুম কর। এই আয়াত বিশ্বাস করে যারা সে অনুযায়ী চলে তাদের জন্য সুসংবাদ'। [১]

- 'বুঝলাম', মিথিলার কণ্ঠ একটু নরম। কুরআনে নারী নির্যাতনের উপর এতবড় ধমকি আছে বেচারীর জানা ছিল না। 'কিন্তু মেয়েরা কি মানুষ না। মেয়েরা শস্যক্ষেত্র? জড় মালিকানাধীন প্রপার্টি'?

বার কয়েক লম্বা শ্বাস ফেলে নিজেকে প্রস্তুত করে নিল তানভীর।

---

১. *তাফসীরে উসমানী*, সূরা বাকারা ২/২২৩

- 'মিথিলা, আজকের পর তোরা আমার সাথে মিশবি কিনা আমি জানি না। তোরা সবাই বড় ঘরের ছেলেমেয়ে। জানিস আমার বাবা কি করে? আমি একজন সামান্য কৃষকের সন্তান। কিন্তু আমার বাবা আমাকে কোন অভাব কখনও বুঝতে দেননি। আমার পোশাক-চলাফেরায় তোরাও কিছু বুঝতে পারিসনি। আমি আমার বাবার সাথে ছুটির সময় এখনো জমিতে সময় দেই।

একজন ভার্সিটি স্টুডেন্ট বা শিল্পপতির কাছে এক টুকরো জমি শুধুই একটা প্রপার্টি। কুরআনের ঐ আয়াতের অর্থ বুঝতে হলে তোকে বুঝতে হবে একজন কৃষকের কাছে তার জমিটুকুর কি মর্যাদা, কি মূল্য।

তোরা কি আমার কথায় বিরক্ত হচ্ছিস'?

- 'না, তানভীর। একদম না। তুই বল', রুনা সবার দিকে একবার তাকাল। মিথিলা পেছন ফিরে আছে, মুখ দেখা যাচ্ছে না। মাথা চুলকোচ্ছে শাবাব, ওর কমন পোজ এটা।

- শস্যক্ষেত্রের সাথে তুলনা করে আল্লাহ স্ত্রীর মর্যাদা আর অধিকারকে কীভাবে বুঝিয়েছেন শোন তাহলে।

. প্রথমত, ক্ষেতের ফসল চাষীর ভবিষ্যতের পাথেয়। ঠিক তেমনই স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান পুরুষের বৃদ্ধ বয়সের অবলম্বন।

. দ্বিতীয়ত, চাষী শস্যক্ষেত্রের যত্ন নেয়, বীজ বোনে, নিড়ানি দেয়, সার দেয়, সেচ দেয়। ক্ষেতেই তার সারাদিন কাটে। স্ত্রীও তেমনি সারাদিন স্বামীর মনোজগৎ জুড়ে থাকবে। স্বামীও স্ত্রীর যত্ন নেবেন, তার সুযোগসুবিধা রোগশোক এসবের প্রতি খেয়াল রাখবেন।

. তৃতীয়ত, চাষী তার জমি ডিফাইন করে, আইল দেয়– যে 'এটা আমার জমি'। সেখানে অন্য কারো হস্তক্ষেপ সে সহ্য করে না। এর জন্য সে সব করতে প্রস্তুত। মামলা মোকদ্দমা থেকে শুরু করে মারপিট– সব। জীবন দিতেও তৈরি, জীবন নিতেও তৈরি। স্ত্রীও স্বামীর কাছে এমন রত্ন। যেকোন মূল্যে সে স্ত্রীকে রক্ষা করবে। অধিকারবোধের (possessiveness) কারণে

স্ত্রীর বিষয়ে কারো হস্তক্ষেপ তার কাছে অসহ্য হবে। 'ও শুধুই আমার' –এই অনুভূতি কাজ করবে স্ত্রীর প্রতি।

. ফাইনালি, জমিটুকু চাষীর সম্বল। ওটাই তার দুনিয়া। পরম নির্ভরতা ও আবেগের জায়গা। তার কাছে ঐ জমিটুকুই তার সবকিছু। চাষীর ২৪ ঘণ্টার সব সাধ্য-সাধনা-স্বপ্ন-বেদনা তার জমিটুকু ঘিরে। সব ভাবনা-চিন্তা-কল্পনা তার জমির জন্য। স্বামীর কাছে স্ত্রীর মর্যাদা ও আবেদনও এমন। স্ত্রী তার স্বামীর গর্বের ধন, তার আশ্রয়-সম্বল, স্ত্রী স্বামীর কাছে তার দুনিয়া, তার সবকিছু। তার নির্ভরতা, তার কল্পনা-ভাবনা-পরিশ্রমের কেন্দ্র।

অনেকগুলো কথা এক নিঃশ্বাসে বলে থামল তানভীর। বাবা-মায়ের মুখখানা মনে পড়ে চোখের কোণা উপচে ঢেউ নামছে। বুকটা ভেঙে আসছে। গত ছুটিতে টিউশনির জন্য বাড়ি যাওয়া হয়নি। কেমন আছেন ওনারা?

তানভীর নিজেকে সামলে নেয়, 'রবীন্দ্রনাথের 'হৈমন্তী' গল্পের সবচেয়ে জোশ লাইন কোনটা ছিল কে বলতে পারবে'?

- 'সে আমার সম্পত্তি নয়, সে আমার সম্পদ', এটা? শাবাবের চটপট উত্তর।

- 'বাহ। সুন্দর মনে আছে দেখছি।

বন্ধুরা, রবীন্দ্রনাথ বললে ঠিক আছে। সাহিত্যের চরম উৎকর্ষ। একই জিনিস আল্লাহ শস্যক্ষেত্রের উপমা দিয়ে বুঝাতে চাচ্ছেন। এখন এত প্রশ্ন? এই আমাদের বিবেক? ডাবল স্ট্যান্ডার্ড আর কতকাল?

শাবাবের কাঁধে হাত রেখে, 'কুরআন এখনো নতুন, চিরনতুন। ইসলাম তখনো নারীর অধিকার নিয়ে বলেছে, এখনো বলছে; যেটুকু অধিকার পেলে নারী সত্তাগতভাবে ভালো থাকবে। নারীর নারীত্ব ভালো থাকবে। ইসলামের ডেফিনেশনের বাইরে যদি কেউ অধিকার দিতে চায়, সেটা অধিকার নয়, সেটা ফাঁদ। যে ফাঁদে আটকে ছটফট করবে নারীর নারীত্ব। যে নারীত্বের উপর নির্ভর করে পুরোটা সমাজ, পুরোটা ভবিষ্যত। ইসলাম এখনো আধুনিকই আছে। শুধু চোখ থেকে ঔপনিবেশিক মনিবদের চশমাটা সরাতে হবে'।

মিথিলা এতক্ষণ পর মুখ খুলল, 'তানভীর, আমার কথায় কষ্ট পাসনা। আর কুরআন-হাদিসে নারী অধিকার নিয়ে যে কথাগুলো আছে সেগুলো আমাকে দিস তো কাইন্ডলি।[২] আমি এখন আমার কাজের ধাঁচ পেয়ে গেছি। আমি তো জানতামই না ইসলামে নারীর অধিকারের কথা এভাবে বলা আছে'।

তানভীর এখনো ঘাসই দেখছে। ঘাসের সৌন্দর্য আজ সারা পৃথিবীর সৌন্দর্যের চেয়ে বেশি। আরেকটা সৌন্দর্য তানভীর দেখেনি, হয়তো দেখবে কি না কখনো। কপাল থেকে নারীবাদী ইউনিফর্ম বড় টিপটা খুলে মাথায় ওড়না দিলে মিথিলাকে অনেক সুন্দর লাগে। আগে শুধু ছেলেটার প্রতি ভাললাগাটা ছিল। এখন তার সাথে সম্মান আর সিমপ্যাথি যোগ হয়েছে। সামনে আরো কি হবে কে জানে।

শাবাব জড়িয়ে ধরল তানভীরকে। ভেঙে গেল এতক্ষণের বাঁধ। নদীর স্রোত তো এর চেয়ে বেশি, কিন্তু এর থেকে কি গভীর? না মনে হয়।

গল্পটা কি এখানেই শেষ। হয়ত শেষ। হয়ত সামনে আরেকটু আছে। সব বলে দিতে হবে নাকি। ছোটগল্পের সার্থকতা মনে নেই। ঐ যে– শেষ হইয়াও হইল না শেষ।[৩]

(আলহামদুলিল্লাহ)

---

২. এ বিষয়ে নতুন গল্প আসছে ইনশাআল্লাহ।

৩. টীকা :

আরেকটা যৌনমনোদৈহিক ব্যাপার আছে এখানে। সংলাপের উপযুক্ত না হওয়ায় মূল গল্পে না দিয়ে টীকায় দেয়া হচ্ছে। সেটা হল, জমিতে গিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়ে বীজ বুনলে আশানুরূপ ফসল পাওয়া যাবে না। জমি আগে তৈরি করতে হয়। চাষ করে, ঢেলা ভেঙ্গে, সেচ দিয়ে, সার দিয়ে, আগাছা নিড়ানি দিয়ে শেষে গিয়ে বীজ বোনা। নারীদেহের জন্য শস্যক্ষেত্রের চেয়ে পারফেক্ট উপমা হতেই পারে না। স্ত্রী শুধু পুরুষের 'ধরো তক্তা মারো পেরেক' এর জন্য নয়। স্ত্রীকে সহবাসের জন্য তৈরি করতে হয়। পুরুষ যত দ্রুত সহবাসের জন্য তৈরি হয়, নারীদের বেশ কিছুটা সময় লাগে। প্রশংসা, উত্তেজক সংলাপ, চুম্বন, শৃঙ্গার, স্তম্ভন প্রভৃতির দ্বারা আগে তাকে সহবাসের জন্য প্রস্তুত করে মূল পর্ব শুরু করতে হয়। তাহলে উভয়ের পুলক অর্জিত হয় যা দাম্পত্য জীবনে এনে দেয় বেহেশতী প্রশান্তি। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ইনশাআল্লাহ 'বহুবিবাহ' বিষয়ক গল্পে থাকবে।

জিযিয়া : অমুসলিম নাগরিকের দায়মুক্তি

আজকে নেতারা সবাই রুমেই আছেন। যাক, অবশেষে তেনাদের পাওয়া গেল। কিন্তু তেনারা আজ তাস [১] খেলে দেশকে উদ্ধার করছেন। সুজন ব্রিটিশ আমল থেকে তাস খেলছেন, এ রুমে সবাই যখন ২৯ খেলে, তিনি তখন নিচে গিয়ে সিনিয়রদের সাথে আইবি খেলতেন। এ নিয়ে তাঁর গর্বে মাটিতে পা পড়ে না। ফখরুল খুব ডাইনামিক। সে দ্রুততম সময়ে আইবি খেলা শিখে নিজেকে ছাড়া বাকি সবাইকে নিম্ন শ্রেণীর নাগরিক মনে করছে। তন্ময় আর শামস নতুন খেলা শিখেছে। ভুলভাল খেলে সিনিয়র দুজনের ঝাড়ি খাচ্ছেন প্রায়ই।

মাঝখানে কেটে গেছে অনেকদিন। ওদের ফাইনাল প্রফ শেষ হয়েছে, হোস্টেলের ছয় তলার কাজ চলছে। সোহেল এখন পুরো হুজুর। ফাহিম আর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ছাড়ে না। তাও ৬ মাস হবে। ফখরুল আর শামস কে নামাযে নেয়ার জন্য সোহেল আর ফাহিম চেষ্টা শুরু করেছে। তন্ময় আর সুজন অবশ্য অমুসলিম।

মাত্র খেলা শেষ হল। বাজির খেলা। ৫ টা বেনসন, হাফ লিটার কোক আর ৩ টা চিপসের বাজি। শামসের একটা ভুল কলে, ভুল খেলায় সুজন-শামস জুটি রিডাবল খেয়ে হেরেছে। সুজন তো মহাখাপ্পা। ফখরুলের আজ ঈদ। অনেকদিন

---

১. সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ :

তাস খেলা নাজায়েয। বাজি ধরে খেলা তো সর্বসম্মতিক্রমে হারাম, হারাম, হারাম। দেশের যুবসমাজের বর্তমান অবস্থা তুলে ধরার জন্য কাহিনীর প্রয়োজনে উল্লেখ করেছি। বিস্তারিত জানতে উলামায়ে কিরামের শরণাপন্ন হোন।

পর সুজনকে হারাতে পেরেছে। শামস বাজির জিনিস আনতে গেছে হাজারীর দোকানে। সোহেল কী জানি একটা বই পড়ছে। তন্ময় হাতের জ্বলন্ত সিগারেটটা সুজনের হাতে দেয়।

- নে, রাগ ঠাণ্ডা কর।
- আরে খালি ভুল খেলে। ওরে নিয়ে খেলাই যায় না।
- 'কি সুজন, দেখেছো মাম্মা। কী খেলাটা দিলাম। বহুদিন কার্ড পাই না। কার্ড ছাড়াই খেলি। শুধু এই ব্রেনটা দিয়ে', ফখরুলের আলগা ফাঁপর।

তন্ময় আস্তে করে সোহেলের কাছে এসে বসল।

- সোহেল দোস্ত, কি করিস।
- 'এই কিছুনা, একটা বই পড়ছি'। তন্ময় বইয়ের নাম দেখার চেষ্টা করে।
- "ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের অধিকার", চশমা ছাড়া বাচ্চাদের মত কষ্ট করে পড়ল তন্ময়। 'আচ্ছা, দোস্ত, ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের নাকি শুধু অমুসলিম হবার কারণে কর দিয়ে থাকতে হয়? সত্যি?'
- না রে। অমুসলিমরা কোন ট্যাক্স ছাড়া থাকবে ইসলামী রাষ্ট্রে। কারণ তারা থাকে সরাসরি আল্লাহ ও রাসূলের দায়িত্বে, সরকারের দায়িত্বেও না। আল্লাহ ও রাসূলের সরাসরি নিরাপত্তায় থাকে।
- আরেকটু খুলে বলতো বিষয়টা। অবশ্য যদি তোর হাতে সময় থাকে।
- সময় তোর জন্য করে নেব, মাই চাইল্ড।

- ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলিমরা 'যাকাত' দেয়, উৎপন্ন ফসলের উপর 'উশর' দেয়, ফিতরা দেয় ইত্যাদি। অমুসলিম নাগরিকেরা শুধু 'জিযিয়া' দেবে। আর কিছু না।
- হ্যাঁ হ্যাঁ, এটার কথাই বলছিলাম। নাম ভুলে গেছিলাম।
- এর বাংলা করলে হয় 'বিনিময় কর'। কিসের বিনিময়? প্রত্যেক সক্ষম মুসলিম নাগরিককে ইসলামী রাষ্ট্রের হয়ে যুদ্ধে যেতে হবে যুদ্ধের ডাক আসলে। এখনো অনেক দেশে সব যুবকদের বাধ্যতামূলক মিলিটারি সার্ভিস

দিতে হয়। একে বলে কন্সক্রিপশন। বাংলাদেশ সহ ১০৫ টা দেশে এই নিয়মটা নাই।[২] বাকি দেশগুলোতে বিভিন্ন মেয়াদে এই বাধ্যতামূলক সামরিক সার্ভিস দিতে হয়।

. যেমন রাশিয়া, সুইডেন, মঙ্গোলিয়া, তুরস্ক, গ্রীস, ল্যাটিন আমেরিকান দেশগুলোতে ১ বছর ;

. কম্বোডিয়া, লাওস, জর্জিয়া, কুয়েত, মিশরে দেড় বছর;

. আফ্রিকার দেশগুলোতে ২ বছর,

. ইসরায়েলে পুরুষের ৩২ মাস মেয়েদের ২ বছর;

. উত্তর কোরিয়ায় পুরুষের ১১ বছর মেয়েদের ৭ বছর,

. দক্ষিণ কোরিয়ায় ৬ বছর। [৩]

- আচ্ছা?

- হুমমম। এই কন্সক্রিপশন যদি কেউ না করতে চায় তবে অনেক দেশে এককালীন ফী জমা দিতে হয়। যেমন তুরস্কে ৫৫০০ ডলার [৪], আর্মেনিয়াতে মিনিমাম স্যালারির ১০০ গুণ জমা দিয়ে অব্যাহতি নিতে হয় [৫]। ইসলামী রাষ্ট্রেও এই বাধ্যতামূলক সামরিক সার্ভিস থেকে অব্যাহতির বিনিময় হিসেবে এই বিনিময় কর।

---

২. https://en.wikipedia.org/wiki/Military_service

৩. উপরের লিংকেই পাবেন।

৪. $8,700 will let young Turks 'buy out' their military service http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/12/turkey-compulsory-military-service-buy-exemption.html

৫. http://jurist.am/en/havenotcompletedmandatory

Cases of avoidance from doing the mandatory military service

The sizes of payments for the exemption from the liability of military service for each not celled- up (avoiding) citizen.

1. The citizen has reached age 27 and, without qualifying for an exemption, has not done the mandatory military service: - A sum one hundred times the minimum salary...

তুমি অমুসলিম। তুমি যদি চাও আমাদের সাথে সামরিক দায়িত্ব পালন করতে পার [৬]। আর সক্ষম হয়েও যদি না যাও তবে জিযিয়া কর দিয়ে অব্যাহতি নাও। এই জিযিয়া কোন পঙ্গু, বৃদ্ধ, সন্ন্যাসী, নারী বা শিশু থেকে নেয়া হবে না [৭]। কেবল কর্মক্ষম যুবক অমুসলিমদের থেকে নেয়া হবে।

- ও, বুঝলাম।

---

৬. যদি কোন অমুসলিম গোত্র সামরিক দায়িত্ব পালনে সম্মত হয়, রাষ্ট্র অনুমোদন দেয় তবে তারা জিযিয়া থেকে অব্যাহতি পাবে।
আবু উবায়দা রা খ্রিস্টান 'জারাজিমা' গোত্রকে (এন্টিয়কের কাছে) জিযিয়া মওকুফ করেন মুসলিম বাহিনীর সমর্থন, সম্মুখযুদ্ধ ও শত্রুর নজরদারির শর্তে। তারা যুদ্ধ শেষে গনিমতেরও অংশ লাভ করে। (আল-বালাজুরি, *ফুতুহুল বুলদান*, পৃ: ১৫৯) ২২ হিজরীতে উত্তর পারস্য বিজয়ের সময়ও এক গোত্রের সাথে এধরনের চুক্তি হয়। (ঐ, পৃ: ২১৭ এবং *আহকাম যিম্মিয়া ওয়াল মুস্তিমিনীন ফি দারিল ইসলাম*, আব্দুল করিম জেইদান, পৃ: ১৫৫)

উসমানীয়া খিলাফতেও এধরনের উদাহরণ পাওয়া যায়।

- আলবেনিয়ান খ্রিস্টান গোত্র Migari-দের Cithaeron ও Geraned পর্বতমালা পাহারা দেবার জন্য জিযিয়া রহিত করা হয়।
- Hydra নগরীর খ্রিস্টানেরা মুসলিম নৌবাহিনীর জন্য ২৫০ সৈন্য সরবরাহের কারণে জিযিয়া থেকে অব্যাহতি পায়। (Marsigli, Militare dell'Imperio Ottomano, Volume 1, p. 86)
- দক্ষিণ রোমানিয়ার খ্রিস্টান গোত্র Armatolis তুর্কী বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ অংশের দায়িত্ব পালনের জন্য জিযিয়া থেকে অব্যাহতি পায়। (Finlay, Volume 6, pp. 30-33)
- আলবেনিয়ান ক্যাথলিক গোত্র Mirdites-রা যুদ্ধকালে সুসজ্জিত ব্যাটেলিয়ান দেবার শর্তে জিযিয়া মওকুফ পায়। (Lazar, p. 56)
- ইস্তাম্বুলে পানি সরবরাহকারী লাইন তদারকির জন্য (De Lajanquiere, p. 14) এবং শহরের গোলাবারুদ পাহারা দেবার জন্য (Thomas Smith, p. 324) গ্রীক খ্রিস্টানদের জিযিয়া রহিত করা হয়।

সূত্র- *Non Muslims in the Islamic Society*, Yusuf Al Qaradawi
(http://www.call-to-monotheism.com/the_status_of_non_muslims_in_the_islamic_state)

৭. *হিদায়া ই.ফা.*, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৭৬

- অমুসলিম 'যিম্মী' [৮] বাসিন্দাদের পশুপাল, ফল এবং কৃষিক্ষেত্রে কোনরূপ ট্যাক্স ধার্য করা যাবে না [৯]। মানে তারা অন্য কোন ট্যাক্স দেবে না। শুধু যুদ্ধ করতে সক্ষম পুরুষরা বিনিময় কর দিবে। ফলে ইসলামী রাষ্ট্রে তারা একজন মুসলিমের মতই সমান সুবিধা ভোগ করবে।

- ট্যাক্স দিয়ে সমান মর্যাদা নিতে হবে?

- মুসলিমরা ট্যাক্স দিবে, যুদ্ধে যাবে। আর অমুসলিমরা ট্যাক্সও দেবে না, যুদ্ধেও যাবে না। আবার সমান সুবিধাও পাবে? তুই-ই বল। নাগরিক তো সবাই।

এই কর দেয়ার কারণে যুদ্ধের সময় ইসলামী রাষ্ট্র তাদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা দিতে বাধ্য থাকবে। মজার ব্যাপার হলো- বহিঃশত্রুর আগ্রাসনের সময় অমুসলিমরা যদি নিজেদের সম্পদ রক্ষা না করে পালিয়েও যায়, তবুও মুসলিমরা তাদের সম্পদ পাহারা দিতে এবং যেকোন মূল্যে রক্ষা করতে বাধ্য থাকবে।

- আচ্ছা, বুঝলাম।

- না বুঝিসনি। একটা ঘটনা শোন।

আবু বকর (রা.) এর খিলাফতকালে আবু উবাইদাহ (রা.) ৬৩৪ সালে বাইজান্টাইন শহর হিমস জয় করলেন। জয়ের পর মুসলিমরা জিযিয়ার বিনিময়ে অমুসলিমদের সকল অধিকার নিশ্চিত করলো। বছরখানিকের মাথায় রোমান সম্রাট বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে শহর পুনর্দখল করতে আসল।

কৌশলগত কারণে মুসলিম বাহিনী হিমস থেকে পশ্চাদপসরণের সিদ্ধান্ত নিল। হিমস ছাড়ার আগে মুসলিম বাহিনী বিগত সময়ের সকল জিযিয়া ফেরত দিয়ে দিল। আবু উবাইদাহ জবাবে বললেন,"তোমাদের কাছ থেকে জিযিয়া আমরা নিয়েছিলাম তোমাদেরকে নিরাপত্তা প্রদানের শর্তে। আজ আমরা তোমাদের নিরাপত্তা দিতে পারছি না। আর তাই এই জিযিয়া ফেরত দিচ্ছি"। এভাবে

---

৮. এই 'যিম্মী' মানে বাংলা 'জিম্মি' না। ইসলামী রাষ্ট্রের জিম্মায় বা দায়িত্বে যেসব অমুসলিম নাগরিক থাকে তাদেরকে পরিভাষাগতভাবে 'যিম্মী' বলা হয়।

৯. *মুওয়াত্তা মালিক* ই.ফা., ১ম খণ্ড, অধ্যায় : যাকাত, পৃষ্ঠা ৩৪৯।

সিরিয়ার যে সকল স্থান মুসলিম বাহিনী ত্যাগ করলো, তাদের সবার জিযিয়া ফেরত দেয়া হলো। অভিভূত খ্রিস্টানরা আফসোস করে বললো, স্বজাতি রোমানদের শাসনের চেয়ে তাদের কাছে বরং বিজাতীয় মুসলিমের শাসনই বেশী প্রিয়।[১০]

- বাহ। দারুণ তো।

- এখন শোন, এর পরিমাণটা কত। এটা দুই রকম।

. এক, অমুসলিম রাষ্ট্র সন্ধি সাপেক্ষে মুসলিম ভূখণ্ডে একীভূত হলে দুই পক্ষের আলোচনায় জিযিয়া নির্ধারণ হবে। বিনিময়ে ইসলামী রাষ্ট্র তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে। তাদেরকে যুদ্ধে আসতে হবে না। অনেকটা ফেডারেল রাষ্ট্রের মত। বাৎসরিক একটা অ্যামাউন্ট কেন্দ্রে জমা দেবে। প্রতিরক্ষা কেন্দ্রের হাতে।[১১]

. দুই, যদি যুদ্ধের মাধ্যমে দখল হয় তবে তা মুসলিমরা নির্ধারণ করবে। বুখারী শরীফের বর্ণনায়, মৃত্যুকালে খলীফা উমার (রা.) বলেন, *'আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এর জিম্মিদের (অর্থাৎ জিম্মাধীন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়) বিষয়ে ওয়াসিয়াত করছি যে, তাদের সাথে কৃত অঙ্গীকার যেন পুরা করা হয়। (তারা কোন শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলে) তাদের পক্ষাবলম্বন করে যেন যুদ্ধ করা হয়, তাদের শক্তি সামর্থ্যের অধিক জিযিয়া (কর) যেন চাপানো না হয়।"* [১২]

- হুমমমম।

- হানাফী মত অনুসারে ধনী অমুসলিমরা বার্ষিক ৪৮ দিরহাম মানে ৭০৩৭ টাকা, মধ্যবিত্তরা ২৪ দিরহাম মানে ৩৫১৮ টাকা, আর দরিদ্ররা বছরে ১২ দিরহাম মানে ১৭৫৯ টাকা দিবে। মানে মাসে যথাক্রমে ৫৮৬ টাকা,২৯৩ টাকা ও ১৪৬ টাকা দিবে।[১৩]

---

১০. Walker Arnold, Thomas (1913). *Preaching of Islam: A History of the Propagation of the Muslim Faith*. Constable & Robinson Ltd.

১১. *আল-হিদায়াহ*, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪৭৪

১২. *বুখারী ই.ফা.*, খণ্ড ৬, হাদিস নং ৩৪৩৫

১৩. *আল-হিদায়াহ*, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪৭৪

- এত কম !

- জ্বি এতই কম। রাষ্ট্রের নাগরিক রাষ্ট্রকে মাসে মাত্র ৫০০ টাকা কর দিবে তাই নিয়ে এতো প্রশ্ন। ইসলাম খারাপ, ইসলাম অমানবিক ইত্যাদি কত কাহিনী। একজন অমুসলিম যুবক নিজের নিরাপত্তা, যুদ্ধে নিহত হওয়া এবং পঙ্গু হওয়ার সম্ভাবনা থেকে মুক্তি পাচ্ছে এই নামমাত্র টাকার বিনিময়ে।

- বুঝেছি। কিন্তু তুই যে বললি ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমরা ট্যাক্স ছাড়াই বাস করে।

- জিযিয়া কি ট্যাক্স হল নাকি বোকা। জিযিয়া হল মিলিটারি সার্ভিস না দেয়ার ফাইন। ফাইনের বিনিময়ে আবার কত সুবিধা। মুসলিমরা এসে পাহারা দিয়ে যাচ্ছে। আরও সুবিধা আছে।

- কি?

- যারা জিযিয়া দেয় তারা হল 'যিম্মী'। মানে ইসলামী রাষ্ট্রের জিম্মায় আছে। ইসলামী রাষ্ট্রের নিরাপত্তায় মানে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিরাপত্তায়।

. হাদিসে এসেছে, *যে ব্যক্তি কোন যিম্মীকে হত্যা করে, সে জান্নাতের ঘ্রাণ পাবে না। আর জান্নাতের ঘ্রাণ চল্লিশ বছরের দুরত্ব থেকে পাওয়া যাবে।*[১৪]

. আমাদের নবী আরো বলেছেন, *তোমাদের যে কেউ কোন যিম্মীর উপর অত্যাচার করবে, বা তার হক নষ্ট করবে, কিংবা তার সামর্থ্যের বাইরে তাকে কষ্ট দিবে, অথবা ইচ্ছার বিরুদ্ধে (জোরপূর্বক) তার কোন জিনিস নিবে, আমি কিয়ামতের দিন তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করব।*[১৫]

আর হিসাবটা করেছি এভাবে:

১ দিরহাম=৩.১৫ গ্রাম রূপা: ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে ১ গ্রাম রূপার মূল্য ০.৫৮ ইউএস ডলার. ১ ইউএস ডলার=৮০.২৫ টাকা: এ হিসাবে ১ দিরহাম = ১৪৬.৬২ টাকা আসে।

১৪. *বুখারী*. হাদিস ৩৯১: iHadith app হাদিস নং ৩১৬৬

১৫. *আবু দাউদ*. হাদিস ৩০৫২ (iHadith app)

. আরো বলেছেন, *যে কোন যিম্মীকে আঘাত করে সে যেন আমাকে আঘাত করে, আর যে আমাকে আঘাত করে সে আল্লাহকে রাগান্বিত করে।*[১৬]

- আচ্ছা। ক্লিয়ার হলাম।

- এজন্যই বললাম, ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমরা হল আল্লাহ ও রাসূলের সরাসরি নিরাপত্তায়। আর তারা বসবাস করবে ট্যাক্স ছাড়া। শুধু দেশের প্রতি যে দায় ছিল সেই দায় থেকে মুক্ত হবে জিযিয়া নামক একটা নামমাত্র ফর্মালিটি করে। আর রাষ্ট্র তাকে 'যিম্মী' মর্যাদা দিবে। সে এক্সট্রা কেয়ার পাবে রাষ্ট্র থেকে, এক্সট্রা প্রটেকশান। সে পালিয়ে গেলেও তার সম্পদ পাহারা দেবে রাষ্ট্র। আরেকটা বিষয় আছে, অনেক আগে কোথায় যেন পড়েছিলাম।

- কি?

- ইসলাম কিন্তু শুধু ধর্ম না, ইসলাম একটা লাইফস্টাইল। আমাদের যাদেরকে তোরা মুসলিম দেখছিস আমরা কেউ সেই লাইফস্টাইল ফলো করি না। আমরা শুধু দাবি করি আমরা মুসলিম। এই যে আমি, গত ৫ বছরে আমি, শামস, ফখরুল, ফাহিম আমাদের কোন কিছু দেখে তোর ইসলাম সম্পর্কে ইন্টারেস্ট জেগেছে?

- নাহ।

- কারণ আমরা কেউ ইসলাম ফলোই করি না। ইসলাম তুই দেখিসইনি আমাদের মাঝে। আমাদের কোন কিছু দেখেই তোর মনে হয়নি এরা তো আলাদা রকমের। এরা কেন এমন। তোর নিজেকে আর আমাদেরকে সেম মনে হয়েছে। তাই তুই ইন্টারেস্ট ফিল করিসনি। আজ তো আমরাই আমাদের কাহিনী দেখে দূরে সরে যাই, তোদের আর কি দোষ। 'আসল ইসলাম' দেখেই অমুসলিমরা আকৃষ্ট হত। ইসলাম দেখার জিনিস, দেখানোর জিনিস। আমাদের নামায, রোযা, হজ্জ কিছুই অমুসলিমরা দেখে না। যে জিনিস দেখে তারা মুসলিম হত আজ আমরা তা থেকে বহু দূরে। সেগুলো হল লেনদেন, সামাজিকতা আর চারিত্রিক সৌন্দর্য। এই তিন জিনিস থেকে ইসলামকে আমরা বিদায় করেছি বহু আগে।

---

১৬. তাবারানী আওসাত

তো যেটা বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হল, এই জিযিয়ার আরেকটা উদ্দেশ্য হল অমুসলিমরা এই ট্যাক্স দেয়ার জন্য হলেও যেন মুসলিম রাজধানীতে আসে। মুসলিমদের সাথে মেলামেশা হয়। মুসলিমদের জীবন দেখে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়। আর ইসলাম কবুল করে মৃত্যুর পর মহাযাতনা থেকে বেঁচে যায়।

আবার তাস খেলা শুরু হয়েছে। সোহেল কিন্তু বই আসলে পড়ছে না, চোখের সামনে ধরে আছে, কিছু একটা লুকোনোর জন্যে। ওরা না দেখলেও যার দেখার সে ঠিকই দেখছে।

হে হৃদয়ের রাজা, কত পাষাণকে গলিয়েছ। ইসলামের কত শত্রুকে হেদায়েত দিয়েছ। আমার বন্ধুগুলোর মত সরল-সোজা ছেলেগুলোকে আগুন থেকে বাঁচাও, মালিক। তোমার তো করতেও হয় না, ইচ্ছা করলেই হয়ে যায়। একটু ইচ্ছা কর, মালিক, একটুখানি।

(আলহামদুলিল্লাহ)

শ্রেণিবৈষম্যহীন সমাজ : ওদের স্বপ্ন, আমাদের অর্জন

(এক)

প্যারিস রোড ধরে হাঁটছে ওরা তিনজন ।

এই প্যারিস রোড, ইবলিশ চত্বর, এই মাদারবখশ হল, এই কাজলার মোড় ওদের কত চেনা। ছয়-ছয়টা বছর। যৌবনের দুরন্তপনা মেখে আছে এই রাবি' ক্যাম্পাসে। ইকোনমিক্স ডিপার্টমেন্ট- সমকাল নাট্যচক্র- ছাত্র ইউনিয়ন- রাতজেগে চিকামারা- আন্দোলন- ভিসি অফিস ঘেরাও- সারারাত গানের আসর ...আহ। আজ চল্লিশের কোঠায় এসেও সেই দিনগুলো একটুও সাদাকালো হয়নি।

চোখের সামনে যেন ভাসছে সব। নাহিদের 'হৃদয় তছনছ করে দেয়া' লালনের টান, রাশেদের হ্যাটট্রিক আর স্বপনের মঞ্চকাঁপানো অভিনয় আরো বেশি রঙিন , আরো বেশি সেদিনকার মনে হচ্ছে।

নাহিদ, স্বপন আর রাশেদ। তিন বন্ধু। একই ডিপার্টমেন্টের, একই হলের, একই দলের, একই প্রাণের, একই আত্মার। আজ ইকোনমিক্স ডিপার্টমেন্টের অ্যালামনাই সংস্থার পুনর্মিলনী ছিল। সারাদিন খুব ধকল গেছে। এতক্ষণ বাকি সবাই ছিল। কাজলা গেটে কফি খেয়ে যার যার মত আলাদা হয়ে গেছে।

কেউ আজই ঢাকা ফিরে গেছে। কেউ বা আত্মীয়ের বাসায় উঠেছে। এখন রাত দশটা। মেয়েরা তো চলে গেছে সেই আটটার আগেই। ওরা তিনজন আজ সারারাত আড্ডা দেবে, সেই ১০ বছর আগের দিনগুলোর মত। আবার কবে

দেখা হয় না হয়। বিশেষ করে স্বপনটা আবার আমেরিকা থাকে। ৫ বছর আগে একবার এসেছিল। আজ এই এল ৫ বছর পর।

স্বপন সবচেয়ে অবাক নাহিদকে দেখে। এ কোন নাহিদ। সাদা পাগড়ি-জোব্বা পড়া, বুক পর্যন্ত লম্বা দাড়ি। এ কি সেই ছাত্র ইউনিয়নের সেক্রেটারি নাহিদ? সারা বছর যার হাতের লেখা শোভা পেত রাবি'র দেয়ালে দেয়ালে। 'দুনিয়ার মজদুর এক হও' কিংবা চে গুয়েভারার গ্রাফিটির পাশে লেখা 'মুক্তি অথবা মৃত্যু'। নাহ, কোনভাবেই মেলে না। এই নাহিদ তো কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার বোঝার জন্য সেকেন্ড ইয়ারে জার্মান ভাষা পর্যন্ত শিখেছিল। এমন কোন লিটেরেচার সোভিয়েত থেকে প্রকাশ হয়েছে আর নাহিদ পড়েনি এটা না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। সেই নাহিদ ... কিন্তু কীভাবে?

- 'তবে নাহিদ, তুই শালা একদম বদলে গেছিস? এখন শালা বলতেও কেমন লাগছে। হা হা হা।

- হা হা হা, আসলেই রে। আয়নার সামনে দাঁড়ালে নিজেই নিজেকে চিনতে পারি না। রাশেদও শুরুতে ভূত দেখার মত চমকে উঠেছিল।

- আরে আমি প্রথমে ভাবলাম আমাকে সারপ্রাইজ দেয়ার জন্য সেজে এসেছে। পরে টেনে দেখলাম না আসল দাড়ি। পুরাই কাঠমোল্লা, সেগুন কাঠের।

সিগারেটে লম্বা একটা টান দিয়ে পা দিয়ে মাড়াল স্বপন, 'কিন্তু কমরেড, ছাত্র ইউনিয়নের পাঠচক্রে আপনার ধর্মবিরোধী বয়ানেই আমরা খুঁজে পেতাম শ্রেণিহীন সমাজের ছায়া, বিপ্লবের স্বপ্নডানায় ভর করে পৌঁছে যেতাম ইউটোপিয়ায়। 'জনগণের আফিম' এই ধর্মই শ্রেণিশত্রুদের হাতিয়ার। এই হাতিয়ার কেড়ে নিলেই শ্রেণিসংগ্রাম এগিয়ে যাবে অনেকখানি। এসব বাণী চিরন্তনীর প্রায়শ্চিত্ত কিভাবে হবে শুনি'।

'আসলে সেই সব দিনের কথা ভাবলে কেমন যেন মুচড়ে ওঠে বুকটা। আদর্শের জায়গাটা আজ বড্ড খালি। নাহিদও ধর্মের আফিম খেয়ে ভণ্ডামি শুরু করেছে। তুইও আমেরিকা গিয়ে সাম্রাজ্যবাদের গোলামি করছিস। আমি কিন্তু এখনও

পার্টির প্রোগ্রামে অ্যাটেন্ড করি সময় পেলে', রাশেদের অনুযোগ শুনে হেসে ওঠে নাহিদ আর স্বপন।

স্বপন হাসি থামিয়ে বলল, 'ভালোই বলেছিস, সাম্রাজ্যবাদের গোলামি করছি, ঠিকই। তোকে আমার তরফ থেকে লাল সালাম। কিন্তু দোস্ত, আমি নাহিদের এই রূপান্তরের রূপকথা শোনার লোভ সামলাতে পারছি না। নাহিদ, স্টার্ট। এই সিগারেটটা ধরালাম। শুরু কর'।

- কি আর শুনবি। রাশেদ তো সব জানেই।
- আচ্ছা আবার বল। তোর কয়েকটা পয়েন্টে আমার অবজেকশন আছে। তুই শুরু করলে মনে পড়বে।
- আচ্ছা শোন তাহলে।

  যে ইউটোপিক সমাজের কথা আমরা বলি, প্রত্যেকটা কমিউনিস্ট যুবক যে শ্রেণিহীন সমাজের স্বপ্ন দেখে, বুড়োদের কথা বাদ। ওরা আদর্শ বেচে দিয়ে ফ্যাসিজম, পুঁজিবাদের সাথে হাত মেলাতেও কবুল। কিন্তু আমরা যুবকরা যে আদর্শে-স্বপ্নে পার করি সারাটা জীবন সেই সমাজের বাস্তব রূপ এবং আরো নিখুঁত রূপ অলরেডি অন্য কোন মতবাদ করে দেখিয়েছে। যেখানে শ্রেণী আছে, তবে শ্রেণিবিভেদ নেই, নেই শ্রেণিবঞ্চনা, তাই নেই শ্রেণিসংগ্রাম। যেখানে শ্রেণী নির্দেশ করে সম্পদ নয়। যে আদর্শের প্রতি যত ডেডিকেটেড, সে তত উঁচু শ্রেণীতে। যেখানে সংশোধন করা আছে সমাজতন্ত্রের সব ফাঁকফোকর।

- 'মানে তুই বলতে চাস ইসলাম হল সেই মতবাদ। আই অবজেক্ট মিলর্ড। ইসলামে দাসপ্রথা অ্যালাউড। তাহলে সমাজ শ্রেণিহীন হয় কিভাবে?' স্বপনের হাত থেকে আধা সিগারেট চলে এলো রাশেদের হাতে।
- পয়েন্ট! আমি শ্রেণিহীন বলিনি। শ্রেণী আছে। কিন্তু তা আদর্শের প্রতি ডেডিকেশনের ভিত্তিতে, সম্পদের ভিত্তিতে নয়। এখানে দাসও আমীর হতে

পারে, উচ্চ পদে চাকুরিও করতে পারে, আবার অর্থের বিনিময়ে নিজেকে মুক্ত করে নিতেও পারে। ইসলামে দাসপ্রথা ভিন্ন একটা টপিক [১]।

তবে প্রসঙ্গ যখন এসেই গেছে এটুকু বলে রাখি ইসলামে দাসপ্রথাটা ইউরোপ-আমেরিকার দাসপ্রথা নয়। 'কালো মানুষ-টর্চার-মা থেকে সন্তান নিয়ে বিক্রি করা' এ জাতীয় যে দৃশ্যগুলো আমাদের চোখে ভাসে 'দাসপ্রথা' শব্দটা শুনলে, ইসলামের দাসপ্রথার কনসেপ্টটা ঠিক বিপরীত। এটা অনেকটা বলতে পারিস বর্তমান সশ্রম কারাদণ্ডের একটা মুক্ত ভার্সন। পরে এটার বিষয়ে আসছি।

- আচ্ছা ওকে বলতে দে। চল শহীদ মিনারে গিয়ে বসি। আচ্ছা, আমার একটা প্রশ্ন। তুই যে বলছিস ইসলাম সেই সমাজ কায়েম করে ফেলেছে আগেই। সেটা কবে?

- সেটা হল ইসলামের প্রথম যুগে। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুরু করে চার খলিফা থেকে নিয়ে উমার বিন আব্দুল আযীয (রহ.) পর্যন্ত। প্রথম ১০০ বছর ধরতে পারিস [২]।

- পরে কি হল?

- পরে আর কি...রাষ্ট্র পরিচালকদের, আমলাদের আদর্শ থেকে সরে যাওয়া। বহিঃশত্রুর ষড়যন্ত্র। আদর্শবাদীদের হাত থেকে ক্ষমতা চলে যাওয়া। এইসব।

- আচ্ছা, তারপর বল। নতুন লাগছে বিষয়টা।

- উমমম ...'ধর্ম হল জনগণের আফিম' বা এজাতীয় যে ধর্মবিরোধী কথা বার্তা আমরা কমিউনিস্ট লিটারেচারগুলোতে পাই সেটাকে আমরা ইসলামের সাথে এক করে ফেলি। অথচ কমিউনিজমের উৎপত্তির পটভূমি আমাদের জানা দরকার। কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, কমিউনিজমের

---

১. 'দাসপ্রথা' বিষয়ক গল্পটি দেখুন।

২. ১০১ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন খলীফা উমার বিন আবদুল আযীয রহ. যাঁকে খুলাফায়ে রাশেদার ৫ম জন হিসেবেও অভিহিত করা হয়। (*আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়া* ই.ফা., ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩১৭)

পুরো পটভূমিটাই– 'পশ্চিম ইউরোপ', আমেরিকা আর রাশিয়া [৩]। এশিয়াও না, আফ্রিকাও না, পূর্ব ইউরোপের অটোমান সাম্রাজ্যও না, চীনা সমাজও না। এখানেই জন্ম, এখানেই বেড়ে ওঠা, এখানেই যৌবন। প্রৌঢ়ত্বে গিয়ে থিতু হল সোভিয়েতে, বার্ধক্যে গণচীনে।

তার মানে খ্রিস্টধর্মের আশ্রয়ে-প্রশ্রয়ে ইউরোপীয় সামন্তসমাজের শ্রেণিবঞ্চনা ও জুলুমের উপরেই কমিউনিজম দাঁড়ানো । খ্রিষ্টবাদের সামাজিক ব্যর্থতার প্রেক্ষিতেই সমাজতন্ত্রের জন্ম। সংঘর্ষটা ইসলামের সাথে নয়। কারণ কমিউনিজমের আঁতুড়ঘর পশ্চিম ইউরোপীয় সমাজ থেকে ইসলাম চলে গেছে সেই স্পেন থেকে মুরদের বিতাড়নের সময় [৪] ।

- আচ্ছা, সংঘর্ষটা ইসলামের সাথে নয়, খ্রিস্টধর্মের স্বেচ্ছাচারী যাজকতন্ত্রের সাথে। তাই তো?
- হ্যাঁ। ধর্ম হল জনগণের আফিম, পুঁজিবাদ আর শোষণের হাতিয়ার– এই কথাগুলো খ্রিস্টধর্মের জন্য খাটে। কারণ ইউরোপীয় সামন্তসমাজের ব্যাকআপ দিত পোপ আর যাজকরা [৫] ।

---

৩. *কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার*, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো ১৯৭০ এর শুরুতে বিভিন্ন ভাষার সংস্করণের ভূমিকাগুলোতে এর পটভূমি উঠে এসেছে। খেয়াল করুন কথাগুলো :

২২ পৃষ্ঠায় : " *... শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির উদয় হয়। তার লক্ষ্য ছিল ইউরোপ ও আমেরিকার গোটা জঙ্গী শ্রমিক শ্রেণীকে একটি বিরাট বাহিনীতে সুসংহত করা ... এমন কর্মসূচি তাকে নিতে হয় যা ইংরেজ ট্রেড ইউনিয়ন, ফরাসী, বেলজীয়, ইতালীয় ও স্পেনীয় প্রুধোঁবাদী এবং জার্মান লাসালপন্থীদের কাছে যেন দরজা বন্ধ না করে*" ।

৩১ পৃষ্ঠায় : "*ইউরোপ ভূত দেখছে ... কমিউনিজমের ভূত। এ ভূত ঝেড়ে ফেলার জন্য এক পবিত্র জোটের মধ্যে এসে ঢুকেছে সাবেকী ইউরোপের সকল শক্তি- পোপ এবং জার, মেত্তেরনিখ এবং গিজো, ফরাসী র‍্যাডিকালেরা আর জার্মান পুলিশগোয়েন্দারা*"।

৪. মুসলমানেরা স্পেন শাসন করে প্রায় ৮০০ বছর (৭১১-১৪৯২)। স্পেনের আরবদেরকে 'মুর' বলা হয়। স্পেনকে বলা হত 'আন্দালুস'। (*স্পেনে ইসলাম ও মুসলমানদের অবদান* ই.ফা.: মোঃ আবু তাহের লিখিত)

৫. ইশতেহার, ৬০ পৃষ্ঠায় : "*জমিদারের সঙ্গে পুরোহিত যেমন সর্বদাই হাত মিলিয়ে চলেছে, তেমনি সামন্ত সমাজতন্ত্রের সাথে জুটেছে পাদরি সমাজতন্ত্র*"।

কিন্তু ঐ ধর্ম শব্দটার মধ্যে আমরা ইসলামকেও মিলিয়ে দিয়েছি। অথচ ইসলাম ব্যাপারটার সাথে সবচেয়ে বড় অবিচার হল একে 'ধর্ম' বলা। আর দশটা ধর্মের মত ইসলাম 'ধর্ম' নয়। এর অস্তিত্ব শুধু কিছু উৎসব আর প্রাত্যহিক আচার-প্রথার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এর রয়েছে পৃথক সংস্কৃতি, অর্থব্যবস্থা, সামাজিকতার আলাদা সংজ্ঞা, রাষ্ট্র পরিচালনা, আইনশাস্ত্র, স্বাস্থ্যকর জীবনাচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নীতিমালা। ব্যক্তি-পরিবার-সমাজ-দেশ-পৃথিবী কিভাবে চলবে তার সুনির্দিষ্ট নীতি আছে ইসলামের। প্রস্রাব-পায়খানা থেকে যুদ্ধ পর্যন্ত, ঘুম থেকে রাষ্ট্র পরিচালনা পর্যন্ত, স্ত্রীমিলন থেকে বিচারকার্য পর্যন্ত সবকিছু; ২৪ ঘন্টায় যা কিছু হয় সব। আর ধর্ম বললে নামায-রোযা-হজ্জ ছাড়া আর কিছুই ভাসে না মনে।

- 'তার মানে তুই বলতে চাচ্ছিস ইসলাম একই সাথে একটা আদর্শ, একটা জীবনপদ্ধতি, একটা অর্থব্যবস্থা একটা সরকারব্যবস্থা এবং মোদ্দাকথা ইসলাম নিজেই একটা সংস্কৃতি', স্বপন সামারাইজ করল।

- 'না ঠিক আছে, মানলাম', রাশেদের অনুযোগ। 'কিন্তু ১৫০০ বছর আগের অর্থব্যবস্থা বা সরকারপদ্ধতি কি আজকের যুগে চলে নাকি? সেসময় মানুষ ভারী স্বর্ণমুদ্রার থলি বহন করত, আজ ক্রেডিট কার্ডের যুগ, মেগাইন্ডাস্ট্রির যুগ, মুক্তবাজার অর্থনীতির যুগ। হাস্যকর। ভাবতেই কেমন লাগছে আমি ২ কেজি সোনা পকেটে নিয়ে ঈদের শপিং করছি।'

- আচ্ছা রাশেদ, ১৫০০ বছর আগের কোন ব্যবস্থায় তুই যদি আজকের কোন সমস্যার সমাধান খুঁজে পাস তাহলে তুই কেন সেটা নিবি না? ইসলাম প্রাচীন হয়েও চিরনতুন। প্রতিটি বিধানই আজও প্রয়োগযোগ্য। কীভাবে? ইসলামের সবচেয়ে সুন্দর বিষয়টা হল একটা সীমানা দেয়া আছে। এই সীমানার মধ্যে তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পারো, ঐ সীমার মধ্যে তুমি যত আধুনিক হতে চাও হতে পারো।

যেমন ধর, অর্থব্যবস্থা। সুদ- ঘুষ- জুয়া- মজুতদারি- হারাম পণ্যের ব্যবসা-প্রতারণা এরকম কয়েকটা নিষেধ। এগুলো বাদে তুমি যেটা করবে ওটাই ইসলামী অর্থনীতি। এই বৈশিষ্ট্যের কারণেই ইসলাম সব যুগের সমাধান,

সবার সমাধান। ২ কেজি সোনা পকেটে নিয়ে ঘুরা লাগবে না, ক্রেডিট কার্ড নিয়েই ঘুরতে পারবি যদি সুদমুক্ত হয়। একটু চা খেতে পারলে হত।

- যে বয়ান শুরু করেছ। চা তো লাগবেই। অবশ্য থিমটা নতুন তো। ভালোই লাগছে। আমাদের সেই পাঠচক্রের কথা মনে পড়ছে। তখনও এভাবেই গিলতাম তোর রিভিউগুলো।
- শুধু কি আমরা। মেয়েগুলো তো নাহিদ ভাই ছাড়া কিছুই বুঝতো না ... ভাবি জানে?
- থাক। টপিক চেঞ্জ। ঐ বিষয়ে আর যাওয়ার দরকার নেই। ঐ যে চায়ের দোকান পাওয়া গেছে। কি যেন বলছিলাম। ও, ইসলামী অর্থব্যবস্থার কথা বলছিলাম ...

রাবি'র রাত। কত উত্থানপতন, কত পরিবর্তন। রাবি'র রাতটা আজও আগের মতই আছে, কে জানে কত কিছুর সাক্ষী হয়ে।

(দুই)

চায়ের কাপে চামচের ঠনঠন শব্দ, উত্তেজনা, পরিকল্পনা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাবি আদায়ে ফুঁসে ওঠা, সিগারেটের ধোঁয়া। 'দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইল না'। আসলেই তো। নানা রঙের দিনগুলি সোনার খাঁচায় আটকে থাকে না। রঙিন দিনগুলো ডায়েরির পাতায় প্রথমে সাদাকালো হয়ে যায়। এরপর ডায়েরিটার উপর জমে ধুলোর আস্তর। ইহাকে জীবন বলে।

- 'নে বুর্জোয়াদের দাস, সাম্রাজ্যবাদের কীট। চা নে। আমেরিকায় থাকিস। কি খাস না খাস', স্বপনকে চা এগিয়ে দেয় রাশেদ। হেসে ওঠে নাহিদ।
- 'কমরেড রাশেদ, শুধু আমাকে শাপশাপান্ত না করে পার্টিরও কিছু গুষ্টি উদ্ধার করুন। আর কমিউনিজমের পিতৃভূমি সোভিয়েতের দেহাবশেষ এবং গণচীনকেও একটু ধৌত করুন। সবাই এখন আদর্শ থেকে সরে বুর্জোয়াদের সাথে হাত মিলিয়েছে। মার্ক্স-অ্যাঙ্গেলস এর চাল আর পুঁজিবাদের ডাল মিলে

জগাখিচুড়ি খেয়ে শ্রেণিবিপ্লবের ঢেকুর তোলা আর কত', স্বপনের সেই চিরচেনা স্যাটায়ার।

হাসি থামাতে পারছে না নাহিদ। রাশেদের চেহারা দেখার মত, 'নাহিদ, থাম এবার। বল কি বলছিলি।'

- আচ্ছা তোরা থাম এবার। আসলে সমাজতন্ত্রের কিছু আদর্শগত ফাঁক আছে যেটা কখনোই বন্ধ করা যায়নি। এখন তার উপর গণতন্ত্রের গ্যাটিস দিয়ে যেটাকে সমাজতন্ত্র বলে গেলানো হচ্ছে তা মার্ক্স-অ্যাঙ্গেলসের পরিকল্পনা থেকে বহুদূরে। দেখি তোদের কতটা মনে আছে? কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর '*প্রলেতারিয়েত ও কমিউনিস্টরা*' অধ্যায়ে খুব স্পষ্ট করে কয়েকটা কথা আছে। বলা আছে : *ব্যক্তিগত দখলীর উচ্ছেদ আমাদের উদ্দেশ্য নয়। বুর্জোয়া মালিকানার উচ্ছেদই কমিউনিজমের বৈশিষ্ট্যসূচক দিক* [৬]। এই বুর্জোয়া মালিকানা কি?

- উফফফ, সেই পাঠচক্র টোলের পণ্ডিতের পড়া ধরা শুরু। মনে আছে ভাই। 'অল্প লোকের দ্বারা বহুজনের শোষণে'র উপর প্রতিষ্ঠিত যে উৎপাদন ব্যবস্থা সেটাই হল বুর্জোয়া মালিকানা [৭]।

- বাহ, ইশতেহার যে হুবহু মনে আছে দেখছি। তো কেন উচ্ছেদ করতে হবে সেটা?

- কারণ এই বুর্জোয়াদের শ্রেণীর অস্তিত্ব-আধিপত্য-উন্নতির মূলশর্ত হল পুঁজির সৃষ্টি ও বৃদ্ধি। পুঁজি তৈরি হয় শ্রমিকের শ্রমে। কিন্তু শ্রমের কারণে যে পুঁজি তৈরি হল সেখানে শ্রমিকের মালিকানা নেই। ফলে ধনী আরো ধনী হয়, প্রলেতারিয়েত শ্রেণী আরো নিঃস্ব হয়। পুঁজির এই অসম বণ্টনই শ্রেণিবৈষম্য ও শোষণের কারণ [৮]।

---

৬. ইশতেহার, পৃষ্ঠা ৪৮, ৪৯

৭. ইশতেহার, পৃষ্ঠা ৪৮

৮. ইশতেহার, পৃষ্ঠা ৪৬

- স্বপন, কী দেখাচ্ছিস রে। সাম্রাজ্যবাদীরা তোর মোটাসোটা গতরখানাই কিনেছে। কিন্তু মগজটি এখনও অক্ষত। এখনো মুখস্ত আছে দেখা যাচ্ছে। সাবাস।

হাসির রোল শেষে নাহিদ বলে চলল, 'বেশ, তাহলে দাঁড়াচ্ছে যেন প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর জন্মই আরেকজনের পুঁজি বাড়ানোর জন্য। আর নিজে মজুরি হিসেবে পাবে কতটুকু? নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা আর সন্তান উৎপাদনে মানে আরো শ্রমিকের জন্ম দিতে মিনিমাম যা লাগে [৯]। আমাদের গার্মেন্টস সেক্টরের কথাই ধর কত বেতন পায় তারা?

- কমবেশ ৫৩০০ টাকা মাসে পায় বোধ হয় [১০]।
- ৫৩০০ টাকায় কি হয়। তাও আবার ঢাকা শহরে। একটা রুমের ভাড়াই তো ৩০০০ টাকা।
- ঐ আর কি। ওভারটাইম করে, স্বামী-স্ত্রী কাজ করে।
- তাও হয় কিভাবে। বাচ্চাদের পড়াশুনা আছে, অসুখবিসুখ আছে। ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় তো বহুত দূর কি বাত।
- এ জীবনে কোন স্বপ্ন নেই। টিকে থাকাটাই ওদের স্বপ্ন। সন্তানের পড়াশুনাও করাতে দেবে না পুঁজিবাদ। তাহলে শ্রমিক হবে কে? রেজাল্ট হল, বুর্জোয়া আরো ধনী হবে, প্রলেতারিয়েত আরো নিঃস্ব হবে। ফলে তারা আরো কম মূল্যে শ্রম দিতেও তৈরি থাকবে। মজুরি কম দিলে উৎপাদনমূল্য কম হবে, লাভ বেশি থাকবে। বুর্জোয়া আরো ধনী হবে।
- 'চক্র ... দুষ্টচক্র। চলতেই থাকবে। এই চক্র ভাঙতেই তো এলো কমিউনিজম। কমিউনিজমের কথা হল সমাজের অনেক লোকের যৌথ সৃষ্টি এই পুঁজি। অতএব এই পুঁজি ব্যক্তিগত নয়, সামাজিক শক্তি। একে সাধারণ

---

৯. ইশতেহার, পৃষ্ঠা ৪০,৪৫

১০. বাসদ (মার্ক্সবাদী) এর সাইটে ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ তারিখের হিসেব।
http://spbm.org/ এই সাইটে গিয়ে 'গার্মেন্টস শ্রমিকদের মজুরি কেন বাড়বে না?' লিখে সার্চ দেন।

সম্পত্তিতে পরিণত করে দিতে হবে। তাহলে শ্রেণীবিভেদ থাকবে না [১১]। কোন শ্রেণীই থাকবে না', আত্মবিশ্বাসী রাশেদ।

- কিভাবে এটা করা হবে? মনে আছে কারো?

- 'আলবৎ। এটার জন্যই তো রক্তে নাচন উঠত' রাশেদের কণ্ঠে সেই পুরনো উত্তেজনা, 'ঐ অধ্যায়েরই শেষে আছে– *বুর্জোয়াদের হাত থেকে ক্রমে ক্রমে সমস্ত পুঁজি কেড়ে নেয়া এবং প্রলেতারিয়েতের হাতে উৎপাদনের সব উপকরণ কেন্দ্রীভূত করার জন্য প্রলেতারিয়েত তার রাজনৈতিক আধিপত্য ব্যবহার করবে। শুরুতে অবশ্যই স্বৈরাচারী আক্রমণ ছাড়া এ কাজ সম্পন্ন হবে না'* [১২]।

- এখন বল এই স্বৈরাচারী আক্রমণের কারণে রুশ বিপ্লব আর চীনে সাংস্কৃতিক বিপ্লবে নিহতের সংখ্যা কত?

- কত?

- রুশ বিপ্লব ও তার পরবর্তী লেনিন যুগে (১৯১৭-১৯২৪) সবগুলো রেফারেন্স গড় করলে ৯ মিলিয়ন, স্ট্যালিন পিরিয়ডে (১৯২৪-১৯৫৩) ২০ মিলিয়ন আর চীনা সাংস্কৃতিক বিপ্লবে ও পরবর্তী মাও সেতুং যুগে (১৯৪৯-১৯৭৫) গড়ে ৪০ মিলিয়ন [১৩]।

- বলিস কি?

- জ্বি কমরেডস, আপনাদের হাত শুরু থেকেই মেহেদীরাঙা। শ্রেণিশত্রু নাম দিয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সময় তো কিছু গেছেই। কোন শ্রমিক যদি দাবি দাওয়ার আন্দোলন করেছে তো তাদেরকেও শ্রেণিশত্রু তকমা দিয়ে ওপারে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। পুঁজিবাদে তো শ্রমিক আন্দোলন বলে কিছু একটা ছিল, তোমরা সে সুযোগটুকুও লোপাট করে দিয়েছ। আর তত্ত্ব হিসেবে

---

১১. ইশতেহার, পৃষ্ঠা ৪৮, ৪৯

১২. ইশতেহার, পৃষ্ঠা ৫৬

১৩. http://necrometrics.com/20c5m.htm
নিহতের সংখ্যা সম্পর্কে ২০-২৫ জন বিভিন্ন মতাবলম্বী গবেষকের আলাদা আলাদা রিপোর্ট দেয়া আছে। যারটা ভালো লাগে বেছে নিন। এখানে যে গড় করা আছে তাই লিখে দিলাম। মনে রাখার বিষয় হল, এনারা ও এনাদের সরকার নাস্তিক্যবাদী ছিলেন, মানবধর্মে বিশ্বাসী (?)

সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতার ফলে দুর্ভিক্ষ তো ছিলই কমিউনিজমের পুরো যুগ ধরেই [১৪]। শেষ পর্যন্ত ফলাফল সোভিয়েতের ও কমিউনিস্ট যুগোশ্লাভিয়ার ভাঙন।

এর পিছনে একটা কারণ কিন্তু খুব স্পষ্ট। ইশতেহার বলছে, '*সমস্ত উৎপাদনের উপকরণ জমি থেকে নিয়ে কল কারখানা সব জাতির এক বিশাল সমিতির হাতে কেন্দ্রীভূত থাকবে* [১৫]। এই সমিতি রাষ্ট্র পরিচালনা করবে যার হাতে থাকবে সব ক্ষমতা আর সম্পদ' [১৬]। এই সমিতির কোন জবাবদিহিতা নেই। কেউ প্রশ্ন করলেই শ্রেণিশত্রু ও আদর্শবিরোধী বলে বিবেচিত হবে। বাস্তবে যেটা হয়েছে– বুর্জোয়া উৎখাতের পর শাসন ক্ষমতা প্রলেতারিয়েতের হাতে যায়নি। গিয়েছে আবার সেই বুর্জোয়াদেরই একটা অংশের হাতে যারা এই সহজসরল শ্রমজীবীদেরকে সংগঠিত করেছিল। তবে আরো ব্যাপক ভাবে। আগে সম্পদ ছিল গোটা একটা শ্রেণীর হাতে। এখন এলো একটা সমিতির হাতে।

- তার মানে তোর ভাষ্যমতে, কমিউনিজম বাস্তব প্রয়োগে গিয়ে দাঁড়াল একটা একদলীয় একনায়কতন্ত্র যেখানে গোটা একটা দেশের প্রতিটা ধূলিকণার মালিক ঐ পার্টি। জনগণ পুরোটাই ফকির, বাধ্য, বাকস্বাধীনতাহীন।
- ঠিক তাই। তোরা এখানেই একটু বস । আমি দুই রাকাত তাহাজ্জুদ পড়ে নিই। অযুও আছে। ব্যাগে জায়নামাযও আছে। কয়টা বাজে?
- দুটো।
- একটু বস। এখনি আসছি।
-

আল্লাহুম্মাহদিনা ওয়াহদিবিনা ওয়াহদিন নাসা জামিআ ...
ও হৃদয়ের বাদশাহ, সব হৃদয়গুলো যার হাতের মুঠোয়, আমাদেরকে পথ দেখান, আমাদের দ্বারা পথ দেখান, সমস্ত মানুষকে হিদায়াত দিয়ে দেন।
চাঁদের আলোয় চকচক করছে নাহিদের চোখের কোণা, ভেজা গাল, ভেজা দাড়ি। রাবি'র রাত, তুমি সাক্ষী।

---

১৪. আগের লিংকেই Famine লেখা পয়েন্টগুলো দেখুন।

১৫. ইশতেহার, পৃষ্ঠা ৫৭

১৬. ইশতেহার, পৃষ্ঠা ৫৬, ব্যবস্থা ৫,৬,৭ নং

(তিন)

কৃষ্ণপক্ষের দুই-একদিনের চাঁদ। পূর্ণিমা ভাবটা আছে এখনও। যেন পুরো আকাশটা হাসছে। খেয়ালই নেই ক'দিন পর হয়ে যাবে অমাবস্যা। আমাদের মতই বেখেয়াল।

- চল আরেকটু হাঁটি। অনেকক্ষণ তো বসলাম। স্বপন, এবার সিগারেট আমি নিচ্ছি।
- হুমম, চল। আবার কাজলা গেটের দিকেই যাই। ওখানে গিয়ে আরেক কাপ কফি খাব। পাশের মসজিদে ফজরের নামাযটাও পড়ে নেব খন।
- মামা, দশটা বেনসন দেন। বিল আমি দিচ্ছি।
- দে, তোর তো আবার ডলার। আমাদের বিল দিতে চাওয়াটাই বেয়াদবি।
- রাশেদের বাচ্চা।

'নাহিদ, আমরা আবার ফিরে যাই তোর কাহিনীতে। কিন্তু এইসবের সাথে তোর এই পরিবর্তনের কি সম্পর্ক বুঝলাম না তো'। একরাশ ধোঁয়া স্বপনের মুখ থেকে মিশে গেল চাঁদের আলোয়।

- সেই কথাতেই তো আসছি। এতক্ষণ থেকে যেটা ঝালিয়ে নিলাম সেটা হল, পুঁজির অসম বণ্টনের ফলে শ্রেণিবৈষম্য বাড়ে, বঞ্চনা আর জুলুমের ভাগী হয় মেজরিটি। সম্পদ কুক্ষিগত থাকে মাইনরিটির হাতে। পুঁজি বণ্টনের একটা ভুল পদ্ধতি দিয়েছিল আমাদের কমিউনিজম যার মাশুল দিল ৬০ বছরে ৭ কোটি মানুষ তাদের জীবন দিয়ে। শেষে ভূখণ্ডটা ভেঙে টুকরো হয়ে প্রমাণ দিল যে পদ্ধতিটা ভুল ছিল। এখনকার কমিউনিজম আবার পুঁজিবাদের সাথে গলা মিলিয়ে নিজের অসম্পূর্ণতার কথাই জানান দিচ্ছে বার বার।
- আচ্ছা, আগে বাড়ো।

- আমি তোদেরকে ১৫০০ বছর আগে নিয়ে যাচ্ছি এখন। এই পুঁজি বণ্টন করতে গিয়ে এতো কাহিনী করলাম আমরা। অথচ ইসলাম কত টেকনিক্যালি নিখুঁতভাবে কাজটা করেছে।

উৎপাদনের উপাদান ৪ টি। জমি, শ্রম, পুঁজি আর উদ্যোগ।

পুঁজিবাদের মতে মুনাফার বণ্টন হল– জমিকে দাও ভাড়া, শ্রমিককে মজুরি, পুঁজিকে সুদ আর লাভ হল উদ্যোক্তার।

কমিউনিজমের মতে, জমি-পুঁজি-উদ্যোগ এই তিনের মালিক রাষ্ট্র, মজুরি সমান-সমান।

আর ইসলাম বলছে, জমিওয়ালাকে ভাড়া দাও, শ্রমিককে মজুরি দাও, পুঁজিপতি আর উদ্যোক্তা একই- 'অংশীদার' যারা লোকসানও শেয়ার করবে [১৭]।

- দারুণ তো। মানে পুঁজিপতি নিশ্চিন্তে সুদ নিয়ে পুঁজি বাড়াবে সে সুযোগ নেই। কোন এফোর্ট ছাড়া, স্যাক্রিফাইস ছাড়া সম্পদ বাড়বে না। জমিওয়ালা, শ্রমিক, উদ্যোক্তা সবার সাক্রিফাইস ছিল। শুধু পুঁজিপতি বসে বসে মাল কামাচ্ছিল। সম্পদের একমুখী প্রবাহ বন্ধে দারুণ আইডিয়া।

- আসলেই। শুধু তাই না। জমিওয়ালা জমি দিয়ে পুঁজি কামাই করেছে, সিনিয়র শ্রমিক মানে অফিসার লেভেল কিছুটা কম স্যাক্রিফাইসে পুঁজি কামাই করেছে। আর নিম্ন শ্রমিকের মানে প্রলেতারিয়েতের নামমাত্র বেতনের শ্রমে অংশীদারেরা পুঁজি কামাই করেছে। তাই এই তিন পুঁজিকামাইওয়ালাই বছরান্তে যে পুঁজিটুকু উদ্বৃত্ত থাকবে যদি সেটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অতিক্রম করে ফেলে, তবে সেই উদ্বৃত্ত পুঁজির ২.৫% পুঁজি প্রলেতারিয়েতকে [১৮] দিয়ে দিবে।

---

১৭. *পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র ও ইসলাম*, জাস্টিস ও অর্থনীতিবিদ মুফতি তাকী উসমানী দা.বা.।

১৮. প্রলেতারিয়েত-
https://www.merriam-webster.com/dictionary/proletariat
Definition of proletariat
- the laboring class; especially : the class of industrial workers who lack their own means of production and hence sell their labor to live
- the lowest social or economic class of a community (সমাজের সর্বনিম্ন/নিম্নবিত্ত শ্রেণী)

- মানে যাকাত? মাই গুডনেস।

- ইয়েস কমরেড। ইসলামে প্রলেতারিয়েতরা কোন হানাহানি ছাড়াই, অংশীদারদের মত রিস্ক শেয়ার করা ছাড়াই ২.৫% পুঁজির মালিক। যাকাত 'দান গ্রহণ' নয়। এটা 'মালিকানা গ্রহণ'। যাকাতের কাপড় দেয়ার ট্রেডিশন কোথা থেকে এলো আমার জানা নাই। তবে উত্তম হল যাকে দিবে তাকে টাকার মালিক বানিয়ে দাও, পুঁজি হিসেবে দাও যাতে সে কিছু করতে পারে [১৯]। টাকা না দিয়ে সেলাই মেশিন বা রিকশা দিলেও যাকাতের আসল উদ্দেশ্য পুরা হয়। আরেকটা মজার ব্যাপার আছে।

- কি?

আর যাকাত যাদেরকে দেয়া যাবে মানে এই পুঁজির প্রবাহ যাদের কাছে যাবে :

✓ ফকির- যার সামান্য পরিমাণ জিনিস আছে

✓ মিসকীন- যার কিছুই নেই

যাকাত উসুলে নিয়োজিত কর্মচারী, চুক্তিবদ্ধ দাস, ঋণগ্রস্ত, সফরে অভাবগ্রস্ত, আল্লাহর কাজে নিয়োজিত দরিদ্র ব্যক্তি। (*হিদায়া* ই.ফা.)

দুটো মিলিয়ে নিন। উৎপাদনযন্ত্রে যারা শ্রম দেয় তাদেরকেই ৮ ভাগ করে ইসলাম আরো স্পেসিফিক করে দিয়েছে।

১৯. মালিক বানিয়ে দেয়া যাকাত আদায়ের রুকন। (হিদায়া ১ম খণ্ড, ২২৫ পৃষ্ঠা)

✓ মসজিদ বানানো, মাদ্রাসা বানানো, রাস্তাঘাট নির্মাণ, কূপ খনন ইত্যাদি করা যাবে না। বরং সরাসরি গরীবকে যাকাতের টাকার মালিক বানিয়ে দিতে হবে।

✓ কোনো গরীবকে পড়াশোনা, চিকিৎসা, বিবাহ দেয়ার জন্যও যাকাত দেয়া যেতে পারে। তবে তাকে সে টাকার মালিক বানিয়ে দিতে হবে।

✓ যাকাতের টাকা নগদ না দিয়ে গঠনমূলক কিছু ক্রয় করে দেয়া যেতে পারে। যেমন, কেউ কাজ করার সামর্থ্যবান হলে তাকে সেলাই মেশিন, রিক্সা, ভ্যান, কম্পিউটার ইত্যাদি ক্রয় করে দেয়া যেতে পারে। যেন তা দিয়ে উপার্জন করে সে স্বাবলম্বী হতে পারে। এবং এক সময় তাকে আর যাকাত গ্রহণ করতে না হয়।

✓ অল্প অল্প করে অনেককে না দিয়ে প্রতিবছর প্ল্যান করে কিছু মানুষকে বেশি করে দিলে সে তাকে গঠনমূলক কাজে লাগাতে পারবে।

(মুর্ফতি ইউসুফ সুলতান, ইসলামী অর্থনীতিবিদ, পারটেক্স গ্রুপ http://yousufsultan.com/zakat-in-details)

- শুধু জমাকৃত সম্পদ মানে সোনারূপা-ব্যাংক ব্যালেন্স আর ব্যবসাপণ্যের উপর যাকাত আসে। মানে শুধু পুঁজির উপর। পুঁজিরই অংশ পাবে প্রলেতারিয়েত। যেমন ধর আমি যে ফ্ল্যাটে থাকি সেটার অংশ কেউ পাবে না। যদি ফ্ল্যাটের ব্যবসা করি সেটার অংশ পাবে কারণ ঐ ফ্ল্যাট আমার পুঁজি [২০]।

- 'তারপরও নাহিদ। ২.৫% তো অনেক কম। ১০০ টাকার পুঁজির মধ্যে মাত্র আড়াই টাকা? এই প্রশ্নটা করার জন্যই তোর এই কাহিনী আবার শুনলাম। স্বপন, একটা সিগারেট দে।

- ভালো জায়গা ধরেছিস।

- তোর কাছে কম মনে হচ্ছে কারণ তুই প্রলেতেরিয়েতের পক্ষে। ইসলাম তো ফকিরেরও, ধনীরও। একবার বুর্জোয়া হয়ে ভাব তো। আমি এতো মাথা খাটালাম, টাকা যোগাড় করলাম, সব কিছুর সমন্বয় করলাম, লোকসানের টেনশনে রাত পার করলাম আর লাভের ৩০% দিয়ে দিতে হচ্ছে। উদ্যোক্তা তো পরবর্তী বিনিয়োগের উৎসাহই পাবে না। সমাজ আগাবে কিভাবে। এই সামাজিক স্থবিরতাই সোভিয়েতের পতনের অন্যতম কারণ। আর সব লেভেলে প্রতিযোগিতাই পুঁজিবাদের এখনও টিকে থাকার রহস্য। পুঁজিবাদ বুর্জোয়া-প্রলেতেরিয়েত সবাইকেই আশা দেখায়। আর সমাজতন্ত্র আশা ছিনিয়ে নেয়, রাষ্ট্র যা দেবে তাতেই সন্তুষ্ট থাক। ২.৫% দিতে অতটা গায়েও লাগবে না। নতুন ব্যবসা শুরু করতেও উৎসাহ হারাবে না।

- '২.৫%ই তো কেউ দেয় না। যত বেশি হবে তত প্রয়োগ কঠিন হয়ে যাবে। চিন্তা কর এদেশে যত গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ আছে সবাই যদি যাকাত দিত তবে কত হাজার কোটি টাকা যাকাত হয়। ১০০০ কোটি টাকা পুঁজিতে ২৫ কোটি টাকা যাকাত আসে। একদম কম না কিন্তু রাশেদ। ১০০০০ টাকা করে দিলে ২৫০০০ জনকে দেয়া যাবে'। সিগারেটটা নিল স্বপন।

---

২০. নিজের ব্যবহার্য জিনিস 'বর্ধন-গুণ' সম্পন্ন নয়। (*হিদায়া* ১ম খণ্ড, ১৮৭ পৃষ্ঠা) মানে এগুলো পুঁজি নয়।

- ১০০০০ টাকায় আর কি হবে?

- বন্ধু, তোমার ১০০০০ টাকায় কিছু হবে না। যার মাসিক বেতনই ৫০০০ টাকা তার কাছে এককালীন ১০০০০ টাকা অনেক বড় জিনিস। আরেকটা কথা, একজন রিকশাওয়ালাকে ১ লাখ টাকা দিলে সে তেমন কিছুই করতে পারবে না। কি করা যায় বুঝবেওনা, এমন কিছু একটা করে বসবে যেটা সে ম্যানেজও করতে পারবে না। কিন্তু ১০০০০ টাকা পেলে কিছু একটা করতে পারবে। দুটো ছাগল বা নিজের একটা পুরান রিকশা বা বউয়ের একটা সেলাই মেশিন কিছু একটা করবে এককালীন কিছু টাকা পেলে। এমন কিছু যেটা তার মাথায় খাটে, যেটা তার জন্য ম্যানেজেবল [২১]।

আরেকটা বিষয়। স্বর্ণের মূল্য ধরলে ২,৮২,০০০ টাকা ১ বছর পর্যন্ত সঞ্চয়ে থাকলেই যাকাত ফরয। রূপার মূল্য ধরলে কমপক্ষে প্রায় ২৯,০০০ টাকা ১ বছর পর্যন্ত সঞ্চয়ে তার উপর যাকাত হবে। তবে বেশি লোক উপকৃত হয় বলে রূপারটা বেশি এনকারেজড [২২]। এখন বল সারা বছর ব্যাংকে ২,৮২,০০০ টাকা আছে এমন লোকের সংখ্যা বাংলাদেশে কত? সারাবছর ব্যাংকে ২৯,০০০ টাকা আছে এমন লোকের সংখ্যাই বা কত? আবার শুধু পুরুষ হিসেব করিস না, মহিলাদের সম্পদ-গয়নায়ও তাদের যাকাত দিতে হবে।

- ওরে বাবা, মনে তো হচ্ছে যাকাত দেনেওয়ালার সংখ্যাই নেওয়ার লোকের চেয়ে বেশি হয়ে যাচ্ছে। ও আরেকটা ব্যাপার তো থেকেই যাচ্ছে। পার্টনাররা কত রিস্ক শেয়ার করে লাভের শেয়ার পাচ্ছে। আর প্রলেতারিয়েত তো রিস্ক ছাড়াই, টেনশন ছাড়াই ২.৫% শেয়ার পাচ্ছে। নাহ, ঠিকই আছে নাহিদ।

- পুঁজিবাদের ঐ দুষ্টচক্রের মত ইসলামী অর্থনীতিতেও একটা শিষ্টচক্র আছে। বুর্জোয়া অংশীদারেরা যত লাভ করবে, ২.৫% এর পরিমাণও তত বেড়ে যাবে, প্রলেতারিয়েতও তত বেশি পাবে। বুর্জোয়াদের উন্নতি মানে

---

২১. সর্বোচ্চ ২০০ দিরহাম একজনকে দেয়া যাবে, মানে প্রায় ৩০,০০০ টাকা। আর ন্যূনতম ঐ পরিমাণ দিতে হবে যাতে ঐদিন তাকে আর কারো কাছে হাত পাততে না হয়। আর পছন্দনীয় হল এই পরিমাণ দেয়া যাতে ঐ ব্যক্তি সচ্ছল হয়ে যায়, কারো কাছে চাইতে না হয়। (*হিদায়া* ১ম খণ্ড, ২২৪-২২৫ পৃষ্ঠা)

২২. দরিদ্রদের জন্য অধিকতর লাভজনক যা, তা দিয়ে পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করতে হবে। (*হিদায়া* ১ম খণ্ড, ২০৩ পৃষ্ঠা)

প্রলেতারিয়েতের উন্নতি। প্রলেতারিয়েত যাকাতের এককালীন নগদ অর্থ পুঁজি হিসেবে খাটাবে। প্রলেতারিয়েত হয়ে উঠবে পেটিবুর্জোয়া। তাদের আর্থিক অবস্থা ভালো হবে।

ফলে শ্রমের যোগান কমে আসবে। ফলে মালিকরা বাধ্য হবে পারিশ্রমিক বাড়াতে। মালিকপক্ষের সাথে দরকষাকষির ক্ষমতা বাড়বে। শ্রমিক শোষণ ও বঞ্চনার অবসান হবে। টাকাভিত্তিক সমাজে সামাজিক সম্মানও বেড়ে যাবে প্রলেতারিয়েতের।

- 'কবিতার মত শোনাচ্ছে রে নাহিদ। আবার রক্ত নাচছে'। আরেকটা সিগারেট ধরাল স্বপন।

- কিন্তু দোস্ত, একসময় তো শ্রমিকই পাওয়া যাবে না। তখন কি হবে?

- না দোস্ত, এমন কখনও হবে না। শ্রমিকের বেতন আর সুযোগসুবিধা বাড়বে। মাস শেষে শিওর ইনকাম কেউ ছাড়ে না। তবে জুলুমটা থাকবে না। সস্তায় এদেশ থেকে শ্রম কিনে আমেরিকা-ইউরোপে বুর্জোয়ারা কোটি কোটি ডলার মুনাফা তুলতে পারবে না। এদেরকে সম্মানজনক, এদের দাবিমত বেতন দিয়ে যেতে হবে। ওদের প্রয়োজনেই ওরা বেশি মজুরি দিয়েই প্রলেতারিয়েতকে ধরে রাখবে।

মোটকথা পুঁজিবাদে জুলুমের সাথে পুঁজি বুর্জোয়ামুখী, কমিউনিজমে জুলুমের সাথে পুঁজি স্বৈরাচারী সমিতিমুখী, আর ইসলামেই আমরা পাই ভারসাম্যেও সাথে পুঁজির সমমুখী প্রবাহ। নিখুঁতভাবে।

- প্রথম ১০০ বছরের অর্জন কেমন ছিল এই পদ্ধতির বাস্তবায়নের পর?

- যাকাতের নিয়ম হল, যে এলাকার যাকাত ঐ এলাকাতেই বণ্টন হয়ে যাবে [২৩]।

---

২৩. এক শহর থেকে অন্য শহরে যাকাত স্থানান্তরিত করা মাকরুহ। বরং প্রত্যেক সমাজের সাদাকা তাদের দরিদ্রদের মাঝেই বণ্টন করা হবে। (*হিদায়া*, ১ম খণ্ড, ২২৬ পৃষ্ঠা)

তো ইয়েমেনের গভর্নর মুআয বিন জাবাল (রা.) কেন্দ্রে পাঠিয়ে দিলেন ইয়েমেনের এক-তৃতীয়াংশ যাকাত। খলিফা উমার (রা.) তো মহাখাপ্পা, "তোমাকে কি ট্যাক্স উসুল করতে পাঠিয়েছি? ধনীদের থেকে নিয়ে ওখানেই গরীবদের দিয়ে দাও"। গভর্নর জানালেন, যাকাত নেয়ার কাউকে পেলে আপনাকে আমি কিছুই পাঠাতাম না। দ্বিতীয় বছরে গভর্নর অর্ধেক যাকাত আর পরের বছর ইয়েমেনের পুরো যাকাত মদীনায় পাঠিয়ে দিলেন। জানালেন, যাকাত নেবার মত দরিদ্র লোক ইয়েমেনে নেই[২৪]।

উমার বিন আবদুল আযীয (রহ.) এর আমলেও এমন অবস্থা হয়েছিল। ইমাম বায়হাকী বর্ণনা করেন, তাঁর আমলে যাকাত নেয়ার মত লোক ছিলনা। এটা সমর্থন করেন ইফ্রিকিয়া প্রদেশে (বর্তমান তিউনিসিয়া) তাঁর নিযুক্ত যাকাত আদায়কারী কর্মকর্তা ইয়াহিয়া বিন সাঈদ। তিনি বলেন, আমি যাকাত কালেকশন করলাম কিন্তু দেবার মত কাউকে পেলাম না। পরে ঐ টাকা দিয়ে স্থানীয় দাসদের কিনে মুক্ত করলাম ইসলাম গ্রহণের শর্তে।[২৫]

রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত কালেকশান করে ঐ জায়গায়ই বন্টন করে দেয়া হত। যদি নেয়ার লোক না পাওয়া যেত তবে আরেক প্রদেশে পাঠানো হত যেখানে নেয়ার মত লোক আছে।

- আচ্ছা, প্রলেতারিয়েতের এই মালিকানা নিশ্চিত করা হত কিভাবে?

---

২৪. *আল-আমওয়াল*, ইমাম আবু উবাইদ আল-কাসিম (মৃত্যু ২৩৪ হিঃ), পৃষ্ঠা ৫৯৬ এবং *মুশকিলাত আল-ফিকর* এর সূত্রে ফিকহুল যাকাত, শায়খ ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৪৬

Anecdotal reports from the first 100 years of Islam indicate that Zakat had a huge impact on poverty alleviation. While no figures on Zakat collection during this period exist, narrations from the time of Caliph Umar bin al-Khattab (634-643AD) and Omar bin Abdul Aziz (718-720AD) suggest poverty was eradicated, with rulers in some regions struggling to disperse Zakat proceeds due to the lack of poor and eligible recipients. (http://www.newstatesman.com/blogs/politics/2012/08/muslim-zakat-vision-big-society)

২৫. *ফিকহুল যাকাত*, শায়খ ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪৬

এ তো গেল প্রথম ১০০ বছর। তার ৫০০ বছর পরের একটা ঘটনা বলি। অটোমান আমলের ৭ম খলিফা মুহাম্মদ আল-ফাতিহ রহ. এর সময়। অটোমান আমলে ইসলামের মূল আদর্শ অনেক জায়গাতেই বিলীয়মান। তো এই সুলতানের আমলে এক মুসলমান যাকাতের টাকা দেবার কাউকে পেল না। অগত্যা থলেতে করে চৌরাস্তায় ঝুলিয়ে দিল। লিখে দিল- 'ভাই, আমি অনেক খুঁজে কোন ফকীর পাইনি। তুমি যদি অভাবী হও, নির্দ্বিধায় এটা নিতে পারো'। ৩ মাস ঝুলে ছিল থলিটা।

- সরকারী লোক গিয়ে যাকাত সংগ্রহ করবে। কেউ যদি যাকাত দিতে অস্বীকার করে তবে যুদ্ধ করে তাকে বা তার কওমকে যাকাত দিতে বাধ্য করা হবে [২৬]। নামায ইসলামের সবচেয়ে বড় হুকুম মুসলমান হবার পর। এই নামায আর যাকাত একসাথে উচ্চারণ হয়েছে কুরআনে ৩০ বার [২৭]। আদেশের সিভিয়ারিটি দেখ। যেহেতু এদের উল্লেখ একসাথে, যাকাত না দিলে নামাযও কবুল হবে না [২৮]। আরও বলা আছে, যাকাত না দিলে সম্পদ অপবিত্র থাকে [২৯]। যাকাত দিয়ে মাল পবিত্র করে দাও। ইসলাম মতে, আল্লাহর প্রথম আদেশ হল ঈমান, এরপর নামায, এরপরই যাকাত।

বুঝেছ চান্দু, আমাদের স্বপ্ন ওরা অর্জন করে বসে আছে হাজার বছর আগেই। আর আমরা একবারও ওদের বুঝার চেষ্টা করিনি। সব ধর্মের সাথে ইসলাম নামের এই সংস্কৃতিটাকেও ঝেঁটিয়ে দূরে সরিয়ে রেখেছি।

- 'বুঝলাম। ব্যাপক একটা বিষয়। এতো সুন্দর একটা অর্থব্যবস্থা অ্যাপ্লাই হচ্ছে না কেন?

- অনেক মুসলিম দেশে ইসলামী ব্যাংকিং হচ্ছে। খুব কম। এখন তো সবাই পুঁজিবাদের গোলাম। পুঁজিবাদের স্বার্থবিরোধী কিছু সহজে মার্কেট পাবে না।

---

২৬. *নাসাঈ*, হাদিস নং ২৪৪৩ (iHadith app)

২৭. দেখুন ২:৪৩, ২:৮৩, ২:১১০, ২:১৭৭, ৪:১৬২, ২৪:৫৬, ৫৮:১৩, সূরা মায়েদা : ৫৫, সূরা লুকমান:৪, সূরা তাওবা:১৮, সূরা নামল:৩, সূরা হজ্জ:৪১, সূরা তাওবা : ১১, সূরা বাইয়্যিনাহ:৫ ইত্যাদি আয়াতগুলো।

২৮. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, *আমাদেরকে নামায কায়েম করার এবং যাকাত আদায় করার হুকুম করা হইয়াছে। যে ব্যক্তি যাকাত আদায় করে না, তাহার নামাযও কবুল হয় না।* (*তাবারানী কাবীর* থেকে সহীহ সনদে তারগীব কিতাবে) এবং (*ফাযায়েলে সাদাকাত*, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৮৮)

আরেক হাদিসে এসেছে, *আল্লাহ তাআলা ঐ ব্যক্তির নামায কবুল করেন না যে যাকাত আদায় করে না। আল্লাহ তাআলা যখন নামায ও যাকাতকে একত্রে বলিয়াছেন, তুমি উহাকে পৃথক করিও না।* (*কানযুল উম্মাল*)

২৯. 'যাকাত' এর অর্থই পবিত্র করা, বৃদ্ধি করা। যাকাত মাল থেকে গরীবের পাওনা বের করে দিয়ে অবশিষ্ট মালকে পবিত্র করে দেয়।

'এখন শোন আমার কাহিনী। জানিস তো আমার পড়ার অভ্যাস। আমি অনেকদিন ধরে এসব পড়লাম। সবই নর্মাল লাগছিল। কিন্তু যখন জানলাম। একটা মহান আদর্শ, একটা মিতাচারী জীবনপদ্ধতি, একটা নিখুঁত অর্থব্যবস্থা, একটা সরকারব্যবস্থা যেগুলো এখনো আধুনিক ... এই গোটা একটা সংস্কৃতি যার মুখ থেকে বের হল তিনি হেগেল, ভলতেয়ার, রুশো, কার্লমার্ক্স, ফেড্রেরিক অ্যাঙ্গেলস, জন অ্যাডামস এর মত শিক্ষিত, জ্ঞানীগুণী, দার্শনিক নন। তিনি একজন 'প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাহীন' মেষপালক [৩০]। তখন অনিচ্ছাসত্ত্বেও মেনে নিতে হয় একটা কঠিন সত্য।

এগুলো বলার ক্ষমতা যদি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর না থাকে তবে কে সে? যে কিনা মহাজ্ঞানী, অতীত ভবিষ্যতের খুঁটিনাটি যাঁর নখদর্পণে। সেই মেষপালক পুরো বিষয়টার কৃতিত্ব নিজে না নিয়ে 'আল্লাহ' নামক আরেকজনকে কেন রেফার করে দিলেন। তাহলে তিনি কি আসলেই আছেন? কীভাবে অস্বীকার করি। নিরক্ষর মেষপালকের মুখনিঃসৃত পুরো একটা নিখুঁত সংস্কৃতি জানান দিচ্ছে তাঁর অস্তিত্ব ... জোরগলায়। কীভাবে এড়িয়ে যাই, কতদিন এড়িয়ে থাকব। সে তো আছে।

ভুল করেছি রে বন্ধু। তবে সময় এখনো ফুরিয়ে যায়নি। সে যে বড় দয়াময়।

আযানের শব্দে সম্বিৎ ফিরল স্বপনের। ফজরের আযান। 'ভাই। আমাদের তিনটা কফি দিয়েন তো। সিগারেট জ্বালা স্বপন', তাড়া দেয় রাশেদ।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ...

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ।

একসারি মাসবুক দাঁড়িয়ে নামায পুরা করছে। ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকাল নাহিদ। যারা নামাযে কিছু রাকাত পরে এসে দাঁড়ায় তাদেরকে মাসবুক বলে। দুজন মাসবুক বহু চেনা, বহুদিন ধরে চেনা।

শেষমেশ আবারো সেই পুরনো সাক্ষী, রাবি'র চাঁদমাখা এই রাত।

(আলহামদুলিল্লাহ)

---

৩০. 'প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাহীন' কথাটা অমুসলিমদের বুঝার জন্য লেখা হল। মুসলিমদের আকীদা হল– তিনি পৃথিবীর কারো কাছে লিখতে-পড়তে শেখেননি। এবং তিনি কিছু লিখতেন না বা পড়তেনও না। কিন্তু তিনি ছিলেন মনুষ্যকুলের মাঝে সবচেয়ে জ্ঞানী। স্বয়ং আল্লাহ তাঁকে সর্ব বিষয়ের জ্ঞান দান করেছেন। এবং আমাদের শিক্ষক হিসেবে পাঠিয়েছেন। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

ইসলাম কি আরব সংস্কৃতি?

ক'দিন হল সোহান ইন্টার্নীতে জয়েন করেছে। ওর অন্যান্য বন্ধুদের চেয়ে ২ মাস পর। প্রফেশনাল পরীক্ষার পরে গত চার মাস ও অন্য একটা পরিবেশে ছিল। হঠাৎ ইউনিটে জয়েন করার পর বেচারার একটু মানিয়ে নিতে কষ্টই হচ্ছে বলা যায়। ছেলে-মেয়ে একসাথে প্রাণোচ্ছল পরিবেশে দাড়ি-পাগড়ি-জোব্বা পরা হুজুর পরিবেশের জন্যও অস্বস্তিকর, হুজুরের জন্যও অস্বস্তিকর।

ইউনিটে মেডিকেল অফিসার, অনারারী আর ইন্টার্নদের মাঝে এত সুন্দর সম্পর্ক অন্য ইউনিটে আছে কিনা সন্দেহ। রাউন্ড শেষে সবাই পেশেন্টের ফাইল নিয়ে একসাথে কাজ করছে, আবার এর মাঝে হাসিঠাট্টাও চলছে, আবার মৃদু খানাপিনাও থেমে নেই। শুধু সোহান পারছে না। যতক্ষণ ইউনিটের রুমে থাকে দমবন্ধ লাগে। কোনমতে নিজের কাজগুলো শেষ করেই বেরিয়ে আসে বাইরে। বুক ভরে শ্বাস নেয়। রুমের বাইরে চুপচাপ বসে থাকে।

যেদিন ওদের আন্ডারে রোগী ভর্তি হয় সেদিন ছেলেমেয়ে সবাই একসাথে ক্যান্টিনে দুপুরের খাবারটা সেরে নেয়। আবার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে সন্ধ্যা অবধি। সোহান ঐদিন রোযা রাখে যাতে রোযার অজুহাতে একসাথে না খেতে হয়। 'আদ্দুনইয়া সিজনুল মু'মিন ওয়া জান্নাতুল কাফির'। হ্যাঁ, কারাগারই তো। রাজীবদা খেয়াল করেছেন ব্যাপারটা। উনি মাঝেমধ্যে গল্প করেন সোহানের সাথে রুমের বাইরে।

বেচারা একা একা রুমের বাইরে বসে থাকে। রাজীবদা ইউনিটের সবারই প্রিয় মানুষ। প্রথমত, উনি ভীষণ মিশুক। দ্বিতীয়ত, উনি ইন্টার্নীদের যেকোন বিষয়ে ভীষণ আন্তরিক এবং উনি বুঝানও ভীষণ সুন্দর। রাজীবদা অনারারী মেডিকেল অফিসার হিসেবে ট্রেনিং করছেন। ডাক্তাররা মজা করে বলে অনাহারী মেডিকেল

অফিসার। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত ডিউটি, কখনো সাথে ইভনিং ডিউটি, কখনো নাইট ডিউটি। ৬ মাস। বিনা বেতনে।

মেডিসিন ইউনিট ২, সোহরাওয়ার্দী হাসপাতাল। প্রতিদিনের মত আজো সোহান রুমের বাইরে বসে আছে। আজ ওর দিলখুশ। ওর ধারণাই ছিলো না প্রফেসর মুজিবুর রহমান স্যার ওকে আগেও চিনতেন। স্যার অনেক বড় ডাক্তার। সবচেয়ে বড় কথা অনেক বড় মাপের মানুষ। কোনদিন ব্যস্ততার কারণে অফিস টাইমে রাউন্ড দিতে না পারলেও রাত ১০ টার পর কষ্ট করে এসে নতুন বা ক্রিটিক্যাল রুগীগুলো দেখে যান। শুধু কারিকুলাম শেখানোর জন্য তো অনেকে আছে। কিন্তু মনুষ্যত্ব শেখানোর লোক আরো দরকার। সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে।

রাজীবদা সোহানের পাশে এসে বসেছেন। সোহানের সাথে ওনার সাধারণত ধর্মীয় আলাপই বেশি হয়। সোহান অবাক হয়ে ভাবে একটা লোক ধর্ম, দর্শন, ভূগোল, আইন, ইতিহাস এমনকি তর্কশাস্ত্র পর্যন্ত এতকিছু জানে কিভাবে। কিছু কিছু জানা যায়, এতো কিছু কিভাবে জানা যায়। তাও আবার ডাক্তারি পড়ার পাশাপাশি। সোহান সম্পর্কে ওনার মন্তব্য হল, সোহান এখন 'পিউরিটান ইসলাম' অর্থাৎ সেই ১৪০০ বছর আগের ইসলাম ফলো করছে যা অধিকাংশ মুসলিম করে না।

এমনকি রাজীবদা এটাও মানেন যে হিন্দুশাস্ত্রে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে যে শ্লোকগুলোর কথা আসে, সেগুলোতে আসলেই তাঁকে বুঝানো হয়েছে। ইয়া আল্লাহ, একটা মানুষ তোমাকে পাওয়ার এতো কাছে, বঞ্চিত করো না মালিক।

- দাদা, আমি একটা জিনিস ভেবে পাচ্ছি না। আপনি মানেন যে বেদ-পুরাণে অন্তিম ঋষি, কল্কি অবতার বা নরাশংস [১] নামে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

১. এ বিষয়ে অনেকের লেখা বই আছে। তার মধ্যে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মনে হয়েছে :
ভারতের প্রয়াগ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক ড. বেদপ্রকাশ উপাধ্যায়ের *'নরাশংস অর অন্তিম ঋষি'* এবং *'কল্কি অবতার অর মোহাম্মদ সাহেব'* বই দুটি। ড.অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুবাদ বাংলাদেশে প্রকাশ করেছে ইসলামী সাহিত্য প্রকাশনালয়।
আরেকটি সহজ ভার্সন লিখেছেন বাংলাদেশের সুরেন্দ্রনাথ রায় ওরফে ইসমাঈল হোসেন দিনাজী সাহেব *'বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে আল্লাহ ও মুহাম্মদ'*।

ওয়া সাল্লাম কেই মেনশন করা হয়েছে। তাহলে আপনি মুসলিম হচ্ছেন না কেন?

- সোহান, আসলে আমি এখনো কনফিউজড কিছু বিষয়ে। কল্কি অবতার আসবেন বলা হয়েছে। দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন করবেন। আমিতো দুষ্ট না। আমি একজন শান্তশিষ্ট মানুষ, মানবসেবা করে পুণ্য কামাতে চাই। আমি তো আসলে ওনার পক্ষেরই লোক।

দ্বিতীয়ত, উনি আরব সংস্কৃতিতে এসেছেন। সব সংস্কৃতিই স্রষ্টার তৈরি। আমার নিজ সংস্কৃতি রেখে আরব সংস্কৃতিতে যাওয়ার দরকার নেই। ইসলাম তো আরব কালচারই, না? তুই জানিস কিনা মস্কো ইউনিভার্সিটির এক গবেষণায় এসেছে ইসলাম আসলে আরব জাতীয়তাবাদ।

- আপনার মত মানুষ এমন একটা ভুল কিভাবে করলেন? আপনি মস্কো ইউনিভার্সিটিকে দিয়ে ইসলাম চেনার চেষ্টা করছেন? যেখানে রাশানরা হল ইস্টার্ন অর্থোডক্স। আর ইস্টার্ন অর্থোডক্স চার্চের কেন্দ্র ইস্তাম্বুলের পতন মুসলিমদের হাতে [২]। বাংলাদেশের ইতিহাস আপনাকে বাংলাদেশী বা এই পক্ষের লেখকের থেকেই জানতে হবে, পাকিস্তানীদের থেকে নিলে হবে না। আমি আপনাকে বলছি ইসলাম আরব কালচার না। ইসলাম সম্পূর্ণ ভিন্ন সংস্কৃতি, স্বতন্ত্র জাতীয়তাবাদ। আমি প্রমাণ করে দেব।

- আচ্ছা। তোর কথায় অবশ্য যুক্তি আছে। আচ্ছা বল দেখি।

- একদম শুরু থেকে শুরু করি।

---

২. প্রটেস্ট্যান্ট দল শুরু হবার আগে খৃস্টান সমাজ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল।
. রোমান ক্যাথলিক যাদের কেন্দ্র ছিল ভ্যাটিকান, প্রধান ছিলেন পোপ।
. আর ইস্টার্ন অর্থোডক্স যাদের কেন্দ্র ছিল কন্সট্যান্টিনোপল।

১০৫৪ সালে রাজনৈতিক ইস্যুতে বিভক্তি সৃষ্টি হয়। ১৪৫৩ সালে উসমানী খলীফা মুহাম্মদ আল-ফাতিহ কনস্ট্যান্টিনোপল দখল করে নেন। রাশিয়ান খ্রিস্টানরা এই ইস্টার্ন অর্থোডক্স মতাবলম্বী।

. বিশ্বাস বা ঈমান। ধর্মবিশ্বাস কিন্তু সংস্কৃতির একটা বিরাট ডিটারমাইনার। আরব সংস্কৃতি ছিল পৌত্তলিক সংস্কৃতি। ইসলাম এসেই আরব সংস্কৃতির মূলে কুড়াল চালাল। ৩৬০ টা দেবতার জায়গায় এক আল্লাহর ইবাদত চালু করল ইসলাম। প্যাগানিজমকে কেন্দ্র করে যে সাংস্কৃতিক প্রথা আচরণ গড়ে উঠেছিল সব এক কোপে নামিয়ে দিল।

. পাঁচ ওয়াক্ত নামায আরব সংস্কৃতির পার্ট ছিল না। হিজরতের আগে দিয়ে নামাযের বিধান আসে [৩]।

. দান-খয়রাত থাকলেও যাকাতের মত বাধ্যতামূলক দানের প্রথা আরব কালচারে ছিল না। বাধ্যতামূলক দানের বিধান মূসা নবীর Ten Commandments এ পাওয়া যায়। তবে আরবে পাওয়া যায় না।

. ইহুদী ও খ্রিস্টানরা রোযা রাখত [৪]। সেই হিসেবে ইহুদি-খ্রিস্টানদের আরব অংশটাও রাখত। এটাও আরব কালচারের অংশ না।

- হ্যাঁ, হজ্জ তো আরব কালচার। এটার ব্যাপারে কি বলবি?

- না ভাই হজ্জও আরব কালচার না। শুধু আরব গোত্রগুলোই হজ্জ করত তা নয়। । আদম (আ.) থেকে সমস্ত নবী হজ্জ করেছেন [৫]। তবে ইসলাম পৌত্তলিক হজ্জের স্থলে ইবরাহীমী হজ্জকে রিভাইভ করেছে। আগে কাবায় মূর্তি ছিল, উলংগ হয়ে তাওয়াফ হত। কাবাঘরে ৩৬০ টা মূর্তির সাথে সাথে

---

৩. নামায ফরয হয় মিরাজের রাতে। আর মিরাজ সংঘটিত হয় হিজরতের পূর্বে। (*ইবনে হিশাম* ই.ফা., ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮১)

৪. উপবাস সম্পর্কিত ওল্ড এবং নিউ টেস্টামেন্টের ৪০ টি রেফারেন্স এখানে পাবেন : http://www.biblestudytools.com/topical-verses/bible-verses-about-fasting/

আর কুরআনে তো আল্লাহ নিজেই বলেছেন : "*তোমাদেরকে দেয়া হলো রোযার বিধান যেমন দেয়া হয়েছি তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহকে যাতে তোমরা তাক্বওয়া অর্জন করতে পার*"।(আল বাকারাহ:১৮৩)

৫. বিস্তারিত এখানে https://islamqa.info/en/200581. সব নবীই আরব সংস্কৃতির নন, বিভিন্ন সংস্কৃতির। সামনে আসছে।

যীশু-মেরীর ছবিও ছিল [৬]। বাইবেলেও হজ্জের কথা আছে [৭]। আমি বলতে চাচ্ছি, হজ্জও শুধু আরব কালচার নয়।

তাহলে বুঝা গেল ইসলামের ৫ টা খুঁটির কোনটাই আরব সংস্কৃতি না। ধর্মীয় রেফারেন্স যদি বাদ দিতে চান, শুধু নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে আপনি বড়জোর রোযা আর হজ্জকে সেমিটিক অরিজিন [৮] বলতে পারেন। কিন্তু আরব সংস্কৃতি বলতে পারেন না।

---

৬. *কাবা শরীফের ইতিহাস* ই.ফা., ফিরোজ আহমদ চৌধুরী, পৃষ্ঠা ৭৫ এবং ওয়াকিদী ৮৩৪ সূত্রে মার্টিন লিংগস, '*মহানবীর জীবন আলো*', পৃষ্ঠা ৪৬৬

৭. ***Psalm 84 (1-6)***

How amiable are thy tabernacles, O Lord of hosts!
My soul longeth, yea, even fainteth for the courts of the Lord: my heart and my flesh crieth out for the living God.
Yea, the sparrow hath found an house, and the swallow a nest for herself, where she may lay her young, even thine altars,
O Lord of hosts, my King, and my God.
Blessed are they that dwell in thy house: they will be still praising thee. Selah.
Blessed is the man whose strength is in thee; in whose heart are the ways of them.
Who passing through the **valley of Baca** make it a well;
the rain also filleth the pools.

(ইহুদীরা হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম ও মক্কার সংশ্লিষ্ট সকল চিহ্ন তাদের কিতাব থেকে মুছে ফেলেছিল। কিন্তু ভুলক্রমে **'বাক্কা'** শব্দটি তাদের কিতাবে রয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা কুরআনুল কারীমে সেই **বাক্কা** শব্দটি ব্যবহার করে মক্কাকে চিহ্নিত করে দেয়ার মাধ্যমে ইহুদীদের অপকর্মকে প্রকাশ করে দেন এবং স্বমহিমায় ইবরাহীম ও ইসমাঈল আলাইহিমুস সালাম ও মক্কার সকল স্মৃতিবিজড়িত ঘটনাকে সংরক্ষণ করেন। সুবহানাল্লাহ !

'*নিঃসন্দেহে সর্বপ্রথম ঘর যা মানুষের জন্য নির্ধারিত হয়েছে, সেটাই হচ্ছে এ ঘর, যা* ***বাক্কায়*** *অবস্থিত এবং সারা জাহানের মানুষের জন্য হেদায়েত ও বরকতময়*' (সূরা আলে ইমরান, আয়াত-৯৬)

বাইবেলে হজ্জ সম্পর্কে আরো হিব্রু ব্যাকরণ লেভেলে আলোচনা আছে এখানে :

http://www.virtualmosque.com/personaldvlpt/worship-personaldvlpt/hajj/hajj-in-the-bible/

৮. "নূহ (আ.) এর ৩ ছেলে– হাম (Ham), শাম (Shem), ইয়াফেস (Japheth)। শাম আরবের আদিপুরুষ, হাম হাবশার আদিপুরুষ, আর ইয়াফেস রুমের আদিপুরুষ" আহমদ ও তিরমিযী সূত্রে ইবনে কাছীর (রহ.), *আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়া* ই.ফা., ১ম খণ্ড, ২৬৭ পৃষ্ঠা।

শাম- এর বংশধরদের বলা হয় সেমিটিক। হাদিস ও নৃতত্ত্ব অনুসারে এরা বর্তমান আরব, ইহুদী, গ্রীক ও ইরানীরা।

- আচ্ছা, ইসলাম পোশাক আশাকের মাধ্যমে আরব জাতির বৈশিষ্ট্যকেই তুলে ধরে, তাই নয় কি? জুব্বা-বোরকা জাতীয় পোশাক তো আরবরাই পরিধান করে, তাই না ?

- না দাদা, আরবরাই শুধু পরে না, অনারবরাও পরে।

. ইহুদী র‍্যাবাইদের পোষাক দেখেন, সাথে গোল টুপি [৯];

. চার্চের ফাদারদের পোশাক দেখেন [১০],

. পোপ সাদা গোল টুপি পরেন [১১]।

. ধার্মিক ইহুদীরা লম্বা দাড়ি রাখে [১২]।

. খ্রিষ্টানরা যদিও রাখে না কিন্তু যীশুর ছবি দেখবেন দাড়িওয়ালা, জোব্বা পরা, বাবরি চুল [১৩]।

. চীন-জাপান এদিককার ঐতিহ্যবাহী কিমোনো কিন্তু জোব্বা জাতীয় পোশাক[১৪]।

. অভিজাত রোমানদের পোশাকও লম্বা একই টাইপের [১৫]। এটা কিভাবে আরব কালচার হয়?

আর বোরকার কথা বলছেন? বোরকা কি শুধু আরবরা পরে ?

. খ্রিষ্টান নানদের পোশাক দেখেন [১৬]

---

৯. শোহাম শহরের প্রধান যাজক Rabbi David Stav, চেক প্রজাতন্ত্রের প্রধান যাজক Rabbi Karol Sidon, ইংল্যাণ্ডের প্রধান যাজক Rabbi Ephraim Mirvis সার্চ দিয়ে দেখুন।

১০.church father dress এ জাতীয় কথা লিখে গুগল সার্চ দিন।

১১. জাস্ট Pope Francis লিখে সার্চ দিলেই হবে।

১২. সব ইহুদী পণ্ডিতদের চেহারায় দাড়ি পাবেন। সার্চ দিয়েই দেখুন। আর ওল্ড টেস্টামেন্টেও শেভ করা নিষেধ আছে– They shall not make bald patches on their heads, nor shave off the edges of their beards, nor make any cuts on their body. (Leviticus 21:5 ESV)

১৩. jesus in renaissance art সার্চ দিন।
১৪. Male kimono সার্চ দিন।
১৫. caesar costume সার্চ দিন।
১৬. nun outfit সার্চ দিন।

. আর রেনেসাঁর শিল্পকলাতে মাদার মেরীকে কিভাবে আঁকা হয় [১৭]। হিজাব পরিহিতা।

. আর ফুল বোরকা ধার্মিক ইহুদীরাও পরে [১৮]।

. এমনকি ভারতের রাজস্থানের হিন্দু মেয়েরাও লম্বা ঘোমটা দিয়ে মুখ ঢেকে রাখে [১৯]। বোরকা-হিজাব-নিকাব কোনটাই আরব কালচার না।

. খৎনাও শুধু আরবরা করে না। ইহুদীদেরও খৎনা বাধ্যতামূলক [২০]।

- তাহলে তুই বলছিস, ইসলাম সেমিটিক কালচার রিপ্রেজেন্ট করে।

- না, ইসলাম সেমিটিক কালচারকেও সংস্কার করে। ইসলাম, ইহুদি ও খ্রিষ্টধর্মকে একসাথে বলে আব্রাহামিক ফেইথ, ইবরাহীম (আ.) থেকে উৎসারিত। অরিজিনাল আব্রাহামিক ফেইথ থেকে ইহুদি আর খ্রিষ্টধর্মে যে বিকৃতি প্রবেশ করেছিল, ইসলাম সেটাকে সংশোধন করে। যার কারণে অনেক কিছু মিল পাওয়া যায়।

ইসলামী সংস্কৃতির ভিত্তি হল সেই কালচার যা দিয়ে ইবরাহীম (আ.) কে পাঠানো হয়েছিল– দ্বীনে হানিফ বা মিল্লাতে ইবরাহীম [২১]। এর সাথে আরো

---

১৭. mother mary in renaissance art সার্চ দিন।

১৮. Lev Tahor group, Haredi burqa sect দেখেন।

১৯. http://www.thehindubusinessline.com/opinion/columns/rasheeda-bhagat/the-india-behind-the-ghunghat/article3955679.ece

২০. (আদিপুস্তক ১৭:৯-১৪) বঙ্গানুবাদ http://www.ebanglalibrary.com/banglabible/

৯ এবং ঈশ্বর অব্রাহামকে বললেন, "এখন তোমার দিক থেকে এই চুক্তি হবে এই রকম। তুমি এবং তোমার উত্তরপুরুষগণ আমার চুক্তি মান্য করবে।

১০ এটাই চুক্তি যা তুমি মেনে চলবে। তোমার ও আমার মধ্যে এটাই হল চুক্তি। তোমার উত্তরপুরুষগণের জন্যেও এটাই চুক্তি। যত পুত্র সন্তান হবে প্রত্যেককে সুন্নত করতে হবে।

১১ তোমার আর আমার মধ্যে চুক্তি যে তুমি মেনে চলবে, এই সুন্নত হবে তার প্রমাণস্বরূপ।

১২ শিশু পুত্রের বয়স আট দিন হলে এই সুন্নত সম্পন্ন করবে। তোমার পরিবারে যত ছেলের এবং তোমার দাসদের মধ্যে যত ছেলের জন্ম হবে, তোমার বংশধর নয় এমন বিদেশীদের কাছ থেকে তোমার অর্থ দিয়ে তুমি যে দাসদের কিনেছিলে তাদের যে ছেলেরা জন্মাবে, সকলের অবশ্যই সুন্নত করা হবে।

১৩ সুতরাং তোমার জাতির প্রত্যেক শিশু পুত্রকে সুন্নত করা হবে। তোমার পরিবারের অথবা ক্রীতদাসের সব পুত্রদের এভাবে সুন্নত করা হবে।

১৪ অব্রাহাম, তোমার ও আমার মধ্যে এটাই চুক্তি: সুন্নত করা হয়নি এমন কোন পুরুষ থাকলে সে হবে তার নিজের লোকেদের স্বজাতির থেকে বিচ্ছিন্ন। কারণ সে ব্যক্তি আমার চুক্তি ভঙ্গকারী।"

২১. সূরা হজ্জ : ৭৮ এবং সূরা আনআম : ১৬১ এর তরজমা ও তাফসীর দ্রষ্টব্য।

কিছু যুগোপযোগী চূড়ান্ত পরিবর্তন করে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে পাঠানো হয়েছে।

- বুঝলাম। কিন্তু একটা প্রশ্ন রয়ে গেল। কুরআনে যে সকল ঘটনা উদাহরণ হিসেবে উলেখ করা আছে, তার সব গুলোই আরবীয়। মধ্যপ্রাচ্য থেকে বড় জোর পূর্ব আফ্রিকা পর্যন্ত এই পরিধি। অথচ কুরআন বিশ্ব মানবের। তাহলে উচিত ছিল না কি কুরআনে অন্য জাতি গোষ্ঠীর অন্য সভ্যতাগুলোর কথা থাকা , কেবল আরব জাতির নয় ? অন্য সভ্যতাগুলো কি এই পৃথিবীতে ভাল ভাল অবদান রেখে যায় নি ?

- দারুণ পয়েন্ট দাদা। এই বিষয়ে আলোচনাটা একটু বিস্তারিত। আরেকটা সিটিং লাগবে [২২]।

আপাতত শুধু এটুকু বলি, এখন না হয় আরব দেশগুলোর ভাষা আরবি। বর্তমান আরব বিশ্ব কিন্তু নবীজীর সময় কিন্তু আরব বা আরবী ভাষাভাষী ছিলনা। মিশরে তখন কপটিক ভাষা, ফিলিস্তিনে হিব্রু আর সিরিয়ায় ছিল আরামায়িক ভাষা [২৩]। ইরাক তো মেসোপটেমিয়ান সভ্যতায়, ভাষা ছিল জেন্দ ভাষা এবং প্রাচীন ফার্সি।

. ২৫ জন নবীর মধ্যে শুধু সালিহ (আ.), হুদ (আ.), শুয়াইব (আ.) এবং আমাদের নবী হলেন আরব [২৪]। বাকী সবাই অনারব।

. ইয়াকুব, ইউসুফ, দাউদ, সুলাইমান, হিযকীল, ইয়াসা, শামুয়েল, দানিয়েল, উযায়ের, যাকারিয়া, ইয়াহইয়া, মূসা, হারুন, ঈসা আলাইহিমুস সালাম– এতজন নবী 'আরবদের শত্রুভাবাপন্ন' বনী ইসরাঈল বংশের হিব্রু সভ্যতার [২৫]। কুরআন ভর্তি শত্রুপক্ষের গুণগান।

---

২২. আরেকটা গল্প আসছে এ বিষয়ে ইনশাআল্লাহ।

২৩. ভাষার নাম লিখে সার্চ দিন। পেয়ে যাবেন।

২৪. সহীহ ইবনে হিব্বান সূত্রে *আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়া* ই.ফা., ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৭৫

২৫. (Genesis 32:28) 28 And he said unto him: 'What is thy name?' And he said: 'Yaakov'. 29 And he said: 'Thy name shall be called no more Yaakov, but **Israel**; for thou hast striven with God and with men, and hast prevailed.'

. আবার যেমন ইবরাহীম (আ.) ও তাঁর ভাতিজা লুত (আ.) মেসোপটেমিয়ান সভ্যতার ক্যালডীয় অংশের চরিত্র। তাঁরা সপরিবারে ক্যালডীয় রাজধানী 'উর' শহর থেকে মাইগ্রেট করে ফিলিস্তিন এলাকায় আসেন [২৬]।

. ইউনুস (আ.)ও মেসোপটেমিয়ান সভ্যতার নিনেভে শহরের অধিবাসী [২৭]।
. মূসা ও হারুন (আ.) এর কাহিনী ইজিপশিয়ান সভ্যতার লুক্সর শহরের [২৮]।
. আইয়ুব (আ.) রোম শহরের [২৯],
. ইলিয়াস (আ.) কানানাইট বা ফিনিশীয় সভ্যতার মানুষ [৩০]।
. আসহাবে কাহ্ফের ঘটনা পূর্ব রোমান সভ্যতার Ephesus শহরের [৩১],
. লোকমান হাকীম ছিলেন সাবসাহারান নুবিয়ান সভ্যতার লোক [৩২]।

খ্রিস্টানদের বাইবেলে Yaakov এর স্থলে Jacob আছে।

ইয়াকুব বিন ইসহাক বিন ইবরাহীম (আ.) এর আরেক নাম ছিল ইসরাঈল। ইয়াকুব (আ.) এর ১২ ছেলের বংশকে একসাথে বলা হয় বনী ইসরাঈল।

আর আরবরা হল ইসমাঈল বিন ইবরাহীমের বংশধর। বনী ইসরাঈল আশা করছিল যেহেতু তারা শ্রেষ্ঠ তাই শেষ নবী তাদের মাঝেই আসবে। এই নিয়ে শত্রুতা।

২৬. *আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়া* ই.ফা., ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩২১
ইবরাহীম (আ.) কালদান বা বাবেল শহরে আসেন।
কালদানী- ক্যালডীয় সভ্যতা
কাশদানী জাতির ভূখণ্ড- উর কাশদীম (Ur Kaśdim) শহর যার অর্থ Ur of the Chaldees মানে কাশদানী জাতি হল ক্যালডীয় জাতি।
বাবেল- ব্যাবিলন; কানানীয়দের ভূমি- ফিলিস্তিন

২৭. *আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়া* ই.ফা., ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫১৩
নিনোভা, নিনওয়া, নিনেভে (Nineveh) একই শহর।

২৮. http://www.ancientegyptonline.co.uk/exodus.html

২৯. *আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়া* ই.ফা., ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৯২

৩০. *আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়া* ই.ফা., ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭৩৯
ইলিয়াস (আ.) আসেন বালাবাক শহরের লোকদের নিকট। বালাবাক শহর- Baalbek is an ancient Phoenician city located in what is now modern day Lebanon.
(Ancient history encyclopaedia, http://www.ancient.eu/Baalbek/)

৩১. *তাফসীরে মাজেদী*, সূরা কাহাফের ৯ নং আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য।

৩২. *আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়া* ই.ফা., ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৪৪

তাহলে প্রশ্নটা ধোপে টিকল না যে কুরআনে শুধু আরবের কাহিনী। বরং আরবের বাইরের ঘটনাই বেশি।

- ওহ হো, এগুলো তো আমি জানি। কিন্তু কো-রিলেট করতে পারছিলাম না।

- আমি যেটা বলতে চাচ্ছি...

- 'সেটা হল', কথা কেড়েই নিলেন রাজীবদা।'ইসলাম আসলে আরব সংস্কৃতি রিপ্রেজেন্ট করে না, তাই তো?'

- জ্বি, ইসলাম নিজেই একটা সংস্কৃতি, একটা জাতীয়তাবাদ।

ইসলাম শ্রেণী অ্যালাউ করে, শ্রেণিবৈষম্য অ্যালাউ করে না।

গোত্র-সংস্কৃতি-ভাষা অ্যালাউ করে, কিন্তু গোত্রপ্রীতি, আমরাই শ্রেষ্ঠ, হিটলারী নাৎসী আর্যত্ব, সাদা-কালো বর্ণবাদ এসব নাক উঁচা ভাব অ্যালাউ করে না।

কুরআন কীভাবে সব সংস্কৃতিকে স্বীকার করছে দেখেন :

> *হে মানুষ, আমি তোমাদেরকে এক জোড়া মানুষ থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি-গোত্রে বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পারো।*

কিন্তু আবার বলে দিচ্ছে, ঠিক আছে তোমাদের গোত্রে গোত্রে আমি ভাগ করেছি কিন্তু শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারণের ভিত্তি এগুলো না। তোমাদের শ্রেষ্ঠত্ব আমি বিচার করব আদর্শের প্রতি ডেডিকেশনের ভিত্তিতে, তাকওয়া [৩৩]।

- ভালো বলেছিস।

- তবে হ্যাঁ, ইসলাম সাংস্কৃতিক উগ্রতা মিটিয়ে সব সংস্কৃতিকে আপন করে নিতে পারে। এক সূতায় গেঁথে দিতে পারে। ইসলামের লক্ষ্যই হল হাবশার নিগ্রো বেলাল, পারস্যের আর্য সালমান, রোমের ককেশীয় সুহাইব, কুরাইশের আরব আবু সুফিয়ান, ভারতের দ্রাবিড় তাজউদ্দিন [৩৪] আর বনী ইসরাঈলের হিব্রু

নূবীয়- নুবিয়ান সভ্যতা (উত্তর সুদান ও দক্ষিণ মিশর এলাকা)

৩৩. সূরা হুজুরাত ৪৯/১৩

৩৪. ভারতের বর্তমান কেরালা প্রদেশের মালাবার অঞ্চলের 'কোডুঙ্গোলর' এলাকায় ২৬ বছর সম্রাট ছিলেন রাজা চেরামান পেরুমল। তাঁর উপাধি 'চক্রবতী ফারমাস'। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

আবদুল্লাহ বিন সালাম– সবাই এক প্লেটে খাবে, এক কাতারে কাঁধ মিলিয়ে নামায পড়বে। রাদ্বিয়ালাহু আনহুম আজমাঈন। সবাই এক উম্মাহ। এর কথা হল Unite and Obey, আর Divide and Rule হল শয়তানি পদ্ধতি।

- ওয়াও।

- কিন্তু শর্ত আছে। সেটা হল, ইসলামের বেসিক আদর্শের বিরোধী কিছু যদি আপনার সংস্কৃতিতে থাকে সেটা বাদ দিয়ে।

- সেটা কী রকম?

সাল্লাম-এর চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হবার মুজেযা তিনি ভারত থেকে স্বচক্ষে অবলোকন করেন। মালাবারে আগত আরব বণিকদের থেকে তিনি নবীজীর খবর পান এবং মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। হিজরতের পূর্বে সম্ভবত ৬১৯-৬২০ খৃষ্টাব্দে প্রিয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর সাথে তাঁর দেখা হয়। সেখানেই তিনি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে ইসলাম গ্রহণ করেন। আবু বাকর (রা.) সহ আরও কয়েকজন সাহাবীর উপস্থিতিতে স্বয়ং আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নাম রাখে 'তাজউদ্দীন'।

রাজা চেরামান পেরুমল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর জন্য উপঢৌকন হিসেবে দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত আচার নিয়ে গিয়েছিলেন। ভারতীয় এক বাদশাহ কর্তৃক আদার সংমিশ্রণে তৈরী সেই আচার সংক্রান্ত একটা হাদিসও আমরা দেখতে পাই, প্রখ্যাত সাহাবী আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে হাদিসটি। হাদীস সঙ্কলনকারী হাকিম (রহ.) তার 'মুস্তাদরাক' নামক কিতাবে হাদীসটি সঙ্কলন করেছেন। হাদীসের বর্ণনাকারী সাহাবী হযরত আবু সাঈদ আল খুদরী (রা.), চেরামান পেরুমল (রা.) কে 'মালিকুল হিন্দ' তথা 'ভারতীয় মহারাজ' বলে সম্বোধন করেন :

"ভারতীয় মহারাজ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য এক বয়াম আচার নিয়ে আসলেন যার মধ্যে আদার টুকরা ছিল। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই টুকরাগুলো তাঁর সাহাবীদের ভাগ করে দিলেন। আমিও খাবার জন্য একটি টুকরা ভাগে পেয়েছিলাম"।

তিনি সেখানে প্রায় সাড়ে চার থেকে পাঁচ বৎসর অবস্থান করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর নির্দেশে ভারতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। কিন্তু পথিমধ্যে দক্ষিণপূর্ব আরবের এক বন্দরে (বর্তমান ওমানের সালালা শহর) অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং সেখানেই মৃত্যু বরণ করেন। আজও তার কবর রয়েছে ওমানের সালালা শহরে।

তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন ই.ফা.,৮ম খণ্ড, সূরা ক্বামারের তাফসীরে '*তারীখে ফিরিশতা*' কিতাবের বরাতে এই ঘটনা উল্লেখ আছে।

(*আল-ইসাবাহ*, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৭৯ এবং *লিসানুল মীযান* যাহাবীর, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১০ এ 'সারবানাক' নামে ওনার বর্ণনা আছে। এই নামেই তাঁকে আরবরা চিনত)

- প্রথমে আরবভূমির সংস্কৃতিকে ইসলাম কীভাবে সংস্কার করছে দেখুন। আরব উপদ্বীপে কোন সভ্যতা গড়ে ওঠেনি ইসলাম আসার আগে। ইসলাম আরবের পুরো কালচারটাকে, জীবনযাত্রাকে এমনভাবে বদলে দিল যে ইসলামী সভ্যতা গড়ে উঠলো বিশাল এলাকা জুড়ে।

. আরবে প্রথাগত কন্যাশিশু হত্যা নিষেধ করেছে,

. প্রচলিত নারী নিগ্রহের স্থানে নারীর সম্পদে উত্তরাধিকার নিশ্চিত করেছে, সাক্ষ্য দেয়ার অধিকার দিয়েছে,

. সৎমাকে বিয়ে করার রীতি বন্ধ করেছে,

. স্ত্রী তালাককে ছেলেখেলা বানিয়ে নারীদের কষ্ট দেয়া বন্ধ করেছে,

. নিজ মায়ের সাথে তুলনা করে স্ত্রী তালাকের প্রক্রিয়াকে স্থগিত করেছে।

. কুরআন বলছে, তোমরা জাহেল যুগের নারীদের মত সৌন্দর্য প্রকাশ করে বাইরে যেও না। নারীদেহের প্রদর্শনী নারীত্বের অপমান।

মোটকথা আরব সংস্কৃতিতে নারীর অবস্থানকে সুসংহত করেছে[৩৫]।

- আচ্ছা?

- এরপর অর্থনীতিতে আসেন।

. দাসদাসীপ্রথাকে সীমাবদ্ধ করে দাসমুক্তির প্রচুর সুযোগ তৈরি করে দাসপ্রথাকে মানবিক রূপ দিয়েছে[৩৬]। ঋণশোধে অপারগ, জুয়ার বাজি শোধে অপারগ হয়ে দাস হওয়ার সিস্টেম লুপ্ত করেছে।

. আরব সংস্কৃতিতে প্রচলিত সুদ, মজুতদারি, লটারী, জুয়া, ভাগ্যনির্ধারক তীর যেসব জিনিস সম্পদকে কেন্দ্রীভূত করে সেসবকে নিষেধ করেছে।

. আর যাকাত, সাদাকার বিধান দ্বারা সম্পদের বিকেন্দ্রীকরণ ও সুষম বণ্টন নিশ্চিত করে ধনী-গরীবের সম্পদের পার্থক্য হ্রাস করেছে।

- মানে সংস্কৃতির অর্থনৈতিক নিয়ামক পরিবর্তন করেছে।

---

৩৫. সামনে নারীর অধিকার বিষয়ক বিভিন্ন গল্পে বিস্তারিত থাকবে ইনশাআল্লাহ।

৩৬. 'দাসপ্রথা' বিষয়ক গল্পটি দেখুন।

- জ্বি, খাদ্যাভ্যাসের দিকে আসেন।

. রক্তপান, মৃতজন্তু ভক্ষণ, দেবতার নামে বলির মাংস, মদ নিষেধ করেছে।

. জীবন্ত দুম্বার পাছার গোশত কাটার মত বর্বর কালচার লুপ্ত করেছে।

. দম আটকে, বাড়ি দিয়ে, উঁচু থেকে ফেলে পশুহত্যার সিস্টেম বন্ধ করেছে।

সামাজিকতার ক্ষেত্রে,

. বিবাহে অধিক খরচ করা,

. মৃতের জন্য সুর করে উচ্চৈস্বরে বিলাপ,

. বিভিন্ন নামে পশু ছেড়ে দেয়া ও এগুলোর দ্বারা কল্যাণ কামনা করা [৩৭],

. বৃষ্টির জন্য জীবন্ত উটের লেজে আগুন দেয়া [৩৮] এসব প্রথা বিলুপ্ত করে দিয়েছে।

. বংশ পরম্পরায় হানাহানির ওসীয়ত করা, উগ্র জাতীয়তাবাদ ও গোত্রপ্রীতি এসব মূল্যবোধগত সমস্যার সমাপ্তি ঘোষণা করেছে ইসলাম।

- তার মানে পুরো আরব সংস্কৃতিই রিপ্লেস হয়ে গেল। এল নতুন সংস্কৃতি, ইসলাম। মানে কালচারে যদি কোন বর্বরতা, নির্মমতা, নিগ্রহ, অপচয়, মানবতাবিরোধী, অসমতার উপাদান থাকে তা সংশোধন করবে ইসলাম।

- একদম তাই। দুটো ঘটনা থেকে বিষয়টা আরো ক্লিয়ার হবে।

আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত: “*রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন (মদীনায়) আসলেন, তখন তাদের দুটো উৎসবের দিন ছিল। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘এ দুটো দিনের তাৎপর্য কি?’ তারা বলল, ‘জাহিলিয়াতের যুগে আমরা এ দুটো দিনে উৎসব করতাম।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘এ দিনগুলোর*

---

৩৭. বাহীরাহ, সাইবাহ, ওয়াসীলাহ, হামী ইত্যাদি নামে উট ছেড়ে দেবার রীতি ছিল। কুরআনে (৫/১০৩, ৬/১৩৯,৬/১৪৩-১৪৪) ইসলাম এই সংস্কৃতি নিষেধ করে দেয়। (*সীরাতে ইবনে হিশাম* ই.ফা., ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০৮)

৩৮. *কাবা শরীফের ইতিহাস* ই.ফা., ফিরোজ আহমদ চৌধুরী, পৃষ্ঠা ৫

পরিবর্তে আল্লাহ তোমাদের উত্তম কিছু দিন দিয়েছেন: কুরবানীর ঈদ ও রোযার ঈদ[৩৯]*।"*

শুধু সেকুলার দৃষ্টি দিয়ে দেখলেও দেখবেন দুটো 'অহেতুক লোকদেখানো অপচয়বহুল পার্বণ' বাদ দেয়া হল। আর দুটো উৎসব দেয়া হল যেখানে দান, স্বাস্থ্যগত ও আধ্যাত্মিক উন্নতি আর একটাতে ত্যাগ ও গরীবদের গোশত বিলানো। দুটো উৎসবেরই তীব্র সামাজিক ও অর্থনৈতিক ফলাফল আছে। আগের দুটো ছিল খামোখা।

- ঠিক আছে।

- আরেকটা ঘটনা। মিশরীয় সংস্কৃতির 'বোনাহ' মাস। মিশরীয়রা এসে গভর্নর আমর ইবনুল আস (রা.) কে বলল, আমাদের ইকোনমি নির্ভর করে নীলনদের উপর, নদ এখন শুকনো। প্রতি বছর চলতি মাসের ১২ তারিখে আমরা একটি যুবতী মেয়েকে সাজিয়ে গুজিয়ে নীলনদে বিসর্জন দেই। এরপর নদ স্বাভাবিকভাবে প্রবাহিত হয়। গভর্নর বললেন: ইসলাম সব কুসংস্কারকে বাতিল করার জন্য এসেছে। তারা বোনাহ, উবাইব, মুসরী– এই ৩ মাস অপেক্ষা করল। নদীর প্রবাহ ঠিক হলনা, দুর্ভিক্ষ শুরু হয়ে গেল।

খলিফা উমার (রা.) জানতে পেরে চিঠি লিখলেন আর বলে দিলেন এই চিঠিটা নীলনদে ফেলে দাও। ওতে লেখা ছিল– *'হে নীলনদ, যদি তুমি নিজের* ক্ষমতায় *নিজের ইচ্ছেমত প্রবাহিত* হও *তবে শোন, তোমাকে* আমাদের *দরকার নেই। আর যদি আল্লাহর ইচ্ছায় প্রবাহিত* হও *এবং তাঁর প্রদত্ত* ক্ষমতায় *প্রবাহিত* হও, *তবে আমরা আল্লাহরই কাছে দুআ করছি, তিনি যেন তোমাকে প্রবাহিত হওয়ার তৌফিক দেন'*।

বর্ণনাকারী বলেন, পরদিন থেকে ১৬ হাত উপর দিয়ে পানি চলা শুরু হল। দেখেছেন দাদা, মিশরীয় সংস্কৃতির কুসংস্কার, বর্বরতা এবং প্রকৃতিপূজা ইসলাম কিভাবে ঠিক করল[৪০]।

---

৩৯. *সুনানে আবু দাউদ*, হাদীস ১১৩৪

৪০. *আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়া*, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮৭

- মানে হল, ইসলাম যেকোন সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসবে সেটাতে ইসলামের মৌলিক নীতিবিরুদ্ধ সাংস্কৃতিক উপাদান রহিত হবে।

- ঠিক তাই। যেমন বাঙালি সংস্কৃতিতে আসেন। এ অঞ্চলের মানুষের যে ধর্মবিশ্বাস এ অঞ্চলের সংস্কৃতি গঠন করেছে তা হল আর্যদের ভারতীয় অংশের [৪১] ধর্মাচার– প্রাকৃতিক শক্তিগুলোকে মনুষ্যরূপ দিয়ে তার উপাসনা। ফলে ইসলাম বাঙালি সংস্কৃতিকে অস্বীকার করবে না ঠিক। কিন্তু শিরকী উপাদানগুলোকে ঝেড়ে ফেলবে।

পয়লা বৈশাখে হালখাতা করে বাকীর টাকা উসুল করেন, মেহমানদারি করেন– সমস্যা নাই। নবান্নের উৎসব করেন, এলাকার লোককে নতুন ফসল দিয়ে পিঠা বানিয়ে খাওয়ান, খুবই ভালো কথা। কিন্তু নতুন বছরের সূর্যকে পূজা করে বরণ করা, উৎসবকে অপচয়ের ও নারী নিগ্রহের উপলক্ষ বানানো, প্রকৃতিপূজারীর মত কোন ঋতু বা কিছুর কাছে মঙ্গল প্রার্থনা করা এগুলোর কোন স্থান নেই। মোটকথা ইসলাম নিজেই এমন একটা সংস্কৃতি যা সব সংস্কৃতির সংস্কারক, এমনকি আরব সংস্কৃতিরও।

- আচ্ছা, ইসলাম সব সংস্কৃতির সংস্কারক, আরব সংস্কৃতিরও, বাঙালি সংস্কৃতিরও। ভালো বলেছিস।

- আর আরব জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে আরব সাম্রাজ্য কায়েম করা ইসলামের উদ্দেশ্য না। বা সমস্ত জাতিকে আরব বানানোটাও ইসলামের উদ্দেশ্য না। ইসলামের উদ্দেশ্য খুব ক্লিয়ার। অন্য সব কিছুর দাসত্ব থেকে মানব জাতিকে বের করে আল্লাহর দাসত্বে আনা। কারণ সব বঞ্চনা-অবিচার-অনাচারের মূল উৎস হল স্রষ্টার গোলামির স্থানে সৃষ্টির গোলামি করা।

- একটু ক্লিয়ার কর।

---

৪১. আর্যদের বিভিন্ন শাখার মধ্যে একটি হল ইন্দো-ইরানীয় শাখা। এর আবার দুটি উপশাখা ভারতীয় আর্য ও ইরানী আর্য। এজন্যই সংস্কৃত আর জেন্দ ভাষার মধ্যে অনেক মিল। ইরানী আর্যরা ছিল প্রকৃতিপূজারী। আর ভারতীয় আর্যরা প্রকৃতির শক্তিগুলোকে মানবরূপে পূজারী মানে মূর্তিপূজারী। http://www.ancient.eu/Aryan/

- বড় আলোচনা। আরেক দিন হবে [৪২]। আজ শুধু এটুকু বলি, মানুষ যখন টাকার দাস হয় তখন সুদ, ঘুষ, ভেজাল দেয়া, ফর্মালিন দেয়া, ছিনতাই, ভূমিদখল সব অপরাধ জন্ম নেয়। কারণ সে টাকার দাস। যেকোন উপায়ে সে টাকা কামাবে। বড়ভাইকে হত্যা করে হলেও সে টাকার প্রয়োজন মিটাবে। আর বিপরীতে যে আল্লাহর দাস, সে আল্লাহর সন্তুষ্টির সাথে টাকা কামাবে। আগে আল্লাহর সন্তুষ্টিকে পুরা করবে। পুরো সমাজ এর উপর এসে গেলে ঘটবে অর্থনৈতিক মুক্তি। এভাবে যেকোন সেক্টরেই আল্লাহর গোলামি ভুলে গেলে কেউ হবে জালিম, আর কেউ হবে ভিকটিম, মজলুম।

- বুঝলাম।

- এজন্যই সংস্কৃতির কোন উপাদান যদি এমন থাকে যেটাতে কেউ ভিকটিম হওয়ার সুযোগ আছে, বা আল্লাহর দাসত্ব ছেড়ে অন্য কারো দাসত্ব প্রকাশের অবকাশ আছে সেটাকে ইসলাম বাদ দিবে।

রাসূলের জমানাতেও প্রতি গোত্রের আলাদা পতাকা ছিল [৪৩]। গোত্রে গোত্রে শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিযোগিতা বা হানাহানির সংস্কৃতি লোপ করে ইসলামী সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা হল। এখন থেকে গোত্র থাকবে। কিন্তু প্রতিযোগিতাটা হবে কোন গোত্র আল্লাহর জন্য, ইসলামের জন্য কত আত্মত্যাগ করতে পারে।

- যেহেতু ইসলাম সব মানুষের জন্য এজন্য বিভিন্ন সাংস্কৃতিক জাতিগোষ্ঠীর মানুষ যাতে এই সংস্কৃতিতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে এজন্য ইসলাম সহজ পন্থা অবলম্বন করেছে। ইসলাম শুধু কিছু 'ডুজ অ্যান্ড ডোন্টস' মানে করণীয় এবং বর্জনীয় বলে দেয়। এই সীমারেখার মধ্যে সবকিছু ইসলাম অ্যালাউ করে সেটা যে সংস্কৃতিই হোক।

যেমন ধরেন পুরুষের পোশাকের ক্ষেত্রে কয়েকটা কথা ইসলাম বলেছে,

---

৪২. নতুন গল্প হবে নাকি আরেকটা?

৪৩. মক্কা বিজয়ের সময় প্রত্যেক মুসলিম গোত্র নিজ নিজ পতাকা নিয়ে মক্কার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। আর আবু সুফিয়ান আর আব্বাস (রা.) দাঁড়িয়ে দেখছিলেন। আব্বাস (রা.) এর নিজ জবানে, "*একের পর এক গোত্র তাহাদের নিজ নিজ ঝাণ্ডা হাতে সরু পথ ধরিয়া অতিক্রম করিতে লাগিল*"। হায়াতুস সাহাবাহ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৬০-২৮২, তাবারানীর সূত্রে।

. ঢিলেঢালা যাতে ফিগার বুঝা যাবে না,
. পাতলা হবে না যাতে সব দেখা যায়,
. টাখনু খোলা থাকবে,
. সতর ঢাকা থাকবে,
. মহিলাদের মত পোশাক হবে না আর
. অমুসলিমদের বেশ ধারণ করা যাবে না।

এই কয়েকটা শর্ত থাকলেই আমি যেকোন সংস্কৃতির পোশাক পরতে পারব। এভাবে প্রত্যেকটা বিষয়েই। একারণেই বলা হয় ইসলাম সব যুগের সব কালের সমাধান নিয়ে এসেছে।

- এখানে কিন্তু একটা প্রশ্ন খুব আসে সোহান, আমি কি আগে মুসলিম নাকি আগে বাঙালি ?

- জ্বি ভাই, সব বাঙালি মুসলমানই এই সংশয়ে ভোগে। এই প্রশ্নটা তখনই আসে যখন কোন একটা বিষয়ে ইসলামী কালচার আর বাঙালি কালচারে সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষ ছাড়া এই প্রশ্ন কখনোই আসবে না। আপনার কি মনে হয়। সাংঘর্ষিক বিষয়ে একজন বাঙালি মুসলমানের কি করা উচিত?

- যে বাঙালি মুসলিম, ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক বাঙালি সংস্কৃতির সব উপাদান সে প্রত্যাখ্যান করবে। আর ইসলামের অনুকূল উপাদান সে সযত্নে লালন করবে।

কারণ ঐ একটা কাজ যেটা নিয়ে ইসলাম আর বাঙালি কালচারের দ্বন্দ্ব, সেটা ছেড়ে দিলেও সে তো আর ইংরেজ হয়ে যাচ্ছে না, সে বাঙালিই থাকছে। কিন্তু ঐ কাজটা করে ফেললে সে তো ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। তাই সাংঘর্ষিক বিষয়ে সে ইসলামকেই প্রাধান্য দেবে।

আর যে ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক অংশগুলোতে ইসলামকে ছেড়ে দিল, সে তো ইসলামী সংস্কৃতিই অস্বীকার করল। সুতরাং তার ক্ষেত্রে এই প্রশ্নই অবান্তর যে সে মুসলিম না বাঙালি।

- ঠিক বলেছেন দাদা। আফসোস, আপনি অমুসলিম হয়ে যেটা বুঝলেন, আমরা মুসলমানের সন্তান হয়ে এই কথাটাই বুঝি না।

এখানে ইসলাম 'ধর্মের' সাথে বাঙালি সংস্কৃতির সংঘাত নায়। এখানে ইসলামী 'সংস্কৃতির' সাথে বাঙালি সংস্কৃতির সংঘাত।

দুনিয়াতে বাঙালি আর পরকালে মুসলিম হওয়ার সুযোগ নেই। কারণটা সেই একই কথা, ইসলাম ধর্ম নয়, ইসলাম সংস্কৃতি। যে নিজের সংস্কৃতিকে, নিজের খায়েশকে ইসলামের কাছে সমর্পণ করল সেই মুসলিম। আরবি নাম হলেই মুসলিম, ইসলাম এতো মোয়া নয়। কুরআন বলছে,

> *"যারা তাদের দ্বীনকে (পৃথিবীতে) খেল-তামাশার বস্তু বানিয়ে রেখেছিলো এবং পার্থিব জীবন তাদেরকে প্রতারিত করে রেখেছিলো। সুতরাং আজ (আখেরাতে) আমি তাদেরকে ভুলে যাবো, যেরকম তারা ভুলে গিয়েছিলো তাদের এইদিনের সাক্ষাতকে..."* [৪৪]

- এখন বুঝলাম সবকিছুতে ইসলামের সাথেই কেন সবার লাগে। হিন্দুধর্ম বা খ্রিষ্টধর্মের সাথে তো লাগে না। কারণ এগুলো শুধু ধর্ম। মনে বিশ্বাস কর আর সপ্তাহে-মাসে একটু হাজিরা দাও। কিন্তু ইসলাম তো এমন না।

- ইসলাম একটা সংস্কৃতি, একটা কমপ্লিট জীবনব্যবস্থা বলেই–
  . দেশজ চিরায়ত প্যাগান সংস্কৃতির সাথে,
  . ব্রিটিশ সেকুলার আইনের সাথে,
  . পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার সাথে ইসলামের সংঘাত।

  একথাটাই আজ সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান বুঝে না। কারণ আমাদের শেখানো হয়েছে ইসলাম জাস্ট ব্যক্তিগত পর্যায়ের একটা ধর্ম।

- আজ অনেক কিছু নতুন করে জানলাম রে সোহান। ধন্যবাদ। আরবিতে কি যেন বলিস? জাযাকাল্লাহু খাইর। মানে কি?

---

৪৪. কুরআন ৭:৫১

- মানে হল , আল্লাহ আপনাকে এর উত্তম বদলা দিন।

আর দাদা, আমি আপনাকে ইসলাম 'ধর্মের' দিকে না; ইসলাম 'সংস্কৃতির' দিকে, 'জীবনব্যবস্থা' ইসলামের দিকে, 'দ্বীন' ইসলামের দিকে দাওয়াত দিচ্ছি। যেটা আমরা ৯৫% মুসলিম মানি না।

আর আপনার কাছে সব মুসলিমের পক্ষে মাফ চাচ্ছি যে, আপনাকে আমরা 'দ্বীন ইসলাম', 'লাইফস্টাইল ইসলাম' দেখাতে পারলাম না। ক্ষমা করে দিবেন সব মুসলিমকে আপনি, আপনারা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে রাজীবদা ইউনিটের রুমে ঢুকে যান।

সোহান একটা বেসিন খুঁজছে। চোখে মুখে পানির ঝাপটা দিতে হবে। বুকটা ফেটে যাচ্ছে। এক পানি দিয়ে ঢাকতে হবে আরেক পানি ...

(আলহামদুলিল্লাহ)

সমাধান কি মানবধর্মেই?

ভিতরে ভিতরে রিহানের জন্য এক ধরনের মমতা অনুভব করে ফেরদৌস। ফেরদৌস ৬ মাস হল রিহানকে পড়াচ্ছে। কখনো একবারের জন্যও বুঝতে পারেনি রিহানের মাঝে বাসা বেঁধেছে এত বড় রোগ। ওর বাবা না জানালে হয়ত কোনদিন জানতেও পারত না।

রিহান নটরডেম কলেজে ইন্টারমেডিয়েট ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে। অত্যন্ত ব্রেইনী ছেলে। ফেরদৌসও এক্স-নটরডেমিয়ান, বুয়েট ইলেক্ট্রিক্যাল। ওস্তাদ-শাগরেদে পড়ার বাইরেও অনেক বিষয়েই আলোচনা হয়। দ্বীনী বিষয়েও অনেক কথাই ওকে বলেছে ফেরদৌস। কিন্তু কখনো একবারের জন্যও রিহান কোন কাউন্টার দেয়নি যাতে ফেরদৌস বুঝতে পারে যে ওর মধ্যে আছে মারণ ব্যাধি, সংশয়বাদিতা। যে সংশয়বাদিতারই চূড়ান্ত পরিণতি নাস্তিকতা।

হয়ত ফেরদৌস আঘাত পাবে বলে কখনো কিছু বলেনি রিহান। অধিকাংশ সংশয়বাদী সংশয়ের স্টেজ পার হয়ে নাস্তিকতায় পৌঁছে দুটো কারণে–

. হয় সংশয়ের উত্তর খুঁজতে যায় না,

. অথবা খুঁজতে গেলে মমতার সাথে উত্তর পায় না। সংশয় নিরসন না করে লালন করে।

আর কিছু আছে একলাফে নাস্তিক। ইসলামকে বা অন্য ধর্মকে স্বীকার করলে নিজের খায়েশ পূরণে সমস্যা, তাই নাস্তিক। এধরনের নাস্তিকরা ঘেঁটে ঘেঁটে জোর করে ইসলামকে অসাড় প্রমাণ করতে চায়। যে সমকামী বা ইনসেস্ট-এ লিপ্ত, তার তো নাস্তিক হওয়া ছাড়া উপায় নেই। মানবধর্মের বুলি তুলে সব ধর্মকে অস্বীকার না করলে তো নিজের বিকৃতির সমর্থন মিলবে না।

- রিহান, একটা কথা বলব?

- 'জ্বি ভাইয়া', অঙ্কের খাতা থেকে মাথা না উঠিয়েই।
- 'আমার মনে হয় তুমি ধর্মে বিশ্বাসী না। ঠিক বলিনি?'। মাথা উঠাতেই হল এবার।
- কিছুটা ঠিক ভাইয়া। ইসলামের অনেক বিষয়েই আমার ডাউট আছে।
- কেমন?
- আচ্ছা ভাইয়া, এসব জিহাদ, দাসদাসী, নারীদের গৃহবন্দী রাখা, এত আদেশনিষেধ, এই একবিংশ শতাব্দীতে কিভাবে যুক্তিযুক্ত? এত ধর্মটর্ম এ যুগে প্রয়োজন নেই আমার মনে হয়। সাম্প্রদায়িকতা আর হানাহানির মূল এই ধর্ম। এসব ছাড়াও শুধু মানবতা দিয়ে পৃথিবীকে সুন্দর করা যায়। সুন্দরভাবে বাঁচা যায়।
- আচ্ছা, তোমার কথা হল, মানবধর্মই সবচেয়ে বড় ধর্ম। মানবতাই সব সমস্যার সমাধান, তাই তো?
- সবাই যদি আমরা সাম্প্রদায়িকতা আর ধর্মীয় গোঁড়ামি ভুলে মানবতাকে অনুসরণ করি তাহলেই সুন্দর সমাজ নির্মাণ সম্ভব।
- খুব সুন্দর তোমার ভাবনা। তাহলে আমি তোমাকে কিছু প্রশ্ন করি। পৃথিবীতে সব হত্যা-যুদ্ধ কি ধর্মীয় কারণে হয়? পৃথিবীর যুদ্ধের ইতিহাস বলছে সারা পৃথিবীতে সংঘটিত মোট যুদ্ধের মাত্র ৭% যুদ্ধ হয়েছে ধর্মীয় ইস্যু নিয়ে। সর্বমোট নিহত মানুষের মাত্র ২% মানুষ নিহত হয়েছে এই ৭% যুদ্ধে।

  ধরো পৃথিবীতে ধর্ম জিনিসটা নাই। বাকি ৯৩% যুদ্ধ বন্ধ করতে কিভাবে [১] ?

---

১. দুটো রেফারেন্স খেয়াল করুন :

- The Encyclopaedia of War বা 'যুদ্ধের বিশ্বকোষ' নামে একটা বই

লেখেন Charles Phillips এবং Alan Axelrod. সেখানে তাঁরা মানবেতিহাসের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত ১৭৬৩ টি যুদ্ধ গণনা করেছেন।

. তার মধ্যে মাত্র ১২৩ টি যুদ্ধ ছিল ধর্মীয় কারণে। মানে মাত্র ৭% যুদ্ধ হয়েছে ধর্মীয় কারণে।
. এবং যুদ্ধে নিহত মোট সংখ্যার মাত্র ২% নিহত হয়েছে এই ৭% ধর্মযুদ্ধে। যেটা নিয়ে এতো মাতামাতি। উদাহরণ স্বরূপ, ১১টা ক্রুসেডে ১-৩ মিলিয়ন লোক নিহত হয়। আর শুধু ১ম বিশ্বযুদ্ধেই নিহত হয় ৩৫ মিলিয়ন মানুষ!

Charles Phillips, Alan Axelrod (2005). *The Encyclopaedia of War*.

ওগুলোর সাথে তো ধর্মের সম্পর্কই ছিল না।

১ম, ২য় বিশ্বযুদ্ধের কারণ কি ধর্ম? ১ম বিশ্বযুদ্ধে ১৫ মিলিয়ন; ২য় বিশযুদ্ধে ৬৬ মিলিয়ন, হিরোশিমা, নাগাসাকিতে ২ লক্ষ, হিটলারের হাতে ১৭ মিলিয়ন, আর সোভিয়েত আমলে রাশিয়াতে ২৯ মিলিয়ন, চীনে ৪০ মিলিয়ন জন, ভিয়েতনাম যুদ্ধে ১৭ লক্ষ, আমাদের মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ মানুষের মৃত্যুর কারণ কি ধর্ম না রাজনীতি? [২] তাহলে তুমি কিভাবে বলছ যে সব হানাহানির মূলে ধর্ম ?

- না মানে, ধর্ম হানহানির একটা বড় কারণ?
- কিভাবে বড় কারণ? বড় বড় সব গণহত্যা কি ধর্মের কারণে হল? যুদ্ধে নিহত ৯৮% মানুষ যে সব যুদ্ধে মারা গেছে সেগুলোর সাথে তো ধর্মের সম্পর্কই নেই। ২% নিহত হবার কারণটাই বড় লাগছে তোমার?

- না। আসলে ... কিন্তু আইএস তো ইয়াজিদি নারীদের ধর্ষণ করছে ধর্মের

Sheiman, Bruce (2009). ***An Atheist Defends Religion : Why Humanity is Better Off with Religion than Without It.*** Alpha Books. pp. 117 118. ISBN 1592578543.

http://www.huffingtonpost.com/rabbi-alan-lurie/is-religion-the-cause-of-_b_1400766.html

- FBI এর উপাত্ত অনুসারে, ১৯৮০-২০০৫ পর্যন্ত মোট সন্ত্রাসী হামলার মাত্র ৬% হয়েছে মুসলিম সন্ত্রাসীদের দ্বারা। এদিক থেকে বেশ এগিয়ে আছে ল্যাটিনো গ্রুপগুলো, অতি বামপন্থী গ্রুপ আর ইহুদী চরমপন্থীরা।

University of North Carolina-র সমাজবিজ্ঞানের প্রফেসর Charles Kurzman সাহেব মুসলিম আমেরিকানদেরকে অভিহিত করেছেন 'a minuscule threat to public safety' বলে। তাঁর সাম্প্রতিক এক রিপোর্টে উঠে এসেছে, ২০১৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ১৪,০০০ খুন হয়েছে। নাইন-ইলেভেনের পর থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত এখানে মোট খুন হয়েছে ১,৯০,০০০ জন। যার মধ্যে মাত্র ৩৭ জন নিহত হয়েছে মুসলিম আমেরিকানদের হাতে।

https://thinkprogress.org/less-than-2-percent-of-terrorist-attacks-in-the-e-u-are-religiously-motivated-cee7d8ebedf6

২. http://necrometrics.com/20c1m.htm
বিভিন্ন গবেষকের প্রাপ্ত ফলাফল দেয়া আছে, যারটা ভালো লাগে বেছে নিন।

নামেই।

- তার মানে তোমার পয়েন্ট হচ্ছে যেহেতু আইএস ধর্মের নামে ধর্ষণ করছে তাই ধর্মই সব সমস্যার মূল। ধর্ম উঠিয়ে দিতে পারলে সব সমস্যা থাকত না বা থাকবে না। তাই তো? তাহলে আসো দেখি পরিসংখ্যান কী বলে।

২০১৪ সালে আইএসের উত্থান। ২০১৪ সালে তাদের হাতে ধর্ষিত হল ইয়াজিদি সম্প্রদায়ের ৫২৭০ জন নারী নিউইয়র্ক টাইমসের মতে [৩]। হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সূত্রে ২০১৬ তে তাদের অধীনে বাকি ছিল ৩২০০ জন [৪]। ঠিক আছে? পৃথিবীতে এখন দেশ ২৯৪ টি। এর মধ্যে ৬৫ টি দেশে প্রতি বছর পুলিশ ধর্ষণের মামলা রেকর্ড করে ২,৫০,০০০ এর বেশি [৫]। ব্রিটেনের ৪ টি প্রদেশের মধ্যে শুধু ইংল্যাণ্ড আর ওয়েলসে প্রতি বছর ৮৫০০০ নারী আর ১২০০০ পুরুষ ধর্ষিত হয় [৬]। আমেরিকাতে প্রতিবছর ধর্ষণ মামলা হয় ৮৯০০০ টি। [৭]

ধর্মকে উঠিয়ে দিয়ে এই লক্ষ লক্ষ নারী ধর্ষণ ঠেকাবে তোমরা কীভাবে

৩.https://www.nytimes.com/2015/08/14/world/middleeast/isis-enshrines-a-theology-of-rape.html?_r=0

৪. https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/iraq

৫. জাতিসংঘের একটি রিপোর্টে ৬৫ টি দেশের সরকারী উপাত্ত সংকলন করা হয়। সেখানে দেখা যায় প্রতি বছর ২৫০,০০০ এর বেশি ধর্ষণ বা ধর্ষণচেষ্টার মামলা পুলিশের রেকর্ডে আসে। ["Eighth United Nations Survey on Crime Trends and the Operations of Criminal Justice Systems". Unodc.org. 2005-03-31. Retrieved 2013-12-04.]

দক্ষিণ আফ্রিকাতে প্রতি বছর ৫০০,০০০ জন, চীনে ৩১,৮৩৩ জন, মিশরে ২০০,০০০০ এর অধিক আর ব্রিটেনে ৮৫০০০ জন ধর্ষণের শিকার হয়।
https://en.wikipedia.org/wiki/Rape_statistics#cite_note-13

৬. প্রায় ৮৫০০০ নারী আর ১২০০০ পুরুষ শুধুমাত্র ইংল্যাণ্ড আর ওয়েলসে প্রতি বছর ধর্ষিত হয়। https://rapecrisis.org.uk/statistics.php

৭. যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিবছর ধর্ষণ মামলার গড় সংখ্যা ৮৯,০০০
http://www.statisticbrain.com/rape-statistics/

দেখতে ইচ্ছা হচ্ছে। এতো কয়েকটা দেশের তথ্য। তাহলে সারা বিশ্বে প্রতি বছর যে পরিমাণ নারী ধর্ষণের শিকার হয় তার কত পার্সেন্ট আইএসের হাতে হয় বলো? এসব প্রশ্ন যারা তোলে তারা কতটুকু প্রতিবন্ধী বুঝতে পারছ তুমি? আমি অবশ্যই আইএস-এর পক্ষে নই। তবে আইএস এর শিকার ঐ ৫০০০ নারী বাদে যে লক্ষ লক্ষ নারী ধর্ষিত হয় তার কারণ কি ধর্ম?

- না ভাই।

- আচ্ছা, তোমার দ্বিতীয় পয়েন্ট হল মানবতা দিয়েই পৃথিবী সুন্দর হবে। আমার প্রশ্ন হল এই পৃথিবীর হোমো স্যাপিয়েন্স সবাই কি মানুষ?

. গত কিছুদিন আগে যে দুজন ৬ বছরের পূজা মেয়েটাকে ব্লেড দিয়ে গোপনাঙ্গ কেটে ধর্ষণ করল তারা কি মানুষ?

. নারায়ণগঞ্জ ৭ খুনের খুনীরা কি মানুষ?

. সিরিয়াল কিলার রসু খাঁ কতটুকু মানুষ?

. একটা মোবাইল বা ৫০০০ টাকার জন্য যারা একটা মানুষ খুন করে দেয় তারা কতটুকু মানুষ?

. এক কাঠা জমির জন্য বা মাদকের টাকার জন্য বড়ভাই, বাবা, মাকে যারা খুন করে তারা তোমার কাছে মানুষ?

. কিছু টাকা লাভের জন্য যারা ফরমালিন বিষ খাওয়ায় মানুষকে দিনের পর দিন তারা তোমার কাছে কতটুকু মানুষ?

. ফুটপাতের গরীব ঝালমুড়িওয়ালার কাছ থেকে দিনে ১০০ করে তোলাকে যারা নিজের পোশাকের বা দলীয় অধিকার মনে করে তারাও মানুষ?

তোমার তো বোন আছে, বড় আদরের। তোমার বুঝা উচিৎ সহজে। ধরো, তোমার একমাত্র আদরের বোনকে ধর্ষণ করে হত্যা করল কোন শুয়োরের বাচ্চা। তোমার কাছে ঐ ধর্ষকের জন্য কতটুকু মানবতা আছে? বল। পারবে ঐ ধর্ষকটাকে বুকে জড়িয়ে বলতে, 'যা ভাই ভুল করে ফেলেছিস, ভুল তো মানুষেরই হয়। মানবতার খাতিরে তোকে মাফ করে দিলাম'?

- না ভাই, তা কিভাবে হয়?

- ঠিক তাই। তা হয় না। যেটা প্রতিষ্ঠা করলে সমাজ সুন্দর হবে, সেটা হল 'ন্যায়বিচার'। সমাজে মানবতা প্রতিষ্ঠা কোন সমাধান নয়। মানবতা নিজে কোন সমাধান না। । কারণ এর কোন সংজ্ঞা নেই। নির্দিষ্ট কোন মাপকাঠি নেই যে, এতটুকু হল মানবতা। এটা সমাজে সমাজে, জাতিতে জাতিতে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন। প্রজন্মে প্রজন্মে মানবতার সংজ্ঞা বদলায়। কিন্তু ধর্ম মানবতাকে ডিফাইন করে, নির্দিষ্ট করে বলে দেয় যে এতটুকু পর্যন্ত মানবতা, আর এর পর থেকে পাশবিকতা শুরু। ধর্ম ছাড়া মানবতার কোন সংজ্ঞা নেই।

- স্যরি ভাই। একমত হতে পারলাম না। মানুষের কিছু সহজাত বোধ আছে যাকে বিবেক বলে। সবাই বোঝে কতটুকু করা ঠিক আর কতটুকু ঠিক নয়। সেই সহজাত বোধটাই মানবতার সংজ্ঞা। সবাই জানে মিথ্যা বলা খারাপ, সবাই বোঝে হত্যা একটা অপরাধ।এর জন্য ধর্মের প্রয়োজন নেই। সীমানাটা সবাই জানে।

- আমি এটাই বলতে চাচ্ছি, যে বিবেক মানবতাকে ডিফাইন করবে সেই বিবেকটা সবার সমান নয়। তাই মানবতার ডেফিনেশনও সবার কাছে সমান নয়।

. যে গোয়ালা দুধে পানি মেশায় বা যে লোক মাছে ফরমালিন মেশায় এটা তার কাছে *'বিজনেস স্ট্র্যাটেজি'*। এটা তার বিবেকে আটকায় না।

. যে মাদকব্যবসা করে বা নারীপাচার করে, যদিও সে জানে এটা অপরাধ, কিন্তু এটা তার বিবেকে আটকায় না, এটা তার কাছে নিছক *'একটা ২ নম্বর ব্যবসা'*, একটু রিস্কি এই যা।

. যে পহেলা বৈশাখে বোনদের শরীর ছুঁয়ে দেখে এটা তার কাছে *'জাস্ট ফান'*, তার মানবতার সংজ্ঞার ভিতরেই পড়ে এটা।

. যে দিন-খাওয়া মানুষগুলোর থেকে ভয় দেখিয়ে চাঁদা উঠায় এটা তার কাছে মানবতার বাইরে না, পার্টি ক্ষমতায়, এটা তার কাছে *'অধিকার'*। আমি কি বুঝাতে পারছি?

- জ্বি ভাইয়া, বুঝতে পারছি।

- আমি বলতে চাচ্ছি এই বিবেক ব্যাপারটা ধ্রুবক না। এটা ভ্যারিয়েবল। অনেক বিষয় বিবেকের গঠন নিয়ন্ত্রণ করে। দারিদ্র্য, শিক্ষা, পারিবারিক পরিবেশ। ব্রোকেন ফ্যামিলির সন্তানের মানসিক গঠন ভিন্ন হবে। শিক্ষিত বাবা-মা, পরিবারে বাবা-মায়ের সময় দেয়া এসব সন্তানের মানস গঠন করে।

আবার পরিবেশের কারণে মানুষ একটা অপরাধকেও বা পাশবিক বিষয়কেও স্বাভাবিক মনে করে। যার বাবা মদ খেয়ে মাকে পিটায় সেই সন্তানের মনোজগতে এটা তেমন কিছু নয়, নর্মাল। সেও বড় হয়ে বউ পেটাবে। বস্তিতে বাচ্চার সামনেই মাদক ব্যবসা চলছে, বাচ্চাও এটাকে ব্যবসা হিসেবে নেবে, একটু সাবধানে করতে হয় এমন ব্যবসা।

তাই তোমার কাছে যেটা মানবতাবিরোধী, আরেকজনের কাছে সেটা 'তেমন কিছু' নয় বা 'ঠিকই তো আছে' জাতীয় বিষয়। বুঝলে? অযৌক্তিক মনে হচ্ছে?

- না ভাইয়া, বলেন।
- ধর্মও বিবেক গঠনের গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর, এবং তাই মানবতার সীমা নিরূপণেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর।

যদিও তোমার বিবেকের কাছে মজুতদারি করে বাজারে কৃত্রিম সংকট বানিয়ে প্রচুর লাভ করা একটা বিজনেস পলিসি, কিন্তু এটা বাজারের স্বাভাবিক চাহিদা-যোগান সম্পর্ক ও দর পরিবর্তন ব্যাহত করে, ক্রেতার ভোগান্তি বাড়ায় এবং সম্পদ কেন্দ্রীভূত হয় মধ্যসত্ত্বভোগীর হাতে। তাই ইসলামে নিষেধ। অতএব, ধর্মহীন একজন একে নর্ম্যাল ভাবছে, আর ধার্মিক পরকালে বিশ্বাসী কেউ একে অমানবিক ভাবছে।

একটা বিশাল সম্প্রদায় মদ-জুয়াকে অমানবিক ভাবছে, এবং এর সামাজিক-আর্থিক-স্বাস্থ্যগত ক্ষতি থেকে বেঁচে যাচ্ছে।

১০০ জনের কাছে মানবতার ১০০ টা বুঝ। যেহেতু ধর্ম অনেক মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে, তাই মানবতার আলাদা আলাদা বুঝ সত্ত্বেও ঐ বিষয়ে অনেক মানুষের কাছে মানবতার একটা কমন সংজ্ঞা দিয়ে দেয়। মোটকথা বিবেকের বৈচিত্র্য কমে, কমে অপরাধপ্রবণতা [৮]।

৮.http://www.huffingtonpost.com/david-briggs/no-time-for-crime-study-f_b_4384046.html

- আচ্ছা। একটু বুঝলাম। ধর্ম মানবতাকে নির্দেশ করে দেবে অনেক মানুষের জন্য যে, এটাই মানবতা। তোমার নিজস্ব সংজ্ঞায় ধরুক বা না ধরুক। এটাই তো বলতে চাচ্ছেন?
- হ্যাঁ। প্রত্যেকে যদি নিজ নিজ সংজ্ঞায় মানবতা খাটায় তাহলে কি হবে?
- তাহলে অপরাধ বাড়বে বটে। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, জঙ্গিবাদ, গুপ্তহত্যা এসবের কি কারণ দেখাবেন ভাইয়া। এগুলো তো ধার্মিক মানুষই করছে। নিজ ধর্মের সম্মান রক্ষা করতেই তো এসব হচ্ছে। তাহলে ধর্ম যে বিবেকটা গঠন করল সেটা কোথায়?

- ভালো প্রশ্ন, রিহান। আমি চাই তুমি প্রতিটা সংশয়ের প্রশ্ন কর। প্রশ্নের উত্তর খোঁজ। বড় আলোচনা । আমি ছোট করে বলছি। দাঙ্গার কারণ আমরা কেউই আমাদের নিজেদের ধর্মকে চিনি না। হিন্দুদের কথা বলবো না। আত্মসমালোচনাই করব। দাঙ্গার পিছনে রাজনৈতিক কারণটাই বেশি।

নামাযের মাসয়ালা না মেনে নামায পড়লে নামায হবে না, তেমনি জিহাদের মাসয়ালা আছে। মাসয়ালা না মেনে জিহাদ শুরু করলে তা হল জঙ্গিবাদ। জিহাদ একটা পবিত্র আমল [৯]। ওটা দরকার হলে আলেমরাই তো আগে যেত।

আমার মতে জঙ্গিবাদ দূর করার একমাত্র উপায় হল জিহাদকে রাখঢাক না

টেক্সাসের Baylor University ১৮-২৮ বছর বয়েসী ১৫০০০ মানুষের উপর গবেষণা করে ফলাফলে আসে, তরুণদের মাঝে যারা ধার্মিক তারা অপরাধে কম জড়িত। গবেষক Sung Joon Jang এবং Aaron Franzen সাহেব National Longitudinal Study of Adolescent Health থেকে উপাত্ত নিয়ে বিশ্লেষণ করে ৪ টি ক্যাটাগরিতে ভাগ করেন।

- ধার্মিক ও আধ্যাত্মিক
- আধ্যাত্মিক কিন্তু ধার্মিক নয়
- ধার্মিক কিন্তু আধ্যাত্মিক নয়
- ধার্মিকও না, আধ্যাত্মিকও না

দেখা গেল, যারা 'ধার্মিক'হিসেবে নিজেদের গণ্য করেন তাদের অপরাধ প্রবণতা কম।

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2539100/How-religion-cuts-crime-Attending-church-makes-likely-shoplift-drugs-download-music-illegally.html

৯. সামনে নতুন গল্প আসছে এ বিষয়গুলো নিয়ে ইনশাআল্লাহ।

করে পাঠ্যক্রমে পরিপূর্ণভাবে শেখানো, মাসয়ালাসহ-খুঁটিনাটিসহ। যাতে অপব্যাখ্যা করে কেউ ব্রেইনওয়াশ না করতে পারে।

এসব দূর করতে হলে ধর্মশিক্ষাকে দূরে রেখে হবে না। বরং ধর্মশিক্ষাকে পরিপূর্ণ করতে হবে। প্রত্যেকে তার নিজ ধর্ম সম্পর্কে পুরোপুরি জানবে। ধর্মে উল্লেখিত মূল্যবোধ, সামাজিকতা, চরিত্র গঠন, নীতিকথা সব পুরো জানবে। অসম্পূর্ণ ধর্মশিক্ষা তো বিবেককেও গঠন করবে অসম্পূর্ণভাবে। এর কাছ থেকে তুমি কী আশা করতে পারো?

- এভাবে অবশ্য ভাবি নাই। তার মানে আপনার মতে, মানবধর্ম বলে আলাদা কিছু নেই। প্রতিটি ধর্মের, বিশেষ করে মুসলিমপ্রধান দেশের প্রেক্ষাপটে ইসলামের শিক্ষাকে পরিপূর্ণ করতে হবে। তাহলেই মানবতা বা মানবধর্ম [১০] প্রাণ লাভ করবে। ধর্মকে ছাড়া মানবতা ডাজ নট মেক এনি সেন্স, রাইট?
- ঠিক তাই, রিহান। ধর্ম ছাড়া মানবতা যে একটা ফাঁকা বুলি, তার একটা ছোট্ট উদাহরণ দিয়ে আমরা আমাদের পড়ায় ফেরত যাই।

ইসলাম আমাদের মানবতাবোধে এটা অ্যাড করেছে যে অন্য ধর্মের মহাপুরুষ বা পূজ্য চরিত্রদের গালি দিও না, হতে পারে অজ্ঞতাবশত আল্লাহকেও তারা গালি দিবে [১১]। যার কারণে এটা আমাদের বিবেকে বাধে যে আমরা হিন্দু ধর্মের কোন চরিত্রের চরিত্র হনন করব। কিন্তু নাস্তিক ব্লগারদের লেখা যদি তুমি পড়ে থাক তবে দেখবে কিভাবে তারা অশ্লীল গল্প রচনা করেছে ইসলামের নবীকে নিয়ে, যাকে ১২০ কোটি মানুষ নিজের পিতামাতার চেয়ে বেশি ভালোবাসে। ধর্ম না থাকায় ওদের মানবতায় জায়গাই পায়নি এটা যে, আরেকজনের অনুভূতিতে আঘাত দেয়া যাবে না।

এখানেই প্রমাণ হয় যে– ধর্ম নয়, বরং 'পূর্ণাঙ্গ ধর্মশিক্ষা না থাকা এবং ধর্মহীনতা'ই জন্ম দেয় উস্কানির যেটা কালক্রমে সহিংসতায় রূপ নেয়। কেন, সবাই সবার মতকে শ্রদ্ধা করা তোমাদের মানবতার সংজ্ঞায় পড়ে না?

---

১০. ইসলামকে বলা হয়েছে স্বভাবধর্ম বা ফিতরাত। মানুষের স্বভাব যা চায়, যা পেলে মানবসত্তা সুখে থাকবে ইহজীবনে তা-ই ইসলাম দেখিয়েছে। তাই ইসলামই মানবধর্ম।

১১. সূরা আল-আন'আম, আয়াত ১০৮

বাকস্বাধীনতার নামে আরেকজনের মনে আঘাত দেয়া– এটা কেমন মানবধর্ম ওদের?

রিহানের নীরবতার মাঝে চোরাবালি থেকে উঠে আসার আকুতি গুমরে ওঠে। না জানি এমন কত রিহান দিন শেষে বালিশে মাথা রেখে রশি খোঁজে উঠে আসার।

- আর রিহান, জাস্ট আউট অফ ইন্টারেস্ট। তোমার প্রশ্নগুলো কি শুধু ইসলামের ব্যাপারেই? অন্য কোন ধর্মের ব্যাপারে নেই?
- যেহেতু আমি মুসলিম ফ্যামিলির তাই এই ধর্মটা সম্পর্কে আমি কিছুটা জানি। অন্য ধর্ম তো আমি জানিই না। তাই ডাউটও নেই।
- না রিহান। ব্যাপারটা এটা না। আসল ব্যাপারটা হল, তুমি ইসলামের বিরুদ্ধে যে পরিমাণ লেখা পড়েছ। অন্য ধর্মের বিরুদ্ধে সেই পরিমাণ লেখা পড়োনি। ইসলামের যে দিকগুলোর প্রতি আঙুল তোলা হয় তার কোনটাই তুমি আগে থেকে জানতে না বা তোমার মনে আগে থেকেই প্রশ্নগুলো ছিল না। ঐ লেখাগুলো পড়ার পর তোমার মনে প্রশ্ন জেগেছে। ঠিক কিনা?
- জ্বি ভাইয়া, তা ঠিক।

- তোমার কি কখনো মনে হয়েছে, শুধু ইসলামের বিরুদ্ধেই কেন এত কথা, এত গবেষণা, এত প্রকাশনা। মনে হয়েছে কখনো?
- না।
- আচ্ছা আমি তোমাকে বলি। সব ধর্মগুলো মূল্যবোধ আর সামাজিক জীবন, প্রথা, উৎসব নিয়ে ডিল করে। এগুলো ছাড়াও ইসলাম এমন কিছু বিষয় নিয়ে ডিল করে যেটা অন্য ধর্মগুলো ডিল করে না। যেমন অর্থব্যবস্থা, রাষ্ট্র পরিচালনা, যুদ্ধনীতি, সংস্কৃতি ইত্যাদি।

. ইসলাম যখন সুদমুক্ত, যাকাতভিত্তিক অর্থনীতির কথা বলে তখন ঐ শ্রেণীটার সহ্য হয়না যে ১% এর হাতে পুঞ্জীভূত পৃথিবীর ৫০% সম্পদ যা আরও বাড়ছে সুদের দ্বারা [১২]।

১২.https://www.theguardian.com/money/2015/oct/13/half-world-wealth-in-hands-population-inequality-report (অক্সফামের মতে http://www.bbc.com/news/business-35339475)

. ইসলাম যখন জবাবদিহিতার সাথে রাষ্ট্র পরিচালনার কথা বলে তখন দুর্নীতিবাজ শাসকেরা মসনদ টেকানোর জন্য ইসলামের বিরুদ্ধে আঙুল তোলে।

. ইসলাম যখন প্রকৃত বিচার বিভাগের স্বাধীনতার কথা বলে যেখানে কারো সুযোগ নেই ন্যায়কে পাশ কাটানোর তখন জ্বালা ধরে লুটপাট আর অপরাধপ্রবণ প্রশাসক ও নীতিনির্ধারকদের, যারা অপরাধ করে পার পেতে চায়।

. ইসলাম যখন সংস্কৃতির নামে বেলেল্লাপনা নিষেধ করে তখন ঐ বিকৃতমনাদের টনক নড়ে যারা এসব আর্ট-মিডিয়া-সিনেমা-সংস্কৃতির সুযোগে নিতে চায় নারীদেহের রহস্যের আস্বাদ। তুমিই বল যদি কোনভাবে মেয়েদের অংশগ্রহণ নিষেধ করা হয়, কতজন পহেলা বৈশাখে যাবে ওখানে বাঙালিত্ব ফলাতে?

- তা ঠিক, আসলেই অনেক কম যাবে।

- ইসলাম যখন নারীপুরুষ আলাদা শিক্ষা, কর্মক্ষেত্র আর পর্দার সাথে চলাফেরার কথা বলে তখন–

. ঐ প্রৌঢ়ের ভালো লাগে না যে মাথা ঘুরিয়ে দেখে মেয়ের বয়সী নারীদেহের অবয়ব;

. ঐ বসের ভালো লাগে না যে প্রমোশনের নামে মেয়ে কলিগদের থেকে আদায় করে খুচরো মজা;

. ঐ ছেলেটার সহ্য হবে না ইসলামকে যে সহপাঠী মেয়েদের সম্পর্কে বন্ধুদের আড্ডায় রসিয়ে বলে–"দোস্ত, ও একটা মাল";

. আর ঐ প্রতিষ্ঠান লিখবে ইসলামের বিরুদ্ধে যেটা হলিউড-বলিউড থেকে আমদানি করে সামাজিক নষ্টামী ফ্যাশন বা ট্রেন্ড-এর নামে।

বুঝাতে পারলাম কি?

- জ্বি ভাই।

তুলনা করুন কুরআনের আয়াত : *"সম্পদ যেন কেবল তোমাদের ধনীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়"*। (সূরা হাশর : ৭)

- অন্য ধর্মগুলো তো আর এসব স্বার্থে আঘাত দেয় না। ইসলাম এমন এক সমাজের কথা বলে, শুধু কথা বলে না বরং ঐ সমাজ প্রতিষ্ঠার পথও দেখায়–
  . যেখানে সম্রাটের নিযুক্ত বিচারক রায় দেবে সম্রাটেরই বিরুদ্ধে [১৩] ,
  . সম্রাট আইনভঙ্গের জন্য নিজের হাতে জনসমক্ষে নিজ সন্তানকে দেবে ৮০ চাবুক [১৪],
  . ১৩০০ কিলোমিটার যুবতী নারী একা সফর করবে কেউ তার দিকে চোখ উঠিয়ে তাকাবে না [১৫],
  . যেখানে দারিদ্র্যসীমার অবস্থা এমন যে যাকাত নেয়ার জন্য খুঁজেও লোক

---

১৩. তিনি প্রসিদ্ধ কাযী শুরাইহ নামে। খলীফা উমার (রা.) এর বিরুদ্ধে প্রথম ফয়সালা দেন কেনা ঘোড়া ফেরত দেবার ব্যাপারে এক বেদুঈনের দায়ের করা মামলায়। বিমুগ্ধ খলীফা বড় বড় সাহাবী বর্তমান থাকতেও তাঁকে নিয়োগ দিলেন কুফা শহরের 'চীফ জাস্টিস' পদে। প্রায় ৬০ বছর এই পদে দায়িত্ব পালন করেন উমার, উসমান, আলী, মুআবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম– এই ৪ জন খলিফার যুগে।

. খলীফা আলী (রা.) এর বিরুদ্ধে রায় দেন এক ইহুদীর দায়ের করা মামলায়। বর্মের মালিকানা নিয়ে খলিফা আর ইহুদীর মাঝে বিরোধের ঘটনা সুপ্রসিদ্ধ।

. নিজের ছেলের জামিনের আসামী পালিয়ে গেলে ছেলেকেই জেলে ঢুকিয়ে দেন তিনি। (দীর্ঘশ্বাস) (*তাবেঈদের ঈমানদীপ্ত জীবন*; ডঃ আবদুর রহমান রাফাত পাশা, রাহনুমা প্রকাশনী,পৃষ্ঠা ১০৮) এবং (*আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়া* ই.ফা., ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৫)

১৪. হিজরী ১৪ সালে খলীফা উমার (রা.) নিজ পুত্র উবায়দুল্লাহকে মদপানের অপরাধে বেত্রাঘাত করেন (*আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়া* ই.ফা., ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯৪)

আরেক সন্তান আব্দুর রহমান ওরফে আবু শাহমাকে মদপানের অপরাধে বেত্রাঘাত করেন। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ১ মাস পর মৃত্যুবরণ করেন। (*মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক*, ১৭০৪৭)

১৫ . আদী ইবন হাতিম থেকে বুখারীর বর্ণনা, এ হাদীসে এসেছে যে, আদী ইবন হাতিম পারস্য বিজয়ে শরীক ছিলেন এবং হীরা থেকে জনৈকা মহিলাকে উটে আরোহণ করে একাকী নির্বিঘ্নে মক্কায় আসতে দেখেছেন। আল্লাহ ব্যতীত তার আর কারও ভয় ছিল না। (*আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়া* ই.ফা., ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৯৫)

. আদী ইবন হাতিম থেকে তিরমিযীর বর্ণনা, নবীজী বললেন, যার অধিকারে আমার জীবন তাঁর কসম, আল্লাহ অবশ্যই এ দ্বীনকে এমন পূর্ণতা দিবেন একাকিনী নারী হাওদার উপর চড়ে সুদূর হীরা শহর থেকে এসে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করবে। তাতে কোন লোকের আশ্রয় দানের প্রয়োজন তার হবে না। ... আদী ইবন হাতিম (রা.) বলেন, এই তো আমি দেখছি হাওয়াদানশীনা নারী কারো নিরাপত্তা সঙ্গ ছাড়াই হীরা থেকে এসে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করে যাচ্ছে। (*আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়া* ই.ফা., ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২৯-১৩০)

পাওয়া যাবে না [১৬]।

এজন্যই যারা এগুলো চায় না, সমাজে ন্যায়বিচার চায় না, চায় অপরাধ করে পার পেতে, লক্ষ মানুষকে দরিদ্র রেখে সস্তায় শ্রম কিনে টাকার পাহাড় গড়তে তারাই ইসলামের বিরুদ্ধে লাগে, লেখে, লেখায়। যে লেখে তাকে স্টার বানায়, নিরাপত্তা দেয়, অ্যাসাইলাম দেয়। অনেক কথা বলে ফেললাম।

চলো অঙ্কগুলো শেষ কর।

তিনদিন হল ফেরদৌস পড়াতে যাচ্ছে না। ওর বাবা আসতে নিষেধ করেছেন এই ৩ দিন। রিহান একখানে গেছে বাবার সাথে। ওর বাবা অনেকদিন ধরেই বলছিলেন যেতে, অবশেষে সে রাজি হয়েছে।

বুক ভরে শ্বাস নেয় ফেরদৌস। কে বলেছে ঢাকা শহর খারাপ। ঢাকার সকাল সারা পৃথিবীর কোথাও নেই। চ্যালেঞ্জ।

(আলহামদুলিল্লাহ)

১৬.

- *ফিকহুল যাকাত*, শায়খ ডঃ ইউসুফ আল-কারযাভী, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪৬ এবং ১৪৬
- Anecdotal reports from the first 100 years of Islam indicate that Zakat had a huge impact on poverty alleviation. While no figures on Zakat collection during this period exist, narrations from the time of Caliph Umar bin al-Khattab (634-643AD) and Omar bin Abdul Aziz (718-720AD) suggest poverty was eradicated, with rulers in some regions struggling to disperse Zakat proceeds due to the lack of poor and eligible recipients.

  http://www.newstatesman.com/blogs/politics/2012/08/muslim-zakat-vision-big-society
- A number of scholars claimed that during the period of Umar bin Al-Khattab (13-22H) and Umar bin Abdul Aziz (99-101H) poverty is completely eliminated

(Ahmed, 2004; Hidayati&Tohirin, 2010; Md.Isa, 2011; Qaradawi, 1999)

বনু কুরাইযার মৃত্যুদণ্ড ও বাংলাদেশ দণ্ডবিধি

নাস্তিকতা একটি অসুখ। একজন অসুস্থ বা পাগলের প্রতি যেমন মমতা আসা দরকার। তেমনি আপনার আশেপাশে যে নাস্তিক আছেন তার প্রতিও মমতার সাথে তাকানো দরকার। মস্তিষ্কের লজিক অ্যান্ড রিজনিং অংশের ব্যাপক ফেইলইউর ঘটে তাদের। এক লজিক এক জায়গায় খাটায়, ঐ লজিকেই যে আরেক জায়গায় ধরা খেয়ে যাচ্ছে তা বুঝতে পারে না। ফলে ডাবল স্ট্যান্ডার্ডের শিকার হয় অহরহ। এক যুক্তিতে সেকুলার আইন হলে তাদের কাছে ঠিক আছে, একই যুক্তিতে ধর্ম কিছু করলে বর্বরতা।

নিয়াজ। ঢাবি'র শেষ বর্ষে, আইন বিভাগ। আগে থেকেই প্রমিজিং একটা ছেলে। সার্কের স্কলারশিপ পেয়েছে। দ্বিতীয় বর্ষের শেষে কী জানি কাদের পাল্লায় পড়ে পুরোদস্তুর মোল্লা বনে গেছে। মোল্লার দৌড় পিএইচডি পর্যন্ত আপাতত, সামনে কতদূর দৌড়ায় কে জানে।

রাসেল ওর পুরনো বন্ধু। একসময় একসাথে চলাফেরা থাকলেও এখন দু'জনার দুটি পথ হায় দুটি দিকে বেঁকে গেছে। সংশয়বাদিতার চারাগাছ নাস্তিকতার মহীরুহ আজ। শিকড় ছড়িয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে চেপে ধরেছে ওর চেতনার সর্বাঙ্গ। আড্ডায় বসলেই বিদ্বেষের খিস্তি শুরু হয় বলে কিছু জুনিয়র চ্যালাচামুণ্ডা আর হিন্দু কিছু ক্লাসমেট ছাড়া কারো সাথে খুব বেশি সখ্যতাও নেই। সবাই একরকম এড়িয়েই চলে রাসেলকে। নিয়াজ মাঝেমধ্যে কুশল বিনিময় করে অবশ্য। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। রাসেল বার দুয়েক খোঁচাখুঁচির চেষ্টা করলেও নিয়াজ সে সুযোগ দেয়নি। অপরিণত শিশুর সাথে কথা বলার চেয়ে আরো গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে ওর। আজ ক্লাস থেকে বের হওয়ার সময় পেছন থেকে হঠাৎ রাসেল।

- নিয়াজ, দোস্ত। দাঁড়া।

- কী খবর বন্ধুবর।
- ভালো।
- দোস্ত, একটা হেল্প করবি?
- বল।
- গতদিন *'পেনাল কোড-১৮৬০'* এর ক্লাসটা করতে পারিনি। রক্ত দিতে গিয়েছিলাম। একটু লাইব্রেরিতে যদি বুঝিয়ে দিতি। অবশ্য যদি তোর সময় থাকে।
- চল, নামাযের এখনো একঘণ্টা বাকি আছে।

একসাথে ঢাবি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির দিকে যেতে থাকে ওরা।

শরীরী জগতে তো হাঁটছি সবাই একই সাথে। মানসজগতে প্রতিটি মানুষের মাঝে যোজন যোজন ফারাক। মানসজগতে সবাই একা। প্রতিটা মানুষই মনোজগতের দিক দিয়ে ইউনিক। খুব বেশি আলাদা। মানসজগতেরই শরীরী রূপ হবে পরকাল।

বলা হয়েছে, নিয়তের উপর বিচার হবে। মানে প্রতিটি মানসের বিচার বসবে। মনে মনে আমরা যেমন সবাই একা, মৃত্যুর পরের আমরাও একা, কেউ কারো নয়। কেউ কারো সাহায্যে আসবে না, আসতে পারবে না। যেমনি দুনিয়ার কষ্ট কেউ শেয়ার করতে পারে না। বিষয়গুলো খুব পার্সোনালাইজড। মনে যা চায় তাই বাস্তব হয়ে যাবে জান্নাতে। ঐ পুরো জগতটাই যেন বাস্তবে মানসজগত।

- গতকালের ক্লাসে স্যার বাংলাদেশ দণ্ডবিধি-১৮৬০ এর রাষ্ট্রদ্রোহিতার ধারাগুলো পড়িয়েছেন [১]।
- হ্যাঁ, শুনেছি আমি। ওগুলোই জাস্ট একটু ধরিয়ে দে। আর স্যার এক্সট্রা যা যা বলেছে একটু বলে দে যা মনে আছে।
- আচ্ছা, প্রথমে ১২১ নং ধারা :

---

১. (ACT NO. XLV OF 1860) বাংলাদেশ দণ্ডবিধি ১৮৬০
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/sections_detail.php?id=11§ions_id=2844

> কেউ যদি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করে, বা পরিচালনার চেষ্টা করে, বা ঐ যুদ্ধ পরিচালনায় সাহায্য করে; মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে, এবং একই সাথে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত হবে।

স্যার এখানে একটা কথা বলেছেন।

- কি বলেছে?
- তোর বা তোদের খুব প্রিয় ঘটনা, বনু কুরাইযার মৃত্যুদণ্ড।
- ওহ হো, রশিদ স্যার ক্লাস নিয়েছেন, না? না হলে আর কে ত্যানা পেঁচাবে। আচ্ছা কেমন মানবতা তোদের। একটা গণহত্যাকে কিভাবে সাপোর্ট করতে পারিস তোরা? ৭০০ যুবককে এক সকালে হত্যা? সেই রক্তপিপাসু গণহত্যার নায়ককে আবার তোরা বলিস দয়ার নবী। এই দয়ার ছিরি?
- তুই ক্লাসে থাকলেই ভালো হত। তোর জবাব পেয়ে যেতি।
- আচ্ছা তুই-ই বল। কি বলবি আমি জানি। সেই পুরনো রূপকথা।
- তবে শর্ত আছে। মাঝখানে কথা বলা যাবে না। আমি প্রশ্ন করলে সরাসরি উত্তর দিবি। নিজে থেকে প্রশ্ন করা যাবে না।
- হমমম, আচ্ছা
- নবীজী যখন মদীনায় যান তখন মদীনায় ইহুদী গোত্র কয়টা ছিল?
- জানি না।
- অবশ্য জেনে কি করবি। যেটুকুতে সন্দেহ জাগে বা জাগানো যায় ওইটুকু জানলেই তোদের চলে। যেটুকুতে সন্দেহের নিরসন ওটুকু জানার বা জানানোর দরকার নেই তোদের।
- যেটুকু জানার সেটুকু ঠিকই জানি। বল তুই।
- মদীনাতে ৩টা ইহুদী গোত্র ছিল সে সময়। বনু নাযীর, বনু কায়নুকা আর বনু কুরাইযা। নবীজী মদীনাতে গিয়ে মদীনা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করলেন। প্রণয়ন করলেন সেই রাষ্ট্রের লিখিত সংবিধান 'মদীনা সনদ'। মাইন্ড ইট, মদীনা সনদ ছিল মদীনা রাষ্ট্রের সংবিধান। বাংলাদেশে বসবাসকারী সবাই যেমন বাংলাদেশী, জাতীয়তা বাংলাদেশী, বাঙ্গালি-উপজাতি-হিন্দু-মুসলিম সবাই। তেমনি মদীনা শহরে ও শহরতলীতে বসবাসকারী সবাই এক জাতি, ধর্ম-গোত্র নির্বিশেষে, আওস-খাযরাজ-ইহুদী-মুহাজির সবাই। এই ভিত্তিতে রাষ্ট্র, সব পক্ষের স্বাক্ষরে বৈধ সংবিধান, সব পক্ষের সম্মতিতে বৈধ সরকারের রাষ্ট্রপতি নবীজী। ঠিক আছে তো?

- আচ্ছা? রাষ্ট্র-সংবিধান-রাষ্ট্রপতি? হা হা হা, তারপর?

- জ্বি স্যার, পুরোদস্তুর লিখিত দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান। ইয়ার্কি করছি না। ঐ সংবিধানের মৌলিক বিষয়গুলো একটু না বললে বুঝবি না। সংবিধানের ভিত্তি হল –

. সবাই এক জাতি,
. সবার সমানাধিকার,
. বহিঃশত্রুর মোকাবিলায় সবাই এক থাকবে,
. রাষ্ট্রের অসাক্ষাতে কোন গোপন চুক্তি হবে না,
. ঐক্যমতে এই রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি এবং
. পদাধিকারবলে প্রধান বিচারপতি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম,
. যুদ্ধ ঘোষণার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির।
. শত্রুরাষ্ট বা শত্রুপক্ষ যেমন কুরাইশ এবং তার মিত্রদের কোন আশ্রয় দেয়া যাবে না।
. রাষ্ট্রে বিদ্যমান বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ এবং রক্তপাত নিষিদ্ধ।
. পররাষ্ট্রনীতি কেন্দ্রের, আর প্রতিরক্ষানীতি যার যার।

আরো আছে, দেখে নিস পরে [২]।

---

২. দেখে নিন মদীনা সনদ। একটু আধুনিক টার্ম ব্যবহার করেছি বুঝার জন্য। সূত্র : (*ইবনে হিশাম* ই.ফা., ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৭৫) এবং (*"Constitutional Analysis of the Constitution of Medina"* by Dr. Muhammad Tahir-ul-Qadri)

- **১ নং ধারাঃ** অন্যদের মোকাবেলায় এই চুক্তিস্বাক্ষরকারীগণ এক জাতি।
  যেমন, বাংলাদেশে বাঙালি হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ খ্রিস্টান এবং পাহাড়ী নৃগোষ্ঠী সবাই বাংলাদেশী।
- **২-১১ নং ধারাঃ** গোত্রীয় রক্তপণ ও মুক্তিপণ প্রথা বহাল রাখা হল। যাতে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা হয়।
- **১২ নং ধারাঃ** রাষ্ট্রের অসাক্ষাতে কোন গোপন চুক্তি হবে না।
- **১৩ নং ধারাঃ** মদিনা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিরোধিতাকারী বা জোরপূর্বক কোন কিছু জবরদখল করার চেষ্টারত বা বিশ্বাসীদের মাঝে বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী– এদের বিরুদ্ধে সকল বিশ্বাসী একসাথে প্রতিরোধ গড়ে তুলবে, যদি সেই বিপ্লবী বা বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী তাদের কারো সন্তানও হয়ে থাকে।

- **১৪ নং ধারা:** একজন অবিশ্বাসীর জন্য কোন মুসলিম অপর কোন মুসলিমকে হত্যা করবে না, এমনকি কোন বিশ্বাসীর বিরুদ্ধে কোন অবিশ্বাসীকে সাহায্যও করবে না।
- **১৫ নং ধারা:** আল্লাহ কর্তৃক সবার নিরাপত্তা সমানভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে। এই সংবিধান সবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে, এর জন্যে সকল বিশ্বাসীকে সর্বোচ্চ পরিমাণে বিনয়ী হতে হবে (সকল বিশ্বাসীর জন্যই বাধ্যতামূলক)। বিশ্বাসীরা একে অপরকে সাহায্য করবে বহির্বিশ্বের বিপরীতে।
- **১৬ নং ধারা:** রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যশীল প্রতিটি ইহুদীর জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হলো যে পর্যন্ত না তিনি বিশ্বাসীদের জন্য ক্ষতিকর কিছু না করেন বা বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে বাইরের কাউকে সাহায্য না করেন।
- **১৭ নং ধারা:** বিশ্বাসী কর্তৃক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা সবার জন্য সমান। যখন আল্লাহর রাস্তায় কোন জিহাদের প্রয়োজন হবে কোন বিশ্বাসী শত্রুপক্ষের সাথে আলাদাভাবে কোন চুক্তিতে যাবে না, যদি না সেটা সকল বিশ্বাসীদের জন্য সমতা এবং নায্যতা প্রতিষ্ঠা করে।
- **১৮ নং ধারা:** যুদ্ধের প্রতিটি পক্ষের জন্যই যুদ্ধের যাবতীয় দায়িত্বপালনের ক্ষেত্রে সমপরিমাণ ছাড়।
- **১৯ নং ধারা:** আল্লাহর রাস্তায় নিহতদের প্রতিশোধ নিতে বিশ্বাসীরা একে অপরকে সাহায্য করবে।
- **২০ নং ধারা:** ত্বাকওয়াসম্পন্ন সকল বিশ্বাসীদের জন্য উৎকৃষ্ট এবং সবচেয়ে সঠিক জীবনপদ্ধতি ইসলামকে মনোনীত করা হয়েছে।
- **২১ নং ধারা:** মদীনার নাগরিক কোন পৌত্তলিকের জানের এবং সম্পদের নিরাপত্তা কুরাইশদের কাছে নেই, যেহেতু তারা মদিনা রাষ্ট্রের শত্রু। এমনকি কোন বিশ্বাসীর বিরুদ্ধে তাদেরকে সহায়তাও প্রদান করা হবে না।
- **২২ নং ধারা:** যখন কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুসলিমকে হত্যা করে এটা প্রমাণিত সত্য যে সেই হত্যাকারী খুন করা হবে। যদি না নিহতের আত্মীয়স্বজন জানের বদলা হিসেবে রক্তমূল্য নিয়ে সন্তুষ্ট থাকেন। সকল বিশ্বাসীরা একযোগে সেই হত্যাকারীর বিরুদ্ধে দাঁড়াবে, হত্যাকারীর বিরোধিতা করা ছাড়া বিশ্বাসীদের আর কোন অবস্থান হতে পারবে না।
- **২৩ নং ধারা:** যারা বিশ্বাসী, এক আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে এবং পরকালে বিশ্বাস করে, এবং এই দলিলের সব ধারার সাথে সম্মতি জানিয়েছে তারা এই সংবিধানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী বা এই সংবিধান অকার্যকর করার সাথে যুক্ত এমন কাউকে কোনরূপ সুরক্ষা বা ছাড় দেবে না। যারা এমনটি করবে, কেয়ামতের দিন তাদের জন্য রইলো আল্লাহর অভিশাপ এবং প্রচন্ড ক্রোধ। এমনকি কেয়ামতে দিন ছাড় বা ক্ষতিপূরণ হিসেবে তাদের কোনকিছুই গ্রহণযোগ্য হবে না।
- **২৪ নং ধারা:** যখন তোমাদের মাঝে কোন বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিবে, তখন সেটি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাছে সেটি পেশ করবে। যেহেতু সকল বিষয়ে চূড়ান্ত ফায়সালা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-ই দিবেন।
- **২৫ নং ধারা:** ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর ইহুদীগণ যতক্ষণ তাদের সাথে একসাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে, সমানুপাতিকহারে যুদ্ধের ব্যয়ভার এবং দায়দায়িত্ব বহন করবে ও গনিমতে অংশ নিবে।

- ২৬-৩৬ নং ধারা: সকল ইহুদী গোত্র, তাদের উপগোত্র-শাখাগোত্র, আশ্রিত সবাই বিশ্বাসীদের সাথে মিলে একটি জাতি হিসেবে বিবেচিত হবে। মুসলিমদের সাথে সাথে তাদেরও পূর্ণাঙ্গ ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার রয়েছে। তাদের এবং তাদের সহযোগী সবার জন্যই এই অধিকার সুনিশ্চিত করা হলো। তবে অপরাধী ও সংবিধান লঙ্ঘনকারী ছাড়া, তারা শুধুমাত্র নিজেদের এবং তাদের পরিবারের প্রতি দুর্ভোগ বয়ে আনবে।

- ৩৭ নং ধারা: রাষ্ট্রপতি আল্লাহর রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পূর্বানুমতি ছাড়া কোনপক্ষ সশস্ত্র যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারবেনা। যেহেতু যুদ্ধের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার অথরিটি কেবলমাত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

- ৩৮ নং ধারা: কেউ কোন যৌক্তিক প্রতিশোধ বা খুনের বদলা নিতে চাইলে সেখানে কোনরূপ বাধা প্রদান করা হবে না। কেউ যদি বেআইনীভাবে কাউকে খুন করে তবে সে এবং তার পরিবার এর জন্য দায়ী হবে, তবে সে যদি কোন নিষ্ঠুর বা অত্যাচারী কাউকে খুন করে সেক্ষেত্রে ছাড় পেতে পারে। অবশ্যই আল্লাহতাআলা এই সনদের আনুগত্যকারীদের সাথে আছেন।

- ৩৯ নং ধারা: রাষ্ট্রের স্বার্থে মুসলিম এবং ইহুদীগণ পৃথকভাবে নিজ নিজ যুদ্ধের ব্যয়ভার বহন করবে এবং গনিমত নেবে।

- ৪০ নং ধারা: যে কেউ এই সংবিধান গ্রহণকারী কোন পক্ষের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে, তার বিরুদ্ধে সংবিধানের সকল পক্ষের পারস্পরিক সহায়তা অবশ্যকর্তব্য। প্রতিটি পক্ষ নিজেদের মাঝে পারস্পরিক বোঝাপড়া বজায় রাখবে, এবং সম্মানজনকভাবে লেনদেন করবে এবং নিজেদের মাঝে করা সকল প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে সচেষ্ট থাকবে।

- ৪১ নং ধারা: স্বাক্ষরকারী গোত্রের মিত্র কোন গোত্র সংবিধান লঙ্ঘন করলে পরের গোত্র দায়ী হবে। পূর্বের গোত্রকে দায়ী করা হবেনা। এবং নিপীড়িতদের সাহায্য করা হবে।

- ৪২ নং ধারা: ইহুদিরা যতক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বাসীদের সাথী ও সহযোদ্ধারূপে থাকবে মানে সংবিধান মেনে চলবে ততদিন পর্যন্ত তারাও নাগরিক হিসেবে যুদ্ধের ব্যয় বহন করবে ও তদনুপাতে গনিমত পাবে।

- ৪৩ নং ধারা: রাষ্ট্রে বিদ্যমান বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ এবং রক্তপাত নিষিদ্ধ। ইয়াসরিব উপত্যকা পবিত্র ভূমি, সেখানে রাষ্ট্রের বিভিন্ন গোত্রের মাঝে যুদ্ধ এবং রক্তপাত নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

- ৪৪ নং ধারা: সংবিধানের অধীনে আশ্রয় নেয়া জনগণের সমভাবে জীবনের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা। কোন ব্যক্তিকে মদিনায় আশ্রয় দেয়া হলে যতক্ষণ পর্যন্ত না সে ক্ষতিকর কিছু করছে বা বিশ্বাসঘাতকতা করছে ততক্ষণ পর্যন্ত জীবনের নিরাপত্তার ব্যাপারে তারও সমান অধিকার।

- ৪৫ নং ধারা: কোন নারীকে তার পরিবারের সম্মতি ছাড়া আশ্রয় দেয়া যাবে না।

- ৪৬ নং ধারা: রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিরোধ নিস্পত্তির অধিকার থাকবে রাষ্ট্রপ্রধানের এবং তিনি হবেন সর্বোচ্চ বিচারালয়ের সর্বোচ্চ বিচারক; স্বাক্ষরকারী সম্প্রদায়ের ঐক্যমতে এই রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি এবং পদাধিকারবলে প্রধান বিচারপতি মুহাম্মদ সাঃ।

- ৪৭ নং ধারা: শত্রুরাষ্ট্র যেমন কুরাইশ এবং তার মিত্রদের কোন আশ্রয় দেয়া যাবে না।

- বেশ আধুনিক মনে হচ্ছে। এটা অবশ্য আমরা বরাবরই মানি যে মুহাম্মদ লোক হিসেবে চালাক, ট্যালেন্টেড ছিল। চালাক না হলে কি আর মৃত্যুর ১৪০০ বছর পরেও ওয়ান-থার্ড মানুষকে জাদুগ্রস্ত করে রেখেছে।

- '১৪০০ বছর আগেও কিছু মানুষ তোর মত তাকে জাদুকরই মনে করত।

তোদের ইউরোপ যখন সামন্তসমাজের যাঁতায় পিষ্ট আর পোপতান্ত্রিক শাসনে ক্লিষ্ট তখন একজন নিরক্ষর মানুষ সমানাধিকার ও সংহতির যে সংবিধান দিয়েছে, তা সে যুগে কেউ কল্পনাই করতে পারত না। জাতিগত, ধর্মগত ভিন্নতা সত্ত্বেও যে ঐক্য হতে পারে, রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে, এই কনসেপ্ট একজন নিরক্ষর মানুষের মাথায় এসেছে। এটাকে তো জাদু মনে হবেই।

তোদের সেকুলার দাবি করিস যারা তাদের তো নবীজীকেই পূজা করা উচিৎ,

---

- ৪৮ নং ধারা: বাহির থেকে মদিনা রাষ্ট্রের উপর কোন আঘাত আসলে মুসলিম এবং ইহুদীগণ সম্মিলিতভাবে সেটা প্রতিরোধ করবে।
- ৪৯ নং ধারা: ইহুদীদেরকে কোন শান্তিচুক্তিতে আহবান জানানো হলে এটা তাদের দায়িত্ব যে তারা সেটি পালন করবে এবং এর সাথে দৃঢ়সংকল্পবদ্ধভাবে যুক্ত থাকবে। একইভাবে মুসলিমদেরকে কোন শান্তিচুক্তিতে আহবান জানানো হলে এটা তাদের দায়িত্ব যে তারা সেটি পালন করবে এবং এর সাথে দৃঢ়সংকল্পবদ্ধভাবে যুক্ত থাকবে। তবে কোন চুক্তিই তাদেরকে আল্লাহর পথে দ্বীনকে প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই থেকে বিরত করতে পারবে না।
- ৫০ নং ধারা: অত্র সংবিধানে স্বাক্ষরকারী প্রতিটি পক্ষ তাদের নিজ নিজ সম্মুখভাগের সমরনীতি নিজেরাই নির্ধারণ করবে।এবং কিভাবে নিজেদের রক্ষা করবে সে ব্যাপারে নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিবে।
- ৫১ নং ধারা: আউস গোত্র এবং তাদের মিত্র সকল ইহুদিগণ এই সংবিধানে স্বাক্ষরকারী অন্যান্য দলগুলোর মতো সমানভাবে সাংবিধানিক মর্যাদা পাবে এই শর্তে যে তারা নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার সাথে তাদের দায়িত্ব পালন করবে।
- ৫২ নং ধারা: সংবিধান অবমাননা করার কোন অধিকার কোন পক্ষের নেই। এই মর্মে বলা হচ্ছে যে এই সংবিধান কোন বিশ্বাসঘাতক বা অন্যায়ভাবে বলপ্রয়োগকারীকে কোন সুরক্ষা দিবে না। যারা যুদ্ধে যাবে বা যারা মদীনায় অবস্থান করবে সবার জন্যই নিরাপত্তা, শুধুমাত্র তাদের ছাড়া যারা গোলযোগ সৃষ্টি করছে এবং সংবিধান মেনে চলছে না।
- ৫৩ নং ধারা: যারা বিশ্বস্ততার সাথে এই সংবিধানের প্রতি আনুগত্যশীল থাকবে আল্লাহতাআলা ও তাঁর রাসূল রাষ্ট্রনায়ক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার পক্ষে আছেন।

যেমন তোরা অন্য দার্শনিকদের পূজা করিস। ধর্ম না মানিস, তার দর্শনটা স্বীকার করে নে। চে গুয়েভারা যদি বিপ্লবী হন, হেগেল-মার্ক্স-রুশো-ভলতেয়ার প্রমুখ যদি সভ্যতার মোড় ঘুরিয়ে থাকেন; তাহলে তো নবীজী আরো বড় বিপ্লবী, নির্যাতিত সংখ্যালঘুদের নেতা। নিজ হাতে গড়েছেন পুরো সভ্যতাকে। ডাবল স্ট্যান্ডার্ডে মাপিস কেন?'

নাস্তিকদের নাস্তানাবুদ করার একটা মোক্ষম অস্ত্র হল তাকে বুঝিয়ে দেয়া যে তুমি ডাবল স্ট্যান্ডার্ড করছ। পাশাপাশি দুটো সিনারিও দিয়ে দেখানো যে কাউকে যে কারণে তুমি বাহবা দিচ্ছ, একই কারণে ইসলামের সবকিছুকে তুমি উপহাস করছ। এটা তোমার মানবধর্মের কোন ন্যায়বোধে পড়ে? অবশ্য যদি সে শোনে। কথা শোনা নাস্তিক অবশ্য খুব বিরল প্রাণী।

- তো প্রথমে বদর যুদ্ধের পর পরই বনু কায়নুকাকে মদীনা থেকে বহিষ্কার করলেন রাষ্ট্রপতি। কেন জানিস?
- কেন আবার, দয়ার নবী তো, তাই।
- শোন তাহলে। ইহুদীরা সংবিধানে স্বাক্ষর করলেও মন থেকে রাষ্ট্রকে মেনে নিতে পারেনি। হানাহানির যুগে সংখ্যাগরিষ্ঠ পৌত্তলিকরা নির্ভরশীল ছিল সম্পদশালী ও শিক্ষিত ইহুদী মাইনরিটির উপর। নতুন রাষ্ট্রে হানাহানি নেই, আওস-খাযরাজ সুসম্পর্ক; তাই ইহুদীরা ভুগলো ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্সে।

  আরেকটা বিষয় ছিল। মদীনা ইসলামী প্রজাতন্ত্রের নাগরিক হবার অপরাধে মদীনার বাইরে বৃহৎ আরব পৌত্তলিক শক্তির রোষানলে পড়ার ভয়ও পেয়ে বসল তাদের।

  তাই বিভিন্নভাবে পুরনো হানাহানি উস্কে দিয়ে নতুন রাষ্ট্রকে অকার্যকর করে দেয়া তাদের উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল যাতে নবীজী ও মুহাজিরদেরকে উৎখাত করা যায়। বনু কায়নুকা যেহেতু বাস করত মদীনা শহরে তাই তাদের কার্যক্রম রাষ্ট্রের চোখে ধরা পড়ল তাড়াতাড়ি[৩]।
- তাই বলে নিজের ভিটে বাড়ি থেকে বের করে দেবে। কী অমানবিক?

---

৩. 'মহানবীর জীবন আলো', লেখক : মার্টিন লিংগস, পৃষ্ঠা ২৫৩

- আচ্ছা, এবার বনু নাযীর। কোন এক ব্যাপারে [৭] সহায়তা চাইতে নবীজী বনু নাযীরের কাছে যান। তারা এতে সম্মতও হয় এবং নবীজী ও সঙ্গী সাহাবীদের জন্য মেহমানদারির ব্যবস্থা করে। দলনেতা হুয়াইসহ কয়েকজন ইহুদী খানার বন্দোবস্তের অজুহাতে একত্রে মিলিত হয়। আলোচনার বিষয় ছিল, নবীজী একটি ঘরের দেয়ালের পাশে বসা আছেন। একজন ঘরের ছাদে উঠে একটি পাথর গড়িয়ে তাঁকে হত্যা করবে। মুসলমানদের হাত থেকে নিষ্কৃতির এমন সুযোগ আর পাওয়া যাবে না। আমর বিন জিহাশ বিন কাব এতে রাজি হয়। ওহী মারফত নবীজী এ খবর পেয়ে কাউকে কিছু না বলে তৎক্ষণাৎ মদীনা শহরে ফিরে আসেন । এবং দূত পাঠিয়ে সিদ্ধান্ত জানান যে, যেহেতু আমাকে হত্যার পরিকল্পনা করে তোমরা সংবিধান লঙ্ঘন ও রাষ্ট্রদ্রোহিতা করেছ তাই ১০ দিনের মধ্যে এই এলাকা ছেড়ে চলে যাবে। ১০ দিন পর কাউকে পেলে হত্যা করা হবে [৮]।

- মুহাম্মদকে হত্যা করতে চাইলে রাষ্ট্রদ্রোহ হবে কেন? এটা তো ব্যক্তিগত বিষয়।

- তুই ভুলে গেছিস, নবীজী কিন্তু এখন বৈধ সরকার।

১২১(ক) ধারা আমাদের বলছে–

> কেউ বাংলাদেশের ভিতরে ও বাইরে ১২১ ধারার কোন অপরাধের ষড়যন্ত্র করলে, অথবা বাংলাদেশের বা বাংলাদেশের কোন অংশের স্বার্বভৌমত্ব খর্ব করার ষড়যন্ত্র করলে, অথবা অপরাধমূলক শক্তি প্রয়োগ (Criminal Force) বা প্রদর্শন করে বৈধ সরকারকে উৎখাতের ষড়যন্ত্র করলে; তার শাস্তি হবে যাবজ্জীবন বা অনূর্ধ্ব ১০ বছর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ডও।

আমাদের সংবিধান অনুসারেই তো রাষ্ট্রদ্রোহ হয়েছে। এখন কি বলবি?

- আচ্ছা, বলে যা।

---

৭. হিজরী ৪র্থ সনে উহুদ যুদ্ধের পর, বিভিন্ন ঘটনার ডামাডোলে বনু আমির গোত্রের দুজন নিরপরাধ লোক নিহত হয়। বনু আমিরের মিত্র ছিল ইহুদী গোত্র বনু নাযীর। ঐ দুজনের রক্তপণ উসুলের ব্যাপারে সহায়তা চাইতে নবীজী বনু নাযীরের কাছে যান। (*ইবনে হিশাম* ই.ফা., ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮৮)

৮. *'মহানবীর জীবন আলো'*, লেখক: মার্টিন লিংগস, পৃষ্ঠা ৩১৯

- ইহুদীরা প্রথমে সিদ্ধান্ত মেনে নিলেও মুনাফিক ইবনে উবাইয়ের এবং আরেক ইহুদী গোত্র বনু কুরাইযার পক্ষ থেকে সাহায্যের আশ্বাসে বনু নাযীর মত পরিবর্তন করল। নবীজীকে জানিয়ে দেয়, আমরা যাবো না, আপনি যা পারেন করেন। মানে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা। এবার ১২১ ধারায় পড়ে গেল।

নবীজী বাহিনী নিয়ে বিদ্রোহী বনু নাযীরকে অবরোধ করেন। ৬ দিন পর্যন্ত তারা সাহায্যের আশায় থাকল। বনু কুরাইযা থেকে প্রথমে পজিটিভ ইঙ্গিত থাকলেও পরে তারা সাহায্যে অস্বীকৃতি জানায়, গাতফান গোত্র আর ইবনে উবাইও নীরবতা দেখায়। এদিকে তাদের আভ্যন্তরীণ কোন্দলও বেড়ে যায়। ৬ দিন পর তারা প্রস্তাব দেয় যে তারা আগের সিদ্ধান্তই মেনে নেবে, চলে যাবে এখান থেকে।

নবীজী জানান আগের সিদ্ধান্ত এখন আর নেই। ১২১ আর ১২১(ক) দুই ধারাই ভঙ্গ হয়েছে এখন। যেহেতু তারা যুদ্ধ ঘোষণা করেছে তাই নতুন সিদ্ধান্ত হল, অস্ত্র ও বর্ম ছাড়া যতটুকু সম্পদ উটের পিঠে ধরে ততটুকু নিয়ে যেতে পারবে। মানে আগের শাস্তিই, আজীবন বহিষ্কার আর সম্পদ বাজেয়াপ্ত, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড আর অর্থদণ্ডের সমউদ্দেশ্যের।

মানে নবীজীর দুটো বিচারই আমাদের সংবিধান অনুযায়ীও ঠিক আছে। এখনো যদি পার্বত্য চট্টগ্রামে এই ঘটনা ঘটে যা ইহুদীরা ঘটিয়েছে তবে বিচার এমনই হবে।

- আচ্ছা, এ দুটো কোনরকম মানা যায়। বনু কুরাইযারটা কি বলবি। ইস, কী করুণ গণহত্যা। আহা রে।
- সবুর সবুর। ঐটা বলব বলেই তো এতো কথা বললাম। এবার আসো বনু কুরাইযার ঘটনায়।

আমরা আগেই আলোচনা করেছি মদীনায় যখন বনু নাযীরকে অবরোধ করা হয় তখন বনু কুরাইযার পক্ষ থেকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি ছিল যার আশায় ছিল বনু নাযির। পরে যখন বনু কুরাইযা সমর্থন উঠিয়ে নিল তখন বনু নাযীরের আর কোন আশা রইল না। তারা আত্মসমর্পণ করল। মুসলিম

শরীফের এক হাদিসে এর দলিল পাওয়া যায় [৯] " ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত :

> *বনু নাযীর ও বনু কুরাইযার ইহুদীরা নবীজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। তিনি বনু নাযীরকে বহিষ্কার করেন এবং* ***বনু কুরাইযাকে থাকার অনুমতি দেন এবং অবকাশ দেন যতক্ষণ না তারা আবারও*** *তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল। তখন তিনি তাদের পুরুষদের হত্যা করলেন, নারী-শিশু-সম্পত্তি মুসলমানদের মাঝে বন্টন করলেন। তবে তাদের মধ্যে কিছু লোক নবীজীর সাথে যোগ দিল ও নিরাপত্তা পেল, তারা ইসলাম কবুল করল। নবীজী পর্যায়ক্রমে সব ইহুদীদের মদীনা থেকে বহিষ্কার করলেন"।*

এই সহীহ হাদিস থেকে আমরা পেলাম, বনু কুরাইযা আগেই একবার সংবিধান লঙ্ঘন ও দেশদ্রোহিতা করে ক্ষমা পেয়েছে। আর দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রদ্রোহিতায় তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে। এবং আরো পেলাম সব পুরুষকে হত্যা করা হয়নি। কিছু পুরুষ রক্ষা পেয়েছে।

- তোমাদের হাদিসে তো তোমরা একথা বলবাই।

- তুই তো পাকিস্তানপন্থী রাজাকারদের মত কথা বললি। কেউ কেউ যেমন অস্বীকার করে মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ মানুষ মারা যায় নাই। পাকিস্তানী কিছু লেখক বাংলাদেশের স্বাধীনতা নিয়ে যেমন ফালতু কথাবার্তা বলে। তোমরা ইতিহাস লিখছো, ৩০ লক্ষ তো বলবাই। তুইও ওই জাতীয় কথা বললি।
- কীভাবে?
- আমি একটা কথা বার বার বলি। বাংলাদেশের ইতিহাস বাংলাদেশী বা বাংলাদেশপন্থী লেখকেরটাই নিতে হবে। তুই পাকিস্তানী লেখকের দৃষ্টিতে আমাদের স্বাধীনতাকে দেখবি? ওদের মত 'ভারতীয় চক্রান্ত' বা 'বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন' বলবি আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধকে?
- তা কেন বলব। কখনোই না।
- তাহলে ইসলামের ইতিহাস ইসলামী সোর্স থেকেই নিতে হবে। পশ্চিমা বিশ্ব সেই ক্রুসেডের সময় থেকেই ইসলামের শত্রু। পশ্চিমা সোর্স থেকে ইসলাম

---

৯. *মুসলিম ই.ফা.*, হাদিস নং ৪৪৪০, (iHadith app হাদিস নং ৪৪৮৪)

শেখা যাবে না। নাকি শুধু ইসলামের ক্ষেত্রেই ডাবল স্ট্যান্ডার্ড?

- ঠিক আছে, কী যেন বলছিলি।

- বনু কুরাইযার অপরাধ কত বড় সেটা বুঝতে চাইলে মদীনার ভূগোলটাও[১০] জানতে হবে।

. মদীনার পূর্ব আর পশ্চিম সীমান্ত পুরোটাই লাভা পাহাড় দিয়ে ঘেরা।

. দক্ষিণ সীমানা বরাবর অধিকাংশ জায়গা জুড়ে 'জাবালে আইর' নামক পাহাড়। তার মানে এই তিন দিকে নগরী সুরক্ষিত।

. শুধু আইর পর্বতের পূর্বে একটু জায়গা খালি যেখানে বনু কুরাইজার দূর্গ অবস্থিত।

. আর উত্তর সীমান্ত পুরোটাই মুসলিমরা পরিখা খনন করে রেখেছে, ৩০০০ সৈন্য পরিখা বরাবর পজিশন নেয়া আছে। ওপারে কুরাইশ নেতৃত্বাধীন জোটের ১০০০০ সৈন্য পরিখা পার হতে পারছে না।

তার মানে একটাই উপায়, যদি বনু কুরাইযাকে সম্মত করা যায় তবে দক্ষিণ দিক দিয়ে মদীনা শহরে ঢোকা যাবে।

মানে বনু কুরাইযা যদি সংবিধানে অনুগত থাকে তবে খন্দকের যুদ্ধে মদীনা জিতবে। আর যদি বনু কুরাইযা বিশ্বাসঘাতকতা করে তবে মদীনা ধ্বংস হয়ে যাবে।

- মানে দাঁড়াল, মদীনা রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব নির্ভর করছে বনু কুরাইযার উপর।

- ঠিক এটাই ছিল সমীকরণ। কিন্তু ঐ যে আগে বহিষ্কৃত বনু নাযীরের সর্দার হুয়াই সাহেব। তিনি বনু কুরাইযাতে গেলেন, কুরাইশ জোট এর পক্ষে। দেখা করলেন বনু কুরাইযার সর্দার কা'ব বিন আসাদের সাথে। প্রথমে অস্বীকৃতি জানালেও, বাকপটু হুয়াইয়ের প্ররোচনায় রাষ্ট্রদ্রোহে সম্মতি দিল কা'ব সাহেব।

---

১০. খন্দকের যুদ্ধের একটা ম্যাপ দিচ্ছি শেষে।

হুয়াই কাবকে বুঝাতে সক্ষম হল যে পুরো আরব এসেছে ১০০০০ সৈন্য আর ১০০০ অশ্ব নিয়ে; মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর অনুসারীরা এবার নির্মূল হবেই হবে। সংবিধানের যে কপি বনু কুরাইযার কাছে ছিল তা হুয়াই ছিঁড়ে দিল।

এরপর কাব নিজ গোত্রের জনমত জরিপের জন্য বাইরে এল। কুরাইশ জোটের সৈন্য সমাবেশ স্বচক্ষে দেখার পর জনমত সংবিধান লঙ্ঘনের দিকেই চলে গেল।

মানে পুরো গোত্র বিদ্রোহ করল **গণভোট** দিয়ে [১১]।

- ঠিকই করেছে। এ সুযোগটুকু তো নেবেই মুহাম্মদকে উৎখাত করার।

- নবীজী সাথে সাথে সত্যতা যাচাইয়ের জন্য যুবাইর (রা.) ও দুই সা'দ-কে পাঠালেন। তারা বনু কুরাইযার বসতিতে যেয়ে যখন বুঝতে পারলেন যে তারা আসলেই বিদ্রোহ করেছে। এই প্রতিনিধিদল তাদেরকে বনু নাযীর ও কায়নুকার পরিণতি স্মরণ করিয়ে চুক্তিতে ফিরে আসার আহ্বান করলেন।

তারা জবাবে জানাল, আল্লাহর নবী আবার কে? মুহাম্মদ ও আমাদের মধ্যে কোন চুক্তি হয়নি। তারা কুরাইশ জোটের বিজয় আর মুসলিমদের ধ্বংসের ব্যাপারে এতটাই নিঃসন্দেহ ছিল যে, সংবিধান ও রাষ্ট্রের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করল [১২]।

- বীরের জাতি ছিল বটে বনু কুরাইযা।

- তো বীরের জাতির এই রাষ্ট্রদ্রোহে মদীনা রাষ্ট্র কতখানি হুমকির মুখে পড়ল। নবীজী পরিখায় সৈন্য কমিয়ে ১০০ সৈন্য পাঠালেন শহর পাহারার জন্য। পরে যখন জানলেন রাতেই ১০০০ জোটসৈন্য কুরাইযা দূর্গ দিয়ে শহরে আক্রমণ করবে ও মুসলিম নারীশিশুদের গ্রেফতার করবে। তখন তিনি আরো ৩০০ অশ্বারোহী শহরের ভেতর পাঠালেন। এজন্য আবার এদিকে পরিখার পাহারা দুর্বল হয়ে গেল। শত্রুরা একবার ভিতরে ঢুকেও পড়ল।

---

১১. *'মহানবীর জীবন আলো'*, লেখক: মার্টিন লিংগস, পৃষ্ঠা ৩৪৫-৩৪৬

১২. *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা ৩৪৮

- কত সুন্দর হত আজকের পৃথিবী যদি কুরাইশ জোট জিতে যেত। এতো হানাহানি, সাম্প্রদায়িকতা, জঙ্গিবাদ থাকত না।

- হ্যাঁ, সেই জারজময়, সমকামী ভরা দুনিয়াই তো তোমাদের স্বপ্ন।

এদিকে মুসলিম নারীশিশুরা এক দূর্গে অবস্থান করছিল যাদের দায়িত্বে ছিলেন বৃদ্ধ কবি হাসসান বিন সাবিত (রা.)। দূর্গের দরজায় গুপ্তচরবৃত্তিতে রত এক ইহুদী গোয়েন্দাকে হত্যা করে নবীজীর ফুফু সফিয়্যা বিনতে আব্দুল মুত্তালিব (রা.) দেয়ালের বাইরে মাথা ছুড়ে দেন। ইহুদীরা মনে করল এই দূর্গেও নিশ্চয় অনেক পুরুষ যোদ্ধা আছে। ফলে আর আক্রমণ করতে সাহস পেল না। মানে পুরুষদের সাথে মোকাবেলা না করে নারীশিশুদেরকে আক্রমণ করার অভিসন্ধিও ছিল তোর বীরের জাতির [১৩]।

আচ্ছা এই যুদ্ধে যদি মুসলিমরা হারতো তাহলে বনু কুরাইযা কী করত বলে তোর ধারণা ।

- অ্যাট লিস্ট মুহাম্মদের মত গণহত্যা তো আর করতো না।

- না, তা করবে কেন। মুসলমানদের ধরে ধরে চুমা দিত। ওরা জিতলে ওদের তাওরাতের আইন অনুসারেই ওরা ব্যবহার করত। দেখ তাওরাত কী বলছে।

"প্রথমে শান্তির প্রস্তাব দেবে। যদি মেনে নেয় তবে সবাই ক্রীতদাস হবে কিন্তু যদি শহরের লোকরা তোমাদের শান্তির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে এবং তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসে তাহলে তোমরা অবশ্যই শহরটিকে ঘিরে ফেলবে। এবং যখন শহরটিকে অধিগ্রহণ করে ফেলবে তখন তোমরা অবশ্যই সেখানকার সমস্ত পুরুষদের হত্যা করবে। কিন্তু তোমরা তোমাদের নিজেদের জন্য স্ত্রীলোকদের, শিশুদের, গরু এবং শহরের যাবতীয় জিনিস নিতে পার"।[১৪]

---

১৩. '*মহিলা সাহাবী*', নিয়ায ফতেহপুরী, পৃষ্ঠা ২০৩ (সূত্র : *আল ইসাবাহ*, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৭১)

১৪. (দ্বিতীয় বিবরণী/ Deuteronomy 20:10-14)
http://www.ebanglalibrary.com/banglabible/

শেষ পর্যন্ত বিচার এটাই হয়েছে। ওদেরই ধর্মগ্রন্থ অনুসারে।

- তো তুই কী বলতে চাচ্ছিস?
- আমি এতক্ষণ এটাই বলতে চাচ্ছি যে, এটা ছিল একটা বিচার, গণহত্যা নয়। বিচারের বিচারপতিও আসামীরা নিজেরাই ঠিক করেছিল। বিনা অপরাধে বনু কুরাইযার বিচার হয়নি । তো বনু কুরাইযার অপরাধ কী ছিল?

. দুই দুইবার রাষ্ট্রদ্রোহ,
. শত্রুদের সাথে যোগসাজশ,
. রাষ্ট্রকে ও সংবিধানকে অস্বীকার,
. সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি,
. নারীশিশুদের দূর্গ আক্রমণের চেষ্টা।

- পরে কী হল?
- তো পরে যেটা হল তা হচ্ছে, আল্লাহর সাহায্যে মুশরিক জোট ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। মুসলিম সেনাদল গিয়ে বনু কুরাইযার দূর্গ অবরোধ করল। ২৫ দিন অবরোধ চলল। তাদের নেতা কা'ব বিন আসাদ তাদের সামনে ৩ টি অপশন

---

১০ "যখন তোমরা কোন শহর আক্রমণ করতে যাবে, তখন প্রথমে সেখানকার লোকদের শান্তির আবেদন জানাবে।

১১ যদি তারা তোমাদের প্রস্তাব স্বীকার করে এবং দরজা খুলে দেয়, তাহলে সেই শহরের সমস্ত লোকরা তোমাদের ক্রীতদাসে পরিণত হবে এবং তোমাদের জন্য কাজ করতে বাধ্য হবে।

১২ কিন্তু যদি শহরের লোকরা তোমাদের শান্তির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে এবং তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসে তাহলে তোমরা অবশ্যই শহরটিকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলবে।

১৩ এবং যখন শহরটিকে অধিগ্রহণ করতে প্রভু, তোমাদের ঈশ্বর, তোমাদের সাহায্য করবেন, তখন তোমরা অবশ্যই সেখানকার সমস্ত পুরুষদের হত্যা করবে।

১৪ কিন্তু তোমরা তোমাদের নিজেদের জন্য স্ত্রীলোকদের, শিশুদের, গোরু এবং শহরের যাবতীয় জিনিস নিতে পার। তোমরা এই সমস্ত জিনিসগুলো ব্যবহার করতে পার। প্রভু তোমাদের ঈশ্বর, তোমাদের এই জিনিসগুলি দিয়েছেন।

১৫ তোমাদের থেকে অনেক দূরের সমস্ত শহরগুলোর প্রতি তোমরা এই কাজ করবে –তোমরা যে দেশে বাস কর সেখানকার শহরগুলো বাদ দেবে।

১৬ "কিন্তু প্রভু, তোমাদের ঈশ্বর, তোমাদের যে দেশ দিচ্ছেন তোমরা যখন সেই দেশের শহরগুলো অধিগ্রহণ করবে, তখন সেখানে শ্বাস নেয় এমন কাউকে জীবিত রাখবে না।

১৭ তোমরা অবশ্যই প্রভুর আদেশ অনুসারে হিত্তীয়, ইমোরীয়, কনানীয় পরিষীয়, হিব্বীয় এবং যিবুষীযদের পুরোপুরি ধ্বংস করবে।

দিলেন : [১৫]

১। যেহেতু আমাদের কাছে পরিষ্কার যে ইনিই সেই নবী অতএব চল আমরা ইসলাম গ্রহণ করি, আমাদের জান-মাল নিরাপদ হয়ে যাবে।

২। তাহলে চল আমরা নিজ হাতে আমাদের নারীশিশুদের হত্যা করি যাতে পিছুটান না থাকে এবং ওদের সাথে শেষ পর্যন্ত লড়াই করি।

৩। আর না হলে, আজ শনিবারের রাত। ওরা ভাবছে ইহুদীরা তো এদিনে যুদ্ধ করে না। চল আমরা এই সুযোগে ওদের আক্রমণ করি।

বনু কুরাইযা কোনটিতেও রাজি হল না।

তাদের জ্ঞাতি গোত্র বনু হাদল এর ৩ যুবক তাদেরকে প্রস্তাব দিল, যেহেতু আমরা জানিই যে ইনিই সেই সেই নবী, চল আমরা ইসলাম গ্রহণ করে নিরাপদ হয়ে যাই। তারা রাজি হল না।

২য় প্রস্তাব দিল যে, চল আমরা ওদের জিযিয়া কর দেয়ার প্রস্তাব দেই। তারা জানাল, আরবদের কর দেয়ার চেয়ে মৃত্যুই ভাল [১৬]।

মোটকথা মৃত্যুদণ্ড এড়ানোর যতগুলো উপায় ছিল, যতগুলো সুযোগ ছিল সবই তারা অস্বীকার করল।

- জীবন বাঁচানোর জন্য মুখে মুখে ইসলাম গ্রহণ করলেও পারত। কমসে কম বেঁচে তো যেত।

- এরপর, বনু কুরাইযা নবীজীর কাছে আত্মসমর্পণ করল। পুরুষদেরকে একদিকে আর নারীশিশুদের একদিকে রাখা হল।

রাষ্ট্রদ্রোহের কারণে সামনে ২ টা অপশন। হয় মৃত্যুদণ্ড অথবা আগের দুটো গোত্রকে একই ধরনের অভিযোগে নবী যে শাস্তি দিয়েছেন তা– বহিষ্কার ও মালামাল ক্রোক।

---

১৫. *ইবনে হিশাম* ই.ফা., ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩২-২৩৩
'মহানবীর জীবন আলো', লেখক: মার্টিন লিংগস, পৃষ্ঠা ৩৬১

১৬. 'মহানবীর জীবন আলো', লেখক: মার্টিন লিংগস, পৃষ্ঠা ৩৬২

বিচারের ভার নবীজীর হাতে থাকলে আশা করা যায় যে তিনি আগের মতই ফয়সালা করতেন। ইহুদীরাই বলেছিল, হে মুহাম্মদ, আমরা আমাদের মিত্র আওস গোত্রপ্রধান সা'দ বিন মুআযের ফয়সালার উপর আত্মসমর্পণ করছি [১৭]। তুই-ই বল এখানে নবীজী কিভাবে দোষী?

. একবার ক্ষমার পর ২য় বার রাষ্ট্রদ্রোহ করবা,

. আসামী হয়ে বিচারকও তুমিই ঠিক করবা,

. বিচারও তোমার কিতাব মতই হবে, মানে তুমি আজ বিচার করলে যেটা করতে সেটাই তোমাকে করা হচ্ছে।

আর কি চাস? ন্যায়বিচার আর কোনটা তোদের চোখে?

- মুহাম্মদের নির্দেশেই তো গণহত্যাটা হয়েছে।

- আবার গণহত্যা? তাহলে এতোক্ষণ কী বললাম?

ওনার নির্দেশে কোথায় হল? উনি তো সবই ইহুদীদের পছন্দের উপরই ছেড়ে দিলেন।

ইহুদীদের পছন্দের বিচারক সা'দ (রা.) নিজ গোত্র এবং নবীজীর কাছে নিজের একচ্ছত্র বিচারিক ক্ষমতা সত্যায়ন করে নিলেন। এবং তিনি দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রদ্রোহের এই ফয়সালা দিলেন, *সকল যোদ্ধাকে* [১৮] মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে, সম্পদ গনিমত হিসেবে বণ্টন হবে আর নারীশিশুদের দাস বানানো হবে।

নবীজী বলেন, আল্লাহর পছন্দ অনুযায়ীই হয়েছে সা'দের ফয়সালা।

- এই তো, এই তো, তাহলে তো মুহাম্মদ বিচার করলেও এটাই করতেন। কী বর্বরতা! ছি!

---

১৭. *ইবনে হিশাম* ই.ফা., ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩৭

১৮. সা'দ বিন মুআয (রা.) এর ফয়সালা ছিল قال تقتل مقاتلتهم وتسبي ذريتهم এখানে 'মুক্বাতিলা' শব্দের অর্থ যোদ্ধা। ক্বতল অর্থ হত্যা করা বা যুদ্ধ করা। (*মুসলিম*, হাদিস নং ৪৪৪৪)

- যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে নবীজীর বিগত বিচারগুলো কিন্তু সেকথা বলে না রাসেল ।

বদরের যুদ্ধের পর যুদ্ধবন্দীদের কি করা হবে এ নিয়ে পরামর্শ বসল। উমর (রা.) এর মতামতই ছিল আল্লাহর পছন্দনীয়। উমর বলেছিলেন, আমরা যার যার আত্মীয়কে হত্যা করব যাতে আল্লাহ জেনে নেন যে আমরা আত্মীয়তার চেয়ে ইসলামকে বেশি ভালোবাসি। কিন্তু নবীজী বিচার করেন আবু বকরের মত অনুসারে– মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়া।[১৯]

সুতরাং নবীর হাতে বিচার গেলে ভিন্নও হতে পারত। ভিন্ন হবার সম্ভাবনাই বেশি ছিল। বনু কায়নুকা আর বনু নাযীর-এর বিচারগুলোর রেফারেন্স টেনে।

এখানে নবীজীর সমালোচনার কোন অবকাশ নেই।

- তারপরও দোস্ত, অন্য শাস্তিও দেয়া যেত।
- আর কী শাস্তি দেয়া যেত তুই-ই বল। তোদের ডাবল স্ট্যান্ডার্ড শত প্রমাণের পরও যাবে না। বাংলাদেশের সংবিধানই তো মৃত্যুদণ্ড আর যাবজ্জীবন ছাড়া আর কোন শাস্তি দিচ্ছে না। সংবিধান যারা বানিয়েছে তারা তোর চেয়ে কম বোঝে মানবতা কাকে বলে সেটা?

এখন দেখি সা'দ (রা.) এই ফয়সালা করলেন কেন?

. আগের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, বদরের যুদ্ধে যাদের ছেড়ে দেয়া হল তারা আবারো উহুদে আর খন্দকে এসেছে,

. বনু নাযীরকে ছেড়ে দেয়া হল। তারা খন্দকের যুদ্ধে অর্ধেক আর্মি যোগান দিয়েছে।

. খন্দকের যুদ্ধে ইহুদীরা সরাসরি অংশ না নিলেও বনি আসাদকে রাজি করায়, বনি সুলায়ম থেকে ৭০০ যোদ্ধা সংগ্রহ করে দেয় ও বনি গাতফানকে খায়বারের অর্ধেক খেজুরের বিনিময়ে মদীনা বিরোধী জোটে অন্তর্ভুক্ত করে [২০]।

---

১৯. ইমাম আহমাদ ও ইমাম মুসলিম রহ. এর সূত্রে *হায়াতুস সাহাবাহ রা.*, শায়খ ইউসুফ কান্ধলভী রহ., দারুল কিতাব, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪২২-৪২৮

২০. 'মহানবীর জীবন আলো', লেখক: মার্টিন লিংগস, পৃষ্ঠা ৩৬৩

. আর যেহেতু দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রদ্রোহ । এর পুনরাবৃত্তি রোধে তাই রাষ্ট্রদ্রোহের সর্বোচ্চ শাস্তিই দেয়া হয়েছে– মৃত্যুদণ্ড। **আমাদের ১২১, ১২১(ক), ১২২ তিন ধারাতেই পড়ে বনু কুরাইযার বিচার।**

- কিন্তু তাই বলে সব পুরুষকে?

- সব পুরুষকে না। শুধু যোদ্ধাদের, যুদ্ধে গমণযোগ্য পুরুষদের। সেই যুগে এখনকার মত নিয়মিত সেনাবাহিনী ছিল না। গোত্রের সব সক্ষম প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষই ছিল যোদ্ধা। এখনো এই প্রথা অনেক দেশেই চালু আছে 'কন্সক্রিপশন' নামে। যেমন- ইসরাইল, কিউবা, উত্তর কোরিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, আফ্রিকার অধিকাংশ দেশ [২১]। মানে যুদ্ধের সময় সবাই যোদ্ধা।

যেহেতু বনু কুরাইযা সংবিধান ও রাষ্ট্রের অস্তিত্ব অস্বীকার করেছে, শত্রুর সাথে হাত মিলিয়ে বিদ্রোহ করেছে **গণভোটের দ্বারা**, তাই এই বিদ্রোহের দায় সব যোদ্ধার উপর বর্তাবে।

আর বুখারী-মুসলিমের হাদিসে 'মুক্বাতিল' শব্দটা ব্যবহৃত হয়েছে যার অর্থ যোদ্ধা। পুরুষ বুঝালে থাকত 'রজুল' [২২]।

মানে শুধু যোদ্ধাদেরই বিচারের আওতায় আনা হয়েছিল। অযোদ্ধা পুরুষের জন্য ছিল ক্ষমা।

- এমনওতো লোক ছিল যারা বিদ্রোহ করতে চায়নি?
- যদি কেউ দায় এড়াতে চাইত তবে সে সুযোগও ছিল।

. রিফাআ বিন সামাইল কুরাযী ও বনু হাদলের ৩ যুবক বেরিয়ে এসে ইসলাম কবুল করে।

---

২১. 'জিযিয়া কর' বিষয়ক গল্পে বিস্তারিত আছে।

২২. *মুসলিম*, হাদিস নং ৪৪৪৬ سعْد قَالَ فَإِنِّي أَحْكُمُ فِيهِمْ أَنْ تُقْتَلَ الْمُقَاتِلَةُ وَأَنْ تُسْبَى الذُّرِّيَّةُ وَالنِّسَاءُ وَتُقْسَمَ أَمْوَالُهُمْ

বুখারী, হাদিস নং ৩৮২১, ৩৮২২ فَقَالَ تَقْتُلُ مُقَاتِلَتَهُمْ وَتَسْبِي ذَرَارِيَّهُمْ

قَالَ فَإِنِّي أَحْكُمُ فِيهِمْ أَنْ تُقْتَلَ الْمُقَاتِلَةُ، وَأَنْ تُسْبَى النِّسَاءُ وَالذُّرِّيَّةُ، وَأَنْ تُقْسَمَ أَمْوَالُهُمْ

. আমর বিন সুদা কুরাযীও দায় নিতে অস্বীকার করে বের হয়ে আসেন যেহেতু তিনি সংবিধান লঙ্ঘনে নিজ গোত্রের বিরোধিতা করেন [২৩]।

যাদের মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে তারা সব বিকল্প শাস্তি বা উপায় অস্বীকার করেছে এবং বিদ্রোহের দায়ও অস্বীকার করেনি। যারা দায় অস্বীকার করেছে আর যারা অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিল তাদের দণ্ড দেয়া হয়নি [২৪]।

- এটা কি যে সে কথা। ৭০০-৯০০ মানুষকে একবারে হত্যা?
- আচ্ছা এখানে একটা সমস্যা আছে। আমাদের মূল সোর্স কুরআন। তারপর হাদিস। তারপর ইতিহাস।

. কুরআন বলছে, তোমরা তাদের কতককে হত্যা করছ কতককে বন্দী করছ [২৫]। মানে সব পুরুষকে হত্যা করা হয়নি।

. তিরমিযী আর নাসায়ীর হাদিস বলছে, ঐদিন বিচারের সময় ইহুদী পুরুষই ছিল ৪০০এর মত [২৬]।

ইতিহাসবিদ ইবনে ইসহাক যে ৭০০ নিহতের কথা বললেন তা বাকি মাপকাঠীতে টেকেনা। হাদিস সংরক্ষণ পদ্ধতি যদি বুঝতি তাহলে বুঝতি যে কত নির্ভরযোগ্য এসব হাদিসের বই [২৭]। হাদিসের দলিল আগে।

যদি সব পুরুষকেও দণ্ড দেয়া হয় তবুও ৪০০ এর বেশি নয়। এর মাঝে নাবালক আর আরো কিছুকে তো ছেড়ে দেয়াই হল।

কুরআন-হাদিস-ইতিহাস তিনটাই মিলে যায় এই হাদিসে যেটা ইবনে

---

২৩. ইবনে হিশাম ই.ফা., ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩৫

২৪. আতিয়া কুরাযী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : *আমি কুরাইযা গোত্রের বন্দীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম, (যাদের হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল)। সে সময় লোকেরা তদন্ত করে দেখছিল এবং যাদের নাভীর নীচে চুল উঠেছিল, তাদের হত্যা করা হচ্ছিল। আর আমি তাদের দলভুক্ত ছিলাম, যাদের তখনো নাভীর নীচে পশম উঠেনি। ফলে আমাকে হত্যা করা হয় নি।* (আবু দাউদ ই.ফা. হাদিস নম্বর : ৪৩৫২, তিরমিযী/১৫৮৪, ইবনে মাজাহ/২৫৪১)

২৫. কুরআন ৩৩/২৬

২৬. ইবনে হিশাম ই.ফা., ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৬ এবং তিরমিযী, হাদিস নং ১৫৮২ (iHadith app)

২৭. এ বিষয়ে নতুন গল্প ইনশাআল্লাহ।

আসাকির বর্ণনা করেছেন :

অতঃপর হযরত তাদের তিন শত পুরুষকে নিহত করলেন এবং অবশিষ্ট লোকদের বললেন–তোমরা সিরিয়া প্রদেশে চলে যাও, অবশ্য তোমাদের গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখবো। অতঃপর হযরত তাদের সিরিয়া প্রদেশে পাঠিয়ে দিলেন[২৮]।

- তোরা যা বলবি তাই বিশ্বাস করতে হবে। কী আর করা।

- এখন তুই আমাকে বল :

. দুই দুইবার রাষ্ট্রদ্রোহ,
. বিচারকও দিলেন আসামীর পছন্দের,
. বিচারটাও হল আসামীরই পবিত্র গ্রন্থমতে,
. গণভোটের বিদ্রোহে হল সব বিদ্রোহীর মৃত্যুদণ্ড,
. অভিযুক্তরা বিচার মেনেও নিল,
. বাংলাদেশের বর্তমান সংবিধানেও বিচার এটাই হত।

সব পয়েন্টগুলোকে এক পাল্লায় মেপে বল তো, এখানে আমাদের নবীর সমালোচনাটা কোথায়? তোকে না। তোর মানবধর্মকে প্রশ্ন করছি। ডাবল স্ট্যান্ডার্ড করে যে লক্ষ লক্ষ মানুষের মনে কষ্ট দিয়ে ব্লগ লিখিস এটা তোদের মানবধর্ম সায় দেয়?

এতোই যদি মানবতা কপচাস, তবে আরেকজনের আবেগে আঘাত দেয়া এটা কেমন মানবতা। দেশ, ধর্ম, ধর্মের নবী আমাদের আবেগ। দেশ নিয়ে বললে তোর কষ্ট লাগে না? তোর বাবা মাকে গালি দিলে তোর কষ্ট লাগে না? ধর্মও আলাদা কিছু না। যাদেরকে গালি দিস তাদের কথা ভেবে এই দুনিয়ার এক তৃতীয়াংশ মানুষের চোখের পানি পড়ে। আর কতদিন এভাবে চলবে রাসেল?

- না বুঝলাম, কিন্তু রেফারেন্স গুলো সব তোদের কিনা। তাই কত রাখঢাক করেছিস কে জানে।

---

২৮. আল্লামা সুয়ুতির আল জামি আল কুবরা এবং আলী ইবন আব্দ-আল-মালিক আল হিন্দী'র কানযুল উম্মাল।

গলা বুজে আসে নিয়াজের। রাসেলকে রেখেই বেরিয়ে আসে ও। মনটা বিষাক্ত হয়ে আছে। এই অসুস্থ সম্প্রদায়ের সাথে তর্ক করাও এক ধরনের অপচয়। সব যুক্তি শেষে এদের কথা শেষ পর্যন্ত গিয়ে দাঁড়ায়, যেহেতু স্রষ্টাকে দেখি না, তাই কখনো মানবো না এবং তোরা রেফারেন্সে কারচুপি করেছিস।

এরা বোধ হয় জননীর কাছে গিয়েও জননকর্মের ভিডিও চায়, নিজ চোখে না দেখে শুধু জননীর কথার উপর ভিত্তি করে জনককে 'বাপ' ডাকা তো ডাবল স্ট্যান্ডার্ড হয়ে গেল। মনে হয় জননী ভিডিও দিয়ে প্রমাণ করলেও মানবে না। বলবে– এটা এডিট করেছ, মা।

কি রাসেলের উপর রাগ হচ্ছে? রাগ হলে তো আপনি ফেল। মমতা আসতে হবে। বুক ফাটা দুআ আসতে হবে। শেষনবীর উম্মত বলে কথা।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

(আলহামদুলিল্লাহ)

পরিপূর্ণ দাড়ি : জঙ্গল নয়, ছায়াবীথি

শামীমের বাবা-মা ইদানীং খুব টেনশন করছেন। কারণটা অবশ্যই শামীম। আপনারা ভাববেন না আবার যে শামীম বোধ হয় মাদকের অন্ধকার জগত পা বাড়িয়েছে। না না, টেণ্ডার-চাঁদাবাজিতেও নেই ও, ওর মত ভদ্র ছেলে আপনাদের হারিকেন দিয়ে খুঁজতে হবে। আগের বাবা-মায়েরা অবশ্য সন্তান প্রেম-পিরীতি করলে কষ্ট পেতেন। শামীম ওসবেও নেই। জাহাঙ্গীরনগরের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে ফার্স্ট ক্লাস সেকেন্ড, বিসিএস-এর ভাইভাতে টিকেছে অ্যাডমিনে। তাহলে আবার বাবা-মায়ের চিন্তা কেন? আমিও তো তাই বলি। বাবামায়ের চিন্তা আপনারা কী বুঝবেন গো। কোথায় ছেলে ম্যাজিস্ট্রেট হচ্ছে, বিয়েশাদী করবে; এখন কি এসবের বয়স? বুড়োমানুষের মত বুক পর্যন্ত দাড়ি, পায়জামা-পাঞ্জাবী। তার ওপর দেশের যা অবস্থা। দাড়িওয়ালা ছেলে বিয়েই বা করবে কে?

ওর বাবার অবশ্য দাড়ি আছে। ওনার কথা হল, ঠিক আছে এখন না, পোস্টিংটা হোক, বিয়েটা সেরে ফেল, এরপর ওসব হবে খন। শামীম কিছু বলে না। মা তো একদিন কেঁদেই ফেললেন। পেপার-পত্রিকা পড়লে মন তো আর মানে না। একমাত্র ছেলে। নিজেরা বলে যখন কাজ হল না তখন আত্মীয়স্বজনরাও চেষ্টা শুরু করল।

আজ বড়মামার বাসায় শামীমের দাওয়াত, দুপুরে। শামীম খুব ভালো করেই জানে, দাওয়াতটা উদ্দেশ্যমূলক। শামীম ছোটবেলা থেকেই ওর বড়মামার খুব ভক্ত। বড়মামাও ভাগ্নেদের মধ্যে ওকেই 'বাপজান' বলে ডাকে। শামীমের এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে যদি কিছু কাজ হয়।

- কেমন আছিস বাপজান?

- জ্বি মামা,আলহামদুলিল্লাহ। আরে সাইফুল্লাহ যে, কবে এসেছিস বাসায়? জানালি না তো?

সাইফুল্লাহ শামীমের মামাতো ভাই। এক বছরের ছোটবড় ওরা। বন্ধুরই মত। খুলনায় থাকে, কুয়েটে পড়ে।

- আজ সকালেই এসেছি। এসে শুনলাম তুই দুপুরে খাবি। তাই আর ফোন দিলাম না। তোকে তো চেনাই যাচ্ছে না রে শামীম।
- সাইফ, তোর মায়ের কাছে শুনে আয় তো খাবার হতে কতক্ষণ।
- শুনেছি আব্বু, মা বলল, তোরা গল্পগুজব কর। হলে আমি ডেকে নেব।
- হুমমম। তো বাপজান, কেমন চলছে? পোস্টিং কবে?
- এই তো মামা এই মাসেই দিবে শুনেছি। এখন কবে যে দেয়।
- 'বাপজান রে তোকে কিছু কথা বলি', শামীম পুরনো কথাগুলোই আবার শোনার প্রস্তুতি নেয়।

- তোর বাবামায়ের একমাত্র ছেলে তুই। তাদের সব স্বপ্নই তুই পূরণ করেছিস। এখন দেখেশুনে একটা বিয়ে দিয়ে যেতে পারলে তাদের শান্তি। কিন্তু তাঁরা তো এখন তোর কারণে কষ্ট পাচ্ছে বাপজান । বল, বাবামাকে কষ্ট দেয়া এটা কোন হাদিসে আছে। দাড়ি যে রেখেছিস, ভালো ফ্যামিলির মেয়েরা তো বিয়েতে রাজিই হবে না। আরো এখন দিনকাল যা পড়েছে। কবে আবার সন্দেহে পড়ে গ্রেপ্তার না হয়ে যাস রে বাপ।

- 'এটাই তো এখন সবচেয়ে বড় সমস্যা। তাছাড়া দাড়ি রাখা তো সুন্নাত। সুন্নাত ছাড়লে তো আর গুনাহ হবে না। কিন্তু ফুপা-ফুপি যে পেরেশান হচ্ছেন, এতে কিন্তু তোর গুনাহ হচ্ছে'। সাইফুল্লাহ বাবার কথায় সায় দিল।

- আরেকটা জিনিস শোনাই তোকে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন ছিলেন দেখতে একটু কুশ্রী, চোপড়াভাঙ্গা। একটা ছোট বাচ্চা মেয়ে তাঁকে একবার চিঠি লিখেছিল, মিস্টার প্রেসিডেন্ট, আপনি দাড়ি রেখে দিন। দেখতে সুন্দর লাগবে। উনি রেখে দিলেন। যারা হ্যাংলাপাতলা দাড়ি রাখলে ভালো লাগে। সুন্দর চেহারার লোক দাড়ি রেখে সৌন্দর্য ঢাকবে কেন? তুই আমাদের কথা শোন বাপ।

- আমার কিছু কথা ছিল, মামা। খানিক কেশে লম্বা বয়ানের প্রস্তুতি নেয় শামীম।

প্রথমত মামা, দাড়ি রাখা সুন্নত নয়, ওয়াজিব [১]।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে পারস্য সম্রাটের দুজন দূত দেখা করতে এল। তাদের গোঁফ ছিল বড়, দাড়ি কামানো। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিরক্তির সাথে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের এরকম করতে কে বলেছে। জবাব এল, আমাদের রব্ব বলেছেন, মানে পারস্যসম্রাট কিসরা। তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আর **'আমার রব্ব'** আমাকে বলেছেন যেন আমি দাড়ি লম্বা করি আর গোঁফ ছোট রাখি [২]।

মানে দাড়ি রাখা আল্লাহরই হুকুম, মানে ওয়াজিব [৩]।

শুনেছি, এক মুষ্ঠির চেয়ে দাড়ি ছোট করা হারাম, কবীরা গুনাহ, তাওবা ছাড়া মাফ হয় না [৪]।

পিতামাতা যখন আল্লাহর হুকুমের বিপরীত হুকুম করেন তখন পিতামাতাকে মানা যাবে না [৫]।

---

১. *'নূরানী চেহারাঃ দাড়ির তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ'*; মুফতি ইমরান বিন ইলিয়াস, জামিয়া ইসলামিয়া দারুল ইসলাম, মিরপুর-১; পৃষ্ঠাঃ ৫৫

দেখুন : *হস্তক্ষেপমুক্ত পূর্ণ দাড়ি রাখা ওয়াজিব*, শাইখুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধলভী মাদানী রহ., তাহক্বীকঃ শায়খ আল্লামা আবদুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায রহ.।

২. ইবনে জারির আত তাবারি, ইবন সা'দ ও ইবন বিশরান কর্তৃক নথিকৃত। আল আলবানি এক হাসান বলেছেন। দেখুন আল গাযালির *ফিক্বহুস সিরাহ* ৩৫৯ পৃষ্ঠা এবং *আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া* ৩/৪৫৯-৪৬০

৩. আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সরাসরি আদেশ দ্বারা ওয়াজিব হুকুম সাব্যস্ত হয় (*'নূরানী চেহারাঃ দাড়ির তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ'*; মুফতি ইমরান বিন ইলিয়াস, পৃষ্ঠা ৫৬)
এবং (*হস্তক্ষেপমুক্ত পূর্ণ দাড়ি রাখা ওয়াজিব*, শাইখুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধলভী মাদানী রহ., তাহক্বীকঃ শায়খ আল্লামা আবদুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায রহ., পৃষ্ঠা ২১)

৪. ১ নং রেফারেন্স এর ৩য় অধ্যায়, পৃষ্ঠাঃ ৫৬-৫৮

৫. (Fatwa: 78/33/L=1433) Question # : 35920

- ওয়াজিব নাকি? তা তো জানতাম না।

- দ্বিতীয়ত, আলেমদের মুখে শুনেছি। একবার খুন করলে একটাই খুনের গুনাহ লেখা হল। যতক্ষণ যিনা হচ্ছে ততক্ষণই যিনার গুনাহ লেখা হল। খুন আর যিনার গুনাহ তো অবশ্যই দাড়ির কাটার চেয়ে বড়। তবে দাড়ি কাটার গুনাহটা এরকম, কেউ যদি দাড়ি কামিয়ে ফেলে বা এক মুষ্ঠির চেয়ে ছোট করে ফেলে; যতদিন তা বড় হয়ে একমুষ্ঠি পরিমাণ না হবে ততদিন গুনাহ লেখা হতেই থাকে, কন্টিনিউয়াস গুনাহ, গুনাহে জারিয়া [৬]। আর বিপরীতে কেউ যদি দাড়ি রাখে তার নেকী লেখা হতেই থাকে যদিও সে তখন আমল করছে না। সামান্য স্টাইল আর ফ্যাশনের জন্য আমরা কী পরিমাণ গুনাহ কামাই আর কী বিপুল সওয়াব থেকে বঞ্চিত হই দেখেছেন, মামা?

- বলিস কিরে?

- জ্বি মামা। একটা ঘটনা বলি।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন ওয়াফাত হয়েছেন। মদীনার মেয়েরা এল আম্মাজান আয়িশাহ (রা.) এর কাছে, 'আমাদের নবী দেখতে কেমন ছিলেন, আম্মাজান?'

ঐ ঘটনাটা মনে আছে না মামা, ঐ যে মিশরের ফার্স্টলেডি জুলাইখা প্রেমে পড়ে গেল নবী ইউসুফ (আ.) এর। ইউসুফ (আ.) কে আল্লাহ তাআলা সবচেয়ে সুন্দর করে বানিয়েছিলেন।

It is wajib to grow beard. It is the sign of Islam. You are not allowed to shave it due to parents' objection or it prevents you to get a job.
http://www.darulifta-deoband.com/home/en/Clothing--Lifestyle/35920

৬. *"দাড়ি কর্তনকারী সলাত আদায়, সিয়াম পালন, হজ্জ-ইমরা ইত্যাদি যাবতীয় ইবাদাতের সময় এমনকি ঘুমানো, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদির সময়ও পাপে লিপ্ত থাকে। সে পাপ করতে ইচ্ছে করুক বা না করুক, দাড়ি কাটা বিরতিহীন পাপ কাজের কারণ হওয়াতে সে সর্বদাই পাপে নিমজ্জিত থাকে"*। সূত্র : *হস্তক্ষেপমুক্ত পূর্ণ দাড়ি রাখা ওয়াজিব*, শাইখুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধলভী মাদানী রহ., তাহক্বীক : শায়খ আল্লামা আবদুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায রহঃ, পৃষ্ঠা ১৫ ভূমিকা।

ওনার বংশধররা লেবাননের অধিবাসী। তাওহীদ নামে আমার এক ফ্রেন্ড আছে আবুধাবীতে। ওর ক্লাসমেট কিছু ছিল লেবানীজ। ও বলে, দোস্ত, লেবানীজ ছেলেগুলো দেখলেই মাথানষ্ট, এত সুন্দর !!! মেয়েগুলোর কথা বাদই দিলাম।

তো জুলাইখা যখন প্রেমে পড়েই গেল তখন তার বান্ধবীরা ছি ছি করতে লাগল। জুলাইখার রুচি এতো খারাপ যে শেষ পর্যন্ত দাসের প্রেমে? এই কানাঘুষা যখন ফার্স্টলেডির কানে গেল তখন সে একটা পার্টির আয়োজন করল বান্ধবীদের নিয়ে। দাঁড়া, তোদের আজ দেখাব আমি কার প্রেমে মজেছি। দস্তরখানে বসিয়ে সবাইকে একটা করে আপেল আর একটা করে ছুরি দিল। আর বলল, আমি যখন বলব তখন আপেলটা কাটবে তোমরা। তারপর জুলাইখা ইউসুফ (আ.) কে বলল রুমে ঢুকতে আর বান্ধবীদেরকে বলল ফল কাটতে। অপলক হয়ে ইউসুফ (আ.) এর সৌন্দর্য দেখতে দেখতে আপেল কাটতে গিয়ে সবাই নিজেদের হাত কেটে ফেলল। কুরআনেই আছে, সূরা ইউসুফে [৭]।

- মাশাআল্লাহ।

- তো আম্মাজান আয়িশাহ (রা.) বললেন, ‘তোমরা তো কুরআনে ইউসুফ (আ.) এর ঘটনা পড়েছ, মিশরের মেয়েরা তাঁকে দেখে হাত কেটে ফেলেছিল। ও মদীনার মেয়েরা, তোমরা যদি তোমাদের নবীকে দেখতে তাহলে তোমরা তোমাদের গলা কেটে ফেলতে।” [৮] আমার প্রশ্ন মামা, নবী কি এতো সুন্দর দাড়িসহ নাকি দাড়ি ছাড়া?

- দাড়িসহই তো।

- আরেকটা হাদিস আছে জাবির (রা.) থেকে। তিনি বলেন, *আমি একবার লাল হুল্লাহ মানে চাদর ও লুঙ্গি পরিহিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে এক পূর্ণিমা রাত্রির চাঁদনীতে দেখি। তারপর আমি একবার*

---

৭. সূরা ইউসুফ ১২/৩১-৩৩

৮. *খুতুবাতে হাকীমুল ইসলাম* ক্বারী তৈয়ব সাহেব রহঃ (ক্বারী তৈয়ব সাহেব রহঃ ছিলেন দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসার সাবেক অধ্যক্ষ)

তাঁর দিকে ও একবার চাঁদের দিকে তাকিয়ে দেখতে থাকি যে কে বেশি সুন্দর। আমার মনে হল তিনিই চাঁদের চেয়ে বেশি সুন্দর [৯]। বল তো সাইফুল্লাহ, চাঁদের চেয়ে সুন্দর আমাদের নবী। দাড়িসহ, নাকি ছাড়া?

- অবভিয়াসলি দাড়িসহ।

- মামা, দাড়ি সৌন্দর্য ঢাকে না। সৌন্দর্য বাড়ায়। সৃষ্টির দিকে তাকালেও দেখবেন সব পুরুষ প্রজাতিকে আল্লাহ আলাদা কিছু দিয়েছেন। কারো কেশর, কারো পেখম, কারো ঝুঁটি, কারো কুঁজ– দূর থেকে দৃশ্যমান কিছু একটা। এগুলো পুরুষের পুরুষালি ভাবের প্রতীক।

তাহলে বলেন, মানুষের ক্ষেত্রে দৃশ্যমান কোন জিনিসটা পুরুষে আছে, মেয়েদের নেই।

বিজ্ঞানীরাও গবেষণায় দেখিয়েছেন, দুই চোয়ালের মাঝের দূরত্ব পুরুষালি ভাবের ইন্ডিকেটর। দাড়ি এই জিনিসটাই বাড়িয়ে তোলে [১০]।

সবচেয়ে বড় কথা নবীর সৌন্দর্য যে মেয়ের কাছে সুন্দর না, সে মেয়েকে আমারো দরকার নেই। নবীর চেহারা তো আল্লাহর কাছেই এত প্রিয় যে এই চেহারার উসিলায় না জানি হাশরের মাঠে কত মাফ হয়ে যায়।

---

৯. *শামায়েলে তিরমিযী* ই.ফা., ১ম অধ্যায়,হাদিস নং-১০

১০. মূল রিসার্চ পেপার :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090513816300332
Evolution and Human Behavior Volume 38, Issue 2, March 2017, Pages 164–174
School of Psychology, The University of Queensland, Australia এর Barnaby J.W. Dixson ও James M. Sherlock আরও ছিলেন Institute of Neuroscience and Psychology, University Of Glasgow, Scotland, UK এর Anthony J. Lee এবং School of Psychology and Neuroscience, University of St Andrews এর Sean N. Talamas .
৩৭ জন পুরুষের ক্লিনশেভ ও পূর্ণ দাড়ি অবস্থার ফটো নিয়ে তারা গবেষণা করেন।
১ম স্টাডিতে তারা ফলাফলে আসেন যে, দাড়ি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখে পুরুষালিভাব (masculinity) ও প্রতিপত্তি (dominance) বৃদ্ধিতে।
২য় স্টাডিতে তারা পান, আকর্ষণ (attractiveness) বেশি হওয়ার
ক্রমধারাঃ দাড়িসহ ছোট চোয়াল > দাড়িসহ বড় চোয়াল > ক্লিনশেভ বড় চোয়াল > ক্লিনশেভ ছোট চোয়াল।
পরিশেষে যে সিদ্ধান্তে তারা এলেন তা হল, পুরুষালিভাব (masculinity) ও প্রতিপত্তি (dominance) বৃদ্ধিতে দাড়ি মূল ভূমিকা রাখে পুরুষের চেহারার আকার বৃদ্ধি করে।

- হ্যাঁ রে বাপজান, আমিও কবে থেকে ভাবছি রেখে দিব। আর হয়ে উঠছে না।

- শায়েখ আশরাফ আলী থানভী রহ. এর একজন খলীফা। উনিও আল্লাহর ওলী, নাম হযরত আযীযুল হাসান মাজযূব রহ. । ওনাকে ওনার ছাত্ররা জিজ্ঞেস করল : ওস্তাদ, আল্লাহ যদি প্রশ্ন করে, বান্দা কী নিয়ে আমার কাছে এসেছো। আল্লাহর কাছে কোন আমল পেশ করবেন? তিনি বললেন :

বাবারা, নামাযও নামাযের শান মোতাবেক হয় নাই, রোযাও রোযার শান অনুযায়ী হয় নাই। এগুলো পেশ করলে যদি কবুল না হয়। আমি বলব, আয় আল্লাহ, আমি কিছুই নিয়ে আসতে পারিনি। শুধু আপনার প্রিয়নবীর চেহারাটা সাথে করে নিয়ে এসেছি। এখন যদি আপনার ইচ্ছা হয়, এই চেহারাটাকে পোড়ানোর, তাহলে পোড়ান ।

- 'আহ'। মামার চোখে পানি।

- আসলে মামা মৃত্যু কখন আসে তা তো বলা যায় না। হয়তো আমার কাফনের কাপড় এখন এই মুহূর্তে দোকানে সাজানো আছে, চলে এসেছে বাজারে। তাই মৃত্যুর সময় কমসে কম নবীর চেহারাটা নিয়ে যেতে চাই, মামা। আহা কত আফসোস ঐ মুসলমানের সন্তানের জন্য, নবীর উম্মত হয়েও যার নবীর চেহারা নসীব হয় না।

- কিন্তু দাড়ি রেখেও তো কত মানুষ খারাপ কাজ করে। সাইফুল্লাহ সন্দিগ্ধ।
- দাড়ি যতজন রাখে তার মধ্যে কতজন খারাপ? আর দাড়ি যতজন রাখেনা তার মধ্যে কতজন খারাপ? বল। আর কে দাড়ি রেখে খারাপ কাজ করল তা কি আমার দেখার বিষয়? তার হিসাব সে দিবে। হয়ত সে খারাপ কাজ ছাড়ার চেষ্টা করছে। হয়ত এই খারাপ কাজ সত্ত্বেও আল্লাহ এই ক্লিনশেভের জমানায় দাড়ি রাখার কারণে মাফ করে দিবেন তাকে। প্রশ্ন হল, আমি কী নিয়ে যাচ্ছি?

আর নর্মাল তো এটাই পুরো দাড়ি যদি কেউ রেখে দেয়, এই দাড়িই তাকে অনেক খারাপ কাজ থেকে বাঁচাবে। দাড়ি রেখে ডিজে পার্টিতে নাচতে খারাপ লাগবে, পাবলিক প্লেসে ধূমপান করতে খারাপ লাগবে। ইভটিজিং করতে

পারবে না, মেয়েদের দিকে বেহায়ার মত জুল জুল করে তাকাতেও পারবে না।

সুন্নতী পোশাক পরলে আরো অনেক গুনাহ থেকে বাঁচতে পারবে। যে বাঁচতে চায়। আর যে গুনাহ থেকে বাঁচতেই চায় না, তার তো মক্কা শরীফে থেকেও গুনাহ হয়ে যাবে। এইজন্য আলেমরা বলেন, প্যাকেট ঠিক থাকলে ভিতরের জিনিসও ঠিক থাকবে।

- হা হা, দারুণ তো। প্যাকেট ঠিক, চানাচুরও মচমচে। কি বল সাইফুল্লাহর মা।

- 'আমি তো কবে থেকেই বলছি রেখে দাও। আমার কোন কথা শুনেছ জীবনে'? বড়মামী যে কখন পিছনে ডাইনিং এর চেয়ারে এসে বসেছে টেরই পায়নি শামীম।

- আচ্ছা যাও, গত পরশু এই জিলেট ভেক্টরটা কিনলাম তো। ওটা মাসখানেক ইউজ করে রেখে দিব। দুইমাস পর থেকে ইনশাআল্লাহ।

- আলহামদুলিল্লাহ। আর আপনারা সবাই বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে ভয় পাচ্ছেন তো? যাদেরকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে তাদের মধ্যে দাড়ি-টুপি-পাগড়ি-জোব্বা ওয়ালা লোক তো আমার চোখে পড়েনি। প্যান্ট শার্ট পরা আর ক্লিনশেভড লোকই তো বেশি মনে হয় আমার কাছে। আসলে পরিপূর্ণ সুন্নতের মধ্যেই হেফাজত। যিনি হেফাজত করেন তিনি তাঁর নবীর সুন্নতের মাঝেই তা রেখে দিয়েছেন।

আর বিয়ে? আমি যেরকম মেয়ে চাই সেরকম মেয়ে দাড়ি ছাড়া আমাকে বিয়েই করবে না। অনেক মেয়ে আছে নামায-রোযা-পর্দা করে কিন্তু দাড়িওয়ালা ছেলে বিয়ে করবে না, নবীর চেহারাকে মহব্বত করে না। এই দাড়ি হল গিয়ে মামা ফিল্টার। এই ফিল্টার দিয়ে ঐ মেয়েটাই আমার কাছে আসতে পারবে যে আল্লাহকে ভালোবাসে, আল্লাহর রাসূলকে ভালোবাসে, আল্লাহর প্রতিটা হুকুম-নবীর প্রতিটা সুন্নতকে ভালোবাসে এবং শেষ পর্যন্ত আল্লাহ ও রাসূলের জন্য আমাকেও ভালোবাসে।

যার মনে আল্লাহর-নবীর মহব্বত-শুকরিয়াই নেই, যাদের কাছে সে চিরঋণী; তার মনে আমার জন্য মহব্বত আর শুকরিয়া কোত্থেকে আসবে, আর 'আমার বাপমাকে' ভালবাসা তো আরো পরের কথা। এজন্য মামা টেনশন করবেন না। আব্বু-আম্মুকেও একটু বুঝিয়ে বলবেন, প্লিজ।

শামীমের পোস্টিং এখন সুনামগঞ্জের বিশ্বম্ভরপুরে। সহকারী কমিশনার (ভূমি)। বিয়ে অবশ্য এখনও হয়নি। শামীম নিশ্চিত জানে সেই একজন ঠিক করেই রাখা হয়েছে,যে বিয়েই করবে না তাকে এই দাড়ি না থাকলে। এই বিশ্বচরাচরের কোন এক দেশে, কোন এক জেলায়, কোন এক বাসায় সে থাকে। নিশ্চয়ই প্রহর গুনছে সেও।

কোয়ার্টারের ছাদে উঠে শামীম সেই অদেখা প্রেয়সীকেই বলে, ওগো মেয়ে, কবে দেখাব তোমাকে সুনামগঞ্জ। জানো? এটা বাংলাদেশের সবচেয়ে সুন্দর জেলা। পাহাড়ও আছে, আছে জলরাশিও। ও মেয়ে, আল্লাহকে বল না তাড়াতাড়ি আমাদেরকে মিলিয়ে দিতে। আল্লাহুম্মা ইয়া জামি'উ। হে একত্রকারী, আমাদেরকে একত্র করে দাও, মালিক।

বড়মামার জিলেট ভেক্টরটা মামা আর ব্যবহার করেননি। মামাকে এখন দাড়িতে যা সুন্দর লাগে।

ওটা এখন সাইফুল্লাহ ব্যবহার করছে। প্রতিদিন দুই-তিন বার ... যেকোন মূল্যে দাড়ি লাগবেই ওর [১১]।

(আলহামদুলিল্লাহ)

---

১১. বার বার শেভ করলে দাড়ি গজায় কিনা তা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত নয়।

বিজ্ঞান কল্পকাহিনী

শাশ্বত একত্ব (Eternal Oneness)

চট করে দু'রাকাত তাহাজ্জুদ পড়ে সালাম ফিরাতেই ফজরের আযান পড়ল। অন্যদিন আব্দুল্লাহ তাহাজ্জুদের পর অনেক্ষণ দুআ করে। আজ হল না। অথচ আজকেই সেটা বেশি প্রয়োজন ছিল। দু'রাকাত সুন্নত ঘরে পড়ে মসজিদের দিকে রওনা হয়ে গেল। কদমে কদমে নেকীর কারণে মসজিদে যেতে ও বাইভার্বালটা ইউজ করে না। আজ করছে। নামায শেষেই যেতে হবে সায়েন্স কাউন্সিলের ল্যাবে। একেবারেই সময় নেই।

আজ ২১৪৩ সাল। ভোর ৬ টা। রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞান পরিষদের ল্যাবে দায়িত্বশীল সবাই উপস্থিত। সময় ও স্থান সংকোচন অবশেষে আলোর মুখ দেখেছে। ড. আব্দুল্লাহ ২৬ বছর গবেষণার পর সৌরশক্তিচালিত একটি ট্রান্সপোর্ট মডিউল বানিয়েছেন। ফিকশনে পড়া হাইপারড্রাইভ এখন সম্ভব। সময় পরিভ্রমণে আজ দ্বিতীয় পরীক্ষামূলক যাত্রা। প্রথমবার পাঠানো হয় একটি এইচএল-৭ সিরিজের একটি রোবট। ভিডিও রেকর্ড দেখাচ্ছে ৩০ দিন। আর এখানে পুরো ভ্রমণের টাইমিং ১৭ সেকেন্ড। অবশ্য বেশি দূর যায়নি। মাত্র ১০০ বছর পিছনে।

ড. আবদুল্লাহ এবার নিজেই যাচ্ছেন। সাথে শুধু যাচ্ছে 'রাক্রিব' নামের এইচএল-১১ সিরিজের অত্যাধুনিক একটি রোবট যার সক্ষমতা মানুষের ৯১%। আজ নিজে যাওয়ার পিছনে আব্দুল্লাহর অন্য একটা উদ্দেশ্যও আছে। ঘড়ি কাঁটা ৭ টা ছুঁই ছুঁই। সবার সাথে বিদায়পর্ব সেরে নেয় সে। সহযোগী জ্রাকিল, ভ্রিডাল, রিশিনা; ল্যাব ইনচার্জ মিখ্রাস আর সবশেষে বিজ্ঞান পরিষদের প্রধান মহামান্য জোহেব। জোহেব করমর্দনের ফাঁকে জিজ্ঞেস করে,

- 'মনে আছে তো মি. আব্দুল্লাহ'?

- 'অবশ্যই, মহামান্য জোহেব। দুআ করবেন যেন যে কাজে যাচ্ছি তা সুসম্পন্ন করতে পারি।
- আমার দুআ সবসময় আপনার সাথে থাকবে। আল্লাহ আপনার সহায় হোন। সালাম।

বিকট শব্দ করে ইঞ্জিন চালু হল টাইমনের। বাহনের নাম 'টাইমন'ই বটে। টাইম ট্রাভেল ইজ অন– টাইমন। গোলকাকৃতির বাহনটি ঘুরতে শুরু করল। প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে ঘোরার গতি। হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মত অদৃশ্য হয়ে গেল টাইমন। মহামান্য জোহেব উচ্চারণ করলেন,"তোমার দ্বীন, তোমার আমানত আর তোমার সর্বশেষ আমলকে আল্লাহর সোপর্দ করলাম"। [১]

আফ্রিকার কালাহারি মরুভূমি সংলগ্ন জঙ্গল 'ইটুরি'। মনিটরে সাল দেখাচ্ছে ২০০৩। সময় খুব কম। পোর্টেবল তথ্যকেন্দ্র থেকে দ্রুত কিছু তথ্য নিয়ে নেয় আব্দুল্লাহ। সে এখন যে দেশে আছে তার নাম কঙ্গোর ইটুরি প্রদেশ। এখানের অধিবাসীরা অধিকাংশই পিগমি জাতির মবুতি গোষ্ঠির (Mbuti), ধর্মীয় বিশ্বাসের দিক দিয়ে সর্বপ্রাণবাদী (Animist)। নিজের সাথে থাকা 'ভাষা অ্যাডজাস্টমেন্ট ডিভাইস'এ মবুতি ভাষা অন করল। ভিডিও রেকর্ডিং তো চলছে শুরু থেকেই। একজন যুবক পিগমিকে ডাকলেন আব্দুল্লাহ। দ্রুত কুশল বিনিময় শেষে কিছু চকলেট হাদিয়া দিলেন। চকলেট পেয়ে বান্দা মহাখুশি।
- আচ্ছা, তোমরা কী মানো? এই পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন?
কালোর কারণে সাদা আরো বেশি সাদা হয়ে উঠল। আকাশের দিকে ইশারা করে যুবক অস্পষ্ট স্বরে কারো নাম উচ্চারণ করল।
- সে কি ভালো না খারাপ?
- অবশ্যই, ভালো।
- তাঁর মূর্তি বা ছবি আমাকে দেখাও যেটা তোমরা পূজা করে থাক।
- মূর্তি? তুমি কি জানোনা তাঁকে কক্ষনো মূর্তি দিয়ে প্রকাশ করতে হয় না?

১. বিদায় জানানোর সুন্নত দুআ। পরিচ্ছেদ: বিদায়ের দুআ, হাদিস নং ২৬০১

১৯৬৮ সাল। এখন ওরা থাইল্যান্ডের ইশান প্রদেশের বুড়িরাম জেলায় মেকং নদীর তীরবর্তী জনপদে। সংখ্যালঘু কুই (kyu) জনগোষ্ঠীর বসতি। ওরা ঢুকে গেছে ওদেরই এক মন্দিরে। বার্ধক্যের ভারে ন্যুজ এক যাজক ধ্যানে মগ্ন। হঠাৎ চোখ খুলে চমকে উঠলেন।

- খুন খুক্স খির? খুন টক্সংকার স্মারি?
- 'ওহ রাক্রিব, ভাষা অ্যাডাপ্টরটা...' রাক্রিব দ্রুত ভাষা অ্যাডজাস্ট করে দেয়।
- জ্বি জনাব, কি যেন বলছিলেন?
- বলি, কারা তোমরা? কি চাও?
- মুরুব্বি, আমরা বাংলাদেশ থেকে এসেছি। মাফ করবেন। আপনাদের মন্দিরে মূর্তি নেই?
- 'না', মুরুব্বি বেহদ বিরক্ত। **'সত্য প্রভু'র মূর্তি হয় না,** জানো না? ধ্যানে তাঁকে চিনে নিতে হয়। আমরা কুই জাতি বহু বছর ধরে অপেক্ষায় আছি। সত্যপ্রভু আমাদের কাছে একজনকে পাঠাবেন। সেই কিতাবসহ যেটা আমরা হারিয়ে ফেলেছি বহু বছর। আহ...' কান্না শুরু করলেন বৃদ্ধ। [২]

এই ফাঁকে আব্দুল্লাহ স্টার্ট দিয়ে দিয়েছে টাইমনকে। বৃদ্ধের কান্নাটা ভুলতে পারে না আবদুল্লাহ। কোথায় যেন দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে।

১৯৭৯ সাল। ভারতের নাগাল্যান্ড রাজ্যের কোহিমা জেলার ৎসেমিনয়ু মহকুমা। নাগা জাতির রেংমা গোত্র। নাগা জাতির ৭৫% এখন খ্রিস্টান। কিছু অন্যান্য ধর্মাবলম্বী। ২% নাগা এখনো আদিম ধর্ম মেনে চলে। আব্দুল্লাহ মাঠে ব্যস্ত একজন কৃষকের সাথে পরিচিত হল। সাথে মানবাকৃতি রোবট রাক্রিব বেশ চটপটে। সামনের কৃষকের নৃতাত্ত্বিক, ভাষাগত পরিচয় স্বয়ংক্রিয় স্ক্যানারে দেখে নিচ্ছে। রিমোট কন্ট্রোল দিয়ে ভাষা অ্যাডজাস্ট করে দিচ্ছে। কিছু বলার আগেই।

- নাম কি গো ভাই তোমার?
- হাইপো যাদোনাঙ।

---

২. Don Richardson, *Eternity in Their Hearts* (rev. ed.: Ventura, CA: Regal Books, 1984), পৃ: ১৩৮

- বাহ কি সুন্দর। শুনলাম তোমরা ১৯২৭ সালে খ্রিস্টান মিশনারী আর ব্রিটিশদের নাকানিচুবানি দিয়েছিলে। কি যেন নাম আন্দোলনটার?
- জি জি, 'হেরাকা আন্দোলন'। হামাদের বাপদাদার ধর্মে হাত দিয়েছিল গো বাবু। কিন্তু আমরা হেরে গেলেম বাবু। কী করবে, এখন তো সবাই খ্রিস্টান হয়ে গেছে টাকার লোভে।
- তো তোমাদের বাপদাদার ধর্ম সম্পর্কে কিছু বলো ভাই।
- হামরা নাগা জাতি বিসসাছ করি বাবু এই দুনিয়ার ছবকিছু পালে 'চেপো-থুরু'। উয়ার আরেক নাম 'গোয়াং' আছে। আর নাগাদের মাঝে হামরা রেংমা বংশের পূর্বপুরুছদের কাছে মহান চেপোথুরু উয়ার বাণী পাঠিয়েছিলে। চামড়ার উপর লেখা। কিন্তু হারামী কুকুরে ছব খেয়ে ফেলেছে।
- চেপো-থুরুর মূর্তি দেখাতে পারো ভাই।
- ছিঃ ছিঃ বাবু। কেমুন কথা বলচেন। উয়ার কুনো মূর্তি হয় না, বাবু।
- ঠিক আছে, হাইপো ভাই। সালাম।

> ..."এবং যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, কে সৃষ্টি করেছেন আকাশ ও পৃথিবী? তারা নিশ্চিত বলবে, এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন তিনিই যিনি ক্ষমতায় সর্বোচ্চ, সর্বজ্ঞানী"।[৩] ...

১৯৫৭ সাল। বার্মার কায়িন রাজ্যের 'হপা-আন' (Hpa-An) শহর। অ-বৌদ্ধ কারেন জনগোষ্ঠীর বাৎসরিক উৎসব। এখনো সংখ্যাগরিষ্ঠ কারেন খ্রিষ্ট বা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেনি, সর্বপ্রাণবাদী। গম্ভীর কণ্ঠে একজন যাজক মন্ত্রপাঠ করছেন। বাকিরা সবাই ধ্যানের মত বসে মাথা নিচু করে আছে :

> "ইওয়া (Y'wa) চিরন্তন, চিরঞ্জীব
> এক মহাকালে তাঁর মৃত্যু নেই!
> দুই মহাকালে তাঁর মৃত্যু নেই!
> উত্তম সম্বোধনের যোগ্য তিনিই কেবল।
> মহাকালের পর মহাকাল আসে– তাঁর মৃত্যু নেই!"

---

৩. আল-কুরআন ৪৩/১০

এই শ্লোক তিনবার আবৃত্তি করে। যাজক পরিবর্তন হল। নতুন যাজক শুরু করলেন:

"শুরুতে কে সৃজিলেন এই ভুবন?
ইওয়া সৃজিলেন এ ভুবন
ইওয়া নিযুক্ত করেন সবকিছু
ইওয়াকে কেউ খুঁজে পায় না"।

নতুন যাজকের মুখে গমগম শব্দে অনুরণিত হল :

"সর্বশক্তিমান ইওয়া, তাঁকে আমরা বিশ্বাস করিনি হায়!
ইওয়া মানব সৃষ্টি করেছেন শুরুতে
তিনি জানেন বর্তমান পর্যন্ত সবকিছু
হে আমাদের সন্তানেরা, নাতি-নাতনীরা!
দুনিয়া ইওয়ার চলার পথ, আকাশ তাঁর আসন
সব দেখেন তিনি, আমরা তো স্পষ্ট তাঁর চোখে"।

ছোট ছোট কিছু শিক্ষানবিশ কোরাস করল এবার :

"ইওয়া পৃথিবী বানিয়েছেন
তিনি দিয়েছেন খাদ্য-পানীয়
তিনিই দিয়েছেন 'পরীক্ষার ফল'
তিনি দিলেন বিস্তারিত বিধান।
মু-কাউ-লি দুইজনকে দিল ধোঁকা
'পরীক্ষার গাছ' থেকে ফল খাওয়ালো সে
তারা ইওয়াকে মানলো না...
যখনি তারা খেল 'পরীক্ষার ফল'
তাদের পেয়ে বসল মৃত্যু, বার্ধক্য আর রোগ..."[৪]

ড. আব্দুল্লাহ একজন স্থানীয় কারেন পুরুষের সাথে পরিচিত হল :

- কী নাম আপনার?
- কো থাহ-বুয়ু।
- আপনাদের ধর্ম বিশ্বাস সম্পর্কে কিছু বলবেন আমাকে? জাস্ট বিষয়গুলো। সময় খুব কম।

---

৪. Don Richardson, Eternity in Their Hearts

- আমাদের 'বুখোস' মানে প্রেরিত পুরুষরা আমাদের শিখিয়েছেন ইওয়া সর্বশক্তিমান প্রভু, স্বর্গ থেকে মানুষের দুনিয়াতে পতনের ঘটনা, ইওয়ার প্রত্যাবর্তন, একজন রাজার প্রত্যাবর্তনের ভবিষ্যদ্বাণী। আর শিখিয়েছেন **মূর্তিপূজা না করতে**, ইওয়াকে আর প্রতিবেশীকে ভালবাসতে। [৫]

একসাথে অনেক কিছু ভেবে ফেলে আব্দুল্লাহ। কিন্তু এখন ভাবালুতার অবকাশ কোথায়। কী দ্রুত সময় চলে যাচ্ছে। এখনো যেতে হবে অনেক জায়গায়। মহামান্য জোহেবের দেয়া লিস্টটাতে একটা টিক চিহ্ন দিল আব্দুল্লাহ।

২০০০ সাল। বার্মারই কাচিন রাজ্য। ইন্ডাওগি হ্রদের পাশে সর্বপ্রাণবাদী কাচিন জনগোষ্ঠীর বসতি। যদিও ৯৯% কাচিন এখন খ্রিষ্টান। এই গ্রামটি এখনো মিশনারীদের নাগালের বাইরে। একজন সর্দার টাইপ ভদ্রলোকের সাথে পরিচিত হল আব্দুল্লাহ সাহেব।

- নাম কী হে তোমার, ভাই?
- লানইয়াও জাওং হ্রা ।
- বাপ রে। তো ভাই হ্রা, তোমাদের ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়ে যদি কিছু বলতে?
- আমরা বিশ্বাস করি আমাদের সৃষ্টিকর্তা 'কারাই কাসাং'। তাঁর আরেক নাম 'হপান ওয়া নিংসাং' মানে একক মহামহিম স্রষ্টা। আরেক নাম 'চে ওয়া নিংচাং' মানে সর্বজ্ঞানী।
- দারুণ।
- আমরা আরো মানি যে, কারাই কাসাং আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে **একটা কিতাব দিয়েছিলেন** যেটা তারা হারিয়ে ফেলেছিল। আমরা এখনো সেই **কিতাবের অপেক্ষায়** আছি।
- ওওও। [৬]

আবার ২০০১ সাল। ভারতের মিজোরাম প্রদেশের কোলাসিব জেলা। মিজো জাতির ৮৭%ই এখন খ্রিস্টান। মাত্র দেড়হাজার মানুষ এখনো আদি মিজো ধর্ম মেনে চলে। আদি ধর্মের অনুসারী এক বসতিতে এখন ওরা। কয়েকজনের সাথে কথা বলে যে তথ্য পাওয়া গেল তা হচ্ছে: ওদের উপাস্যের নাম 'পাথিয়ান'।

---

৫. প্রাগুক্ত।
৬. প্রাগুক্ত।

ওনার উদ্দেশ্যেই পশু কুরবানি হয়। পাথিয়ান ওদের পূর্বপুরুষকেও একটি পবিত্র কিতাব দিয়েছিলেন যা পূর্বপুরুষগণ হারিয়ে ফেলেছিল। [৭]

> "... এবং তারা একথা বলে যে, দয়াময় যদি চাইতেন তবে আমরা এগুলোর পূজা করতাম না (মানে আল্লাহর ইচ্ছাতেই আমরা এগুলোর পূজা করছি)। আসলে তাদের তো এই বিষয়ে কোন জ্ঞানই নেই (আল্লাহর পক্ষ থেকে এই শিরকের অনুমতি দিয়ে তাদের কাছে কোন জ্ঞান পৌঁছানো হয়নি)। আসলে তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে। আর ব্যাপারটা এমনও নয় যে, আমি তাদেরকে যে কিতাব দিয়েছিলাম তা তারা মেনে চলেছে। বরং তারা তো বলেঃ আমরা আমাদের বাপদাদাদের যে ধর্মের উপর পেয়েছে আমরা তার উপরই অটল আছি"। [৮]...

- 'স্যার, এখন ডেস্টিনেশন কোথায় দিব'। মিনমিন করল রাক্বিব।
- কোথাও দিতে হবে না তুমি চার্জে যাও।
- জ্বি স্যার।

ওদিকে আব্দুল্লাহ সিজিয়াম কিবোর্ডে লিখলেন পরের ডেস্টিনেশন। হলোগ্রাফিক ত্রিমাত্রিক মনিটরে ভেসে উঠল– ঠাকুরগাঁও, বাংলাদেশ, ২০১৩

নিভৃত সাঁওতাল পল্লী। বাংলাদেশে ৩ লক্ষ সাঁওতালের বাস। ইন্ডিয়া, নেপাল, বাংলাদেশ মিলে ওদের সংখ্যা প্রায় ৭০ লক্ষ।প্রকৃতিপূজার অন্তরালে ওরা বিশ্বাস করে এক পরম সত্তায়। প্রবীণ সাঁওতাল কানু মুর্মুর দেখা পায় আব্দুল্লাহ। কিছু কিছু সাঁওতাল খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করলেও মেজরিটি এখনো আগের সর্বপ্রাণবাদী ধর্মেই আছে।

- তুকে কী বলবেক বাবু। ইয়ে ফিরিঙ্গিবাবু হামে টাকা দিচ্চে, ওষুধ দিচ্চে, ইস্কুল বানিয়ে দিচ্চে। আর কেমতে কেমতে সবলোগ উদের লাহান বাবু হয়ে যাচ্চে। 'ঠাকুর জিউ' হামার উপর লাখোশ হইবার নাগচে।
- 'ঠাকুর জিউ' কে কাকা?

---

৭. প্রাগুক্ত।
৮. আল-কুরআন ৪৩/২১

- ঠাকুর জিউ তো হামার আসল ঠাকুর আছিল বাবু। হামরা ইয়ে পাহাড় কি, নদী কি পূজা করতে করতে উকে ভুলে গেছি । কিন্তুক উ হামাদেক ভুলে লাই। বহুত খারাপ দিন আইতেছে বাবু।
- তো কাকা, ঠাকুর জিউ আপনাদের কাছে কি খবর পাঠিয়েছে?
- অনেক খবর তো এসেচিল বাবু। কিন্তুক ছব লিখা আছিল, এখন লাইক্কা।। মুখে মুখে হামরা ভি শুনেচি, বাচ্চাদেরকে ভি মুখে মুখে সুনিয়েচি। কীভাবে ঠাকুর জিউ ছব বানাইলেন, মানুছ দুনিয়াতে কেমতে উপর থেকে নামিল, বড় এক বানের পানি আসিল, বানের পর মানুছ ছড়াইয়া গেল, হামরা কেমতে ঠাকুর জিউকে ভুলিয়া গেল। বহুত কুচ।
- আচ্ছা কানু কাকা, আজ উঠি। আজ সময় খুব কম। একদিন এসে সব শুনে যাব ইনশাআল্লাহ।
- এছো বাবু। খুব ভালা লাগিল তুমাক পেয়ে।[৯]

আহ! ...

> **"যদি তুমি তাদেরকে প্রশ্ন করঃ 'কে সৃষ্টি করেছে এই আকাশ আর পৃথিবী এবং কে নিয়ন্ত্রণ করেন চন্দ্রসূর্যকে?' তারা নিশ্চিত জবাব দেবেঃ 'আল্লাহ'। তাহলে কীভাবে তারা পথভ্রষ্ট হচ্ছে?" ...** [১০]

অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির প্রফেসর জেমস লেগ (J.Legge) এর একটা প্রাচীন বই দিয়েছিলেন মহামান্য জোহেব। এখন যদিও সবাই ত্রিমাত্রিক ভিডিও বুক পড়ে। বইয়ের কন্টেন্ট ডকুমেন্টারি আকারে বা পিক্টোগ্রাফি আকারে হলোগ্রাফিক স্ক্রিনে ভেসে ওঠে।

সেই প্রাচীন কাগজের বইয়ে প্রফেসর লেগ দাবি করেছেন, পাঁচ হাজার বছর আগে চীনারা একত্ববাদে বিশ্বাসী ছিল। যদিও একত্ববাদ আর প্রকৃতিপূজার মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল চলমান। চীন বর্তমানে সরকারিভাবে নাস্তিক দেশ ঘোষিত। কারণ

---

৯. Don Richardson, Eternity in Their Hearts
১০. আল-কুরআন ২৯/৬১

সংখ্যাগরিষ্ঠ চীনারা তিনটা নিরীশ্বরবাদের অনুসারী বৌদ্ধধর্ম, কনফুশিয়ানিজম ও তাওবাদ। এগুলোর সাথে আদি চীনা ধর্মের আধ্যাত্মিক কিছু দিক মিশে বুদ্ধপূজা, পূর্বপুরুষপূজা ও প্রকৃতিপূজা সবই চলে। [১১]

ঐ বইয়ে আরো আছে, সুপ্রাচীন চীনা সাহিত্যের নিদর্শন 'শু-কিং' এবং কনফুশিয়াসের লেখা 'শিকিং' দুটোতেই এক সত্তার উল্লেখ আছে যার নাম 'তে' বা 'শাং-তে' যিনি আসমান-যমীনের শাসক, মানব নৈতিকতার নির্দেশদাতা, পুণ্যবানের পুরস্কার ও পাপীর শাস্তিদাতা।

আবদুল্লাহ টাইমন থেকে নেমে এলো। মনিটরে ভেসে উঠেছে। ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দ, বেইজিং, চীন। সম্রাট জিয়াজিং এখন মিং রাজবংশের সম্রাট। রাজকীয় এক অনুষ্ঠানে সম্রাট নিজে পূজা পরিচালনা করবেন। হাইপারডাইভ স্যুটের 'ইনভিজিবল' বোতাম টিপে দিল আব্দুল্লাহ। সবার মাঝে চাপা গুঞ্জন থেকে ও যা বুঝল তা হল সাম্রাজ্য কোন একটা জটিল পরিস্থিতি অতিবাহিত করছে। এজন্যই আজকের পূজা। আমীর-ওমরা পরিবেষ্টিত রাজার প্রবেশ। ধীরপায়ে যুবক সম্রাট এগিয়ে গেলেন পূজাবেদীর দিকে। তাকে সহায়তা করছেন একজন যাজক।

> "হে পর্বতবাসী পুণ্যবান আত্মারা, হে নদীদেবতাগণ, হে সমুদ্রদেবতাবৃন্দ! অধমের এই প্রণতি গ্রহণ করুন। আমার এই প্রার্থনায় আমার পক্ষে সুপারিশ করুন 'শাং-তে'র কাছে।
>
> শুরুরও আগে যখন ছিল বিশৃংখলা ও অন্ধকার, ছিলনা কোন গঠন, কোন আকার। পঞ্চভূত যখন তৈরি হয়নি, আর না দীপ্তিমান হয়েছে চন্দ্রসূর্য। এর মাঝে ছিল না কোন আকার, না কোন শব্দ। তুমি হে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী! তুমিই মিশ্র থেকে খাঁটি পৃথক করেছ। তুমি বানিয়েছ আকাশ, পৃথিবী বানিয়েছ তুমিই ..."

এরপর যাজক মন্ত্র পড়া শুরু করলেন। আব্দুল্লাহর গগলস স্ক্রিনে বইটার নাম দেখা যাচ্ছে : 'তাও তেহ কিং', তাওবাদের ধর্মীয় গ্রন্থ।

> "হে আসমান-যমীন-প্রস্তরে নিখুঁত সম্মানিত জন! হে অগণিত শক্তির উৎস! হে অসীম মহাকালের নিয়ন্তা! আপনি আমাদের অন্তরকে আলোকিত করে দিন। ত্রিজগতের ভিতরে-বাইরে যে 'মহাজ্ঞান' যা সবচেয়ে সম্মানিত, তিনিই ধারণ করেন সেই সোনালী আলো। তিনি প্রশস্ত করুন আলোকিত করুন আমার

---

১১. *The Religions of China* (1880) Legge, Notions of the Chinese, p. 29.

সত্তাকে। সেই তিনি, যাঁকে চোখে দেখা যায় না, কানে শোনা যায় না, যিনি বেষ্টন করে আছেন আসমান-যমীন, বরকত দিন সকল প্রাণিকুলের মাঝে"।[১২]

এই কথাগুলোই বার বার এসেছে পৃথিবীর বুকে। প্রথম পরিচয় ভুলে গেছে মানুষ। আবার স্মরণ করানো হয়েছে বার বার। এই কথাগুলোই, বড় আপন, বড় প্রিয়।

..."এবং নিশ্চয়, যদি তুমি তাদের জিজ্ঞেস করঃ 'কে বানালেন এই আসমান আর যমীন?' তারা নিশ্চিত বলবে : 'আল্লাহ'। তুমি বলঃ 'তাহলে আমাকে জবাব দাও যে যদি এই আল্লাহ আমার কোন ক্ষতি করতে চান, তাহলে যেগুলোর উপাসনা তোমরা করছ সেগুলো কি সেই ক্ষতি রোধ করতে পারবে? কিংবা যদি এই আল্লাহ আমাকে দয়া করতে চান, তাহলে তোমাদের উপাস্যগুলো কি সে দয়া আটকে দিতে পারবে?' তুমি বলে দাওঃ 'আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তাঁর উপরই ভরসা করা উচিৎ যারা ভরসা করতে চায়" ...।[১৩]

আবার আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আব্দুল্লাহ। মহামান্য জোহেব কিছুদিন আগে বলছিলেনঃ

- তোমার মনে আছে আব্দুল্লাহ, আমাদেরকে ছোট বেলায় সমাজবিজ্ঞানে কী পড়ানো হত ধর্মের উৎপত্তি নিয়ে। টেইলরের মতেঃ

. আদিম মানুষের মনে স্বপ্ন ব্যাপারটা থেকে আত্মার কনসেপ্ট আসে।

. তারপর এই আত্মার ধারণা এই বিশ্বাসে রূপ নেয় যে, সব কিছুরই আত্মা আছে। জন্ম নেয় সর্বপ্রাণবাদ (Animism)।

. ভৌত শক্তিগুলো আত্মা থেকে হয়ে ওঠে মানুষরূপী এক একজন দেবতা। জন্ম নিল বহুঈশ্বরবাদ (Polytheism)। আগুনের একজন, বাতাসের একজন, পানির একজন, বজ্রের একজন ইত্যাদি।

---

১২. James Legge, *The Notions of the Chinese Concerning God and Spirits* (Hong Kong: Hong Kong Register Office, 1852), pp. 30, 31. Cited in Ethel R. Nelson and Richard E. Broadberry, Genesis and the Mystery Confucius Couldn't Solve (St. Louis, MO: Concordia Publishing House, 1994).

১৩. আল-কুরআন ৩৯/৩৮

. এই বহুঈশ্বরবাদ থেকে এলো একেশ্বরবাদের (Monotheism) ধারণা। মনে পড়ে?

- জ্বি মহামান্য, মনে আছে।

- বিবর্তনের নামে এসব বাস্তবতা বিবর্জিত হাইপোথিসিস আমাদেরকে গেলানো হত। বরং ফিল্ডে গেলে তুমি দেখবে একেশ্বরবাদের ধারণাই বহুঈশ্বরবাদের চেয়ে পুরনো। বেশি প্রাচীন রেফারেন্সে তুমি পাবে একেশ্বরবাদ [১৪]।

আর প্যাগান জাতিগুলো বা মূর্তিপূজকদের এতো উপাস্যের মাঝেও তুমি একজনকে পাবে যাকে তারা ঘোর বিপদে পড়লে ডাকে। আর বাকিদের নিয়ে নিছক প্রথাগত উৎসব-পার্বণ করে। ঐ আয়াতটা মনে আছে না?

> **"এবং যখন কোন মানুষের উপর কোন বিপদ আসে তখন সে তার রবের দিকে প্রত্যাবর্তন করে তাঁকে ডাকে। তারপর যখন তার রব তাঁর নিয়ামত দিয়ে তাকে ভূষিত করে তখন সে সেই বিপদের কথা ভুলে যায় যার জন্যে সে প্রথমে (তার রবকে) ডাকছিল এবং আল্লাহর সাথে অন্যকে সমকক্ষ গণ্য করতে থাকে যাতে করে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেয়।"** [১৫]

---

১৪. টেইলরের অন্যতম ছাত্র Andrew Lang সাহেব A.W. Howitt, Mrs. Langloh Parker, এবং অন্যান্যদের গবেষণায় টেইলর-এর যুক্তিখণ্ডনগুলো একত্র করে ১৮৯৮ সালে *The Making of Religion* নামে প্রকাশ করেন। টেইলরের মতবাদ অন্যান্য গবেষকদের নিকট অগ্রহণযোগ্য ছিল। স্মিদৎ (Schmidt) সাহেবের ১৯৫৫ সালে লেখা "*The Origin of the Concept of God*" গ্রন্থে শুধু ৪০০০ পৃষ্ঠা ধরে টেইলরের মতবাদের বিরুদ্ধে প্রমাণই এনেছেন।

১৫. সূরা যুমার : ৮

আরো দেখুন :

✓ (হে নবী), এদের বল– একটু চিন্তা করে বল, যদি কখনো আল্লাহর আজাব তোমাদের উপর এসে যায়, অথবা শেষ মুহূর্ত তোমাদের উপর এসে যায়, তাহলে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে কি তোমরা ডাকো? বল যদি তোমরা (তোমাদের শিরকের ব্যাপারে) সত্যবাদী হও। সে সময়ে তোমরা আল্লাহকেই ডাক। তারপর তিনি চাইলে সে বিপদ দূর করে দেন যার থেকে বাঁচার জন্যে তোমরা তাঁকে ডাকছিলে এবং সে সময় তাদেরকে ভুলে যাও যাদেরকে তোমরা খোদায়ীতে শরীক করছিলে। (আনআম: ৪০-৪১)

✓ আর যখন সমুদ্রে তোমাদের উপর বিপদ এসে পড়ে, তখন ঐ একজন ব্যতীত আর যাদেরকে তোমরা ডাক তারা সব হারিয়ে যায়। কিন্তু তিনি যখন তোমাদেরকে রক্ষা করে স্থলে পৌঁছিয়ে দেন,

খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০০ সাল। মিশরের রাজধানী মেম্ফিস। পঞ্চম রাজবংশের রাজা 'জেদকারে ইসেসি'র শাসনকাল। প্রধানমন্ত্রী পতাহহোটেপ (Ptahhotep) মারা গেছেন ৭ দিন হয়। রাজধানীর নেক্রোপলিস সাক্কার-এ তিনি সমাহিত। তার ছেলে আখহোটেপ-কে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ দেয়া হয়েছে। আব্দুল্লাহর মনে পড়ে যায় মহামান্য জোহেবের হাতে দেখেছিল *"দ্য ম্যাক্সিম অব পতাহহোটেপ"* এর ল্যাটিন কপি। ছেলের প্রতি উজির সাহেবের উপদেশমালা। আখহোটেপের হাতে কি ঐ বইটাই? ইনভিজিবল সুইচ চেক করে এগিয়ে যায় সে। গুনগুন করে পড়ছে আখহোটেপ।

> "... এগুলো আদেশ সৃষ্টিজগতের প্রভুর ...
>
> আমরা যে রুটি খাই তাও প্রভুর হুকুমের কার্যকারিতা; কেউ কি ভুলতে পারে তাঁর দান? ... মানবজাতি কিছুই অর্জন করে না, অর্জন করে তাই যা প্রভু আদেশ করেন ... যদি তুমি কঠোর পরিশ্রম কর এবং মাঠ ফসলে ভরে যায় যেমন যাওয়া উচিৎ, তবে মনে রেখ প্রভুই তোমার হাত নিয়ামতের প্রাচুর্যে ভরে দিয়েছেন ... যারা শোনে প্রভু তাদেরকে ভালোবাসেন, যারা শোনে না ঘৃণা করেন তাদেরও ... তাই ধনদৌলতের প্রাচুর্যে আত্মবিশ্বাসী হয়ো না কারণ সবই প্রভুর উপহার ... যদি তুমি ভবিষ্যত-সচেতন আর যত্নবান পি . হও, তোমার সন্তানকে প্রভুর ভালোবাসা শেখাও ..."

তখন তোমরা তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। মানুষ প্রকৃতপক্ষে অকৃতজ্ঞ। (বনী ইসরাইল: ৬৬-৬৭)

✓ বস্তুতঃ যখন তোমরা নৌকায় আরোহণ করে বাতাসের অনুকূলে সানন্দে সফর করতে থাকো, অতঃপর শুরু হয় প্রচন্ড ঝড় এবং চারিদিক থেকে তরঙ্গের আঘাত লাগতে থাকে এবং যাত্রীগণ বুঝতে পারে যে, তারা তুফানের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছে তখন সকলেই তাদের দ্বীনকে আল্লাহর জন্যে নির্ভেজাল করে তাঁকে এই বলে ডাকে: "যদি তুমি আমাদেরকে এ বিপদ থেকে রক্ষা করো তাহলে আমরা তোমার কৃতজ্ঞ বান্দাহ হয়ে যাবো।" কিন্তু যখন তাদেরকে বাঁচিয়ে দেন তখন সেসব লোকই সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে জমিনে বিদ্রোহ করা শুরু করে।" (ইউনুস: ২২-২৩)

✓ আর লোকের অবস্থা এই যে, যখন তারা কোন দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন হয় তখন নিজেদের রবের দিকে ধাবিত হয়। তারপর যখন তিনি তাঁর রহমতের কিছুটা আস্বাদন তাদেরকে দেন তখন হঠাৎ তাদের মধ্যে কতিপয় লোক তাদের রবের সাথে অন্যকে শরীক করতে শুরু করে। (অর্থাৎ অন্যান্য খোদাদের কাছে তাদের নযর-নিয়ায পৌঁছাতে থাকে)। এতে করে আমার কৃত অনুগ্রহের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। (রূম: ৩২)

কান্নায় ভেঙে পড়ে আখহোটেপ, "তুমি সচেতন পিতা ছিলে, বাবা। তুমি তোমার দায়িত্ব পুরো করে গেছ। চিনিয়েছো আমায় প্রভুর ভালোবাসা"।[১৬]

মেম্ফিসের ইট বিছানো রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায় আব্দুল্লাহ। প্রাণচঞ্চল এই শহরগুলো এখন নিষ্প্রাণ পুরাকীর্তি। এখানে এতো রং, এতো কোলাহল, এত আনন্দ ছিল কে বলবে আজ? আসলেই দুনিয়া আর দুনিয়ার সবকিছু কত ক্ষণস্থায়ী! এর পরও একে ঘিরে কত আয়োজন! রাজধানীর নেক্রোপলিস মানে গোরস্থান 'সাক্কার'-এ চলে এসেছে হাঁটতে হাঁটতে। এই তো আসল ঠিকানা। মেম্ফিসের বাকি অংশটা ধোঁকা।

হায়ারোগ্লিফিকে "মহামান্য পতাহহোটেপের চিরন্তন আবাস" লেখা নতুন সমাধিটাতে ঢুকে পড়ে আব্দুল্লাহ। রঙিন কারুকার্যময় কফিনের পাশে ছোট্ট নকশা করা টিউব আকারের বাক্স। খুলতেই বেরিয়ে এল মোড়ানো একটা প্যাপিরাস। গগলসের স্ক্রীনে পড়ছে আব্দুল্লাহ:

> "মৃতদের কিতাব" (The Book of The Dead)
>
> ...আমি মহাপবিত্র, মরণশীলদের আবাস পৃথিবী এবং পৃথিবী যা কিছু দ্বারা পূর্ণ সব কিছুর স্রষ্টা আমি। অনন্তকালের বাদশাহ আমি। আমি মহান সর্বশক্তিমান খোদা, মহিমান্বিত। উজ্জ্বল তারকার চেয়ে উজ্জ্বল আমি। সকল বাহিনী আমার প্রশংসা করে... পাপীতাপী আর মহাপুরুষদের উপর যারা নির্যাতন করে তাদের সবার গুনাহ মাফ করি। আমি মিথ্যুককে খুঁজে নিই। আমি সর্বদ্রষ্টা শাস্তিদাতা ... আমার আইনের আমিই রক্ষক"।[১৭]

১৪৭৫ সাল। পেরুর কুস্কো শহর। ইনকা সাম্রাজ্যের রাজধানী। সম্রাট টুপাক ইনকা ইয়ুপানকুই এখন মসনদে। সূর্যপূজারী ইনকারা এখন সব দেবদেবীর পরিবর্তে এক প্রভুর উপাসনা করে, 'ভিরাকোচা'। আব্দুল্লাহ বহু প্রাচীন একটা

---

১৬. *"The Living Wisdom of Ancient Egypt"* ,Christian Jacq.

১৭. Sir Wallis Budge, *The Book of the Dead. The Papyrus of Ani*, p.105
এখানে অন্য মিসরবিদ (Egyptologist) যেমন Champollion Figeac, de Rouge, Pierret Ges Brugsch সাহেবের মতও উল্লেখ আছে। আরেক খ্যাতনামা মিসরবিদ Sir Flinders Petrie তাঁর *The Religion of Ancient Egypt* গ্রন্থে লিখেন যে, প্রাচীন মিশরে একেশ্বরবাদের ইতিহাস বহুদেবতার চেয়ে পুরনো। মানে আগে শুরু হয়েছে এক উপাস্যের উপাসনা।

ভিরাকোচার মন্দিরে প্রবেশ করে। মন্দিরের নাম- কুইশুয়ারকানেহা। তরুণ শিক্ষানবিশ এক যাজকের সাথে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সেরে নেয়। সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে দ্রুত।

- আমার নাম আমারু ইনকা। বলুন কি করতে পারি আপনাদের জন্য।
- এখন তো কোন সূর্যমন্দির দেখতে পাচ্ছিনা। কী ব্যাপার বলতো।
- আগের সম্রাট প্যাচাকুটি ইনকা ছিলেন কট্টর সূর্যদেবতা 'ইন্তি'র উপাসক। তাঁর মনে খেয়াল এল সূর্যই যদি প্রভু হবে তাহলে তার আলো কমবেশি কেন হয়। তার মানে সূর্যেরও একজন হুকুমদাতা আছেন, নিয়ন্ত্রক আছেন। তাঁর মনে পড়ে যায় তাঁর পিতা তাঁকে বলেছিলেন, সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা ভিরাকোচার নাম। আমাদের সবচেয়ে প্রাচীন মন্দিরগুলো সব ভিরাকোচারই। **আসল ইনকা ধর্ম থেকে সরে গিয়ে বহু দেবতার পূজা শুরু করে দিয়েছিলাম আমরা।**
- তাহলে সম্রাট প্যাচাকুটিই সব মন্দির ভিরাকোচার করে দিয়েছেন?
- জ্বি, জনাব।[১৮]

মুম্বাই, ২০১৫। পার্সী মন্দিরের যাজক ফিরোজশাহ প্রেমজীর সাথে দেখা করল আব্দুল্লাহ।

- আমরা ইন্ডিয়ান পার্সীদের সাথে ইরানী পার্সিদের কিছু পার্থক্য আছে। ইরানী পার্সিরা দ্বিত্ববাদী, ভালোর দেবতা আহুরমাজদা আর খারাপের দেবতা আহরিমান। কিন্তু আমরা একত্ববাদী এবং এটাই শুরু থেকে আমাদের পূর্বপুরুষদের বিশ্বাস ছিল।
- ও তাই নাকি?
- আমাদের যজ্ঞ (Yajna) অনুষ্ঠানকে বলা হয় যশনা/ইয়াশ্না (Yasna)। একই আর্য বংশদ্ভূত হবার কারণে সংস্কৃত এবং আমাদের জেন্দ ভাষা অনেকটাই একরকম। ইয়াশ্নার শ্লোকগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন গাথাগুলোতে আহরিমানের অস্তিত্বই নেই। দুষ্ট আত্মাদের কথা আছে। কিন্তু মন্দের প্রধান

১৮. Don Richardson, Eternity in Their Hearts.

বলে কেউ নেই। আমাদের প্রেরিত পুরুষ জরথুস্ত্র খ্রিষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকে এসেছিলেন এক 'আহুরা' উপাসনাকেই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে। যার কারণে অগ্নিপূজা, 'দ্বিত্ববাদ' – এসব পার্সিধর্মে পরবর্তী সংযোজন।

- জানলাম অনেক কিছু।

- আমরা আসলে একমাত্র একক স্রষ্টায় বিশ্বাস করি, যার সমকক্ষ কেউ নেই। তিনিই সেই প্রভু যিনি আসমান-যমীন, ফেরেশতা,চন্দ্র-সূর্য-তারা, আগুন-পানি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। সেই স্রষ্টায় আমরা বিশ্বাস করি, প্রার্থনা করি, উপাসনা করি। এটাই সেই ধর্ম যা পরম প্রভুর কাছ থেকে এনেছিলেন সত্য প্রেরিত পুরুষ জরদশত।[১৯]

এথেন্স শহরতলী। ৪২৩ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ। ইন্টেলিজেন্ট ড্রেস অ্যাডজাস্টর সিস্টেম দেয়া আছে নিওপলিমারের হাইপারডাইভ স্যুটে। ঐতিহ্যবাহী গ্রীক পোশাকে রাস্তা ধরে এগিয়ে যায় আব্দুল্লাহ। রাক্রিবও সাথে সাথে। টাউন হলে পৌছে একে ওকে জিজ্ঞেস করে খুঁজে নেয় নগরপিতা ও জেনারেল নিসিয়াসকে। নিজের পরিচয় দেয় সিসিলির অধিবাসী হিসেবে।

- তো সম্মানিত নিসিয়াস, স্পার্টার সাথে আপনাদের যুদ্ধের কি অবস্থা? (পেলোপনেসিয়ান যুদ্ধ)

- আর বলো না, এখন তো ক্লিয়নও আমাদের মাঝে আর নেই। ভাবছি একটা সন্ধিতে যাব। তার উপর আবার এপিমিনিদেস ভবিষ্যদ্বাণী করেছে, এ যুদ্ধের কোন ফলাফল নেই।

- এপিমিনিদেস? ক্রীটের সেই গণক কবি?

- হ্যাঁ হ্যাঁ, চেন নাকি? আসলেই বুজুর্গ লোক। আমাদের এথেন্সে তো দেবদেবীর অভাব নাই, জানো তো। মানুষের চেয়ে এখানে দেবতা বেশি।

---

১৯. Don Richardson, Eternity in Their Hearts
এই জরদশত বা জরথুস্ত্র বা জোরোয়াস্টার আসলে নবী ছিলেন কিনা এটা আমাদের জানার দরকার নেই। দরকার থাকলে কুরআন হাদিসে থাকত। তবে এসম্পর্কে একটা হাদিস উল্লেখযোগ্যঃ
ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন পারস্যের অধিবাসীদের নবী মারা যান তখন ইবলিশ তাদেরকে অগ্নিপূজায় লিপ্ত করে। (আবু দাউদ, হাদিস নং ৩০৪২)

- তাই নাকি? হা হা।
- আরে হ্যাঁ। তো বছর চারেক আগে, প্লেগ ছড়িয়ে পড়ল। পূজা-আর্চা দিয়ে ট্রেজারি শেষ করে ফেললাম। মহামারী গেল না।
- সাহায্য চাইলাম এপিমিনিদেস-এর।
- আচ্ছা?
- তো তিনি সক্কালবেলা একপাল রাতভর ক্ষুধার্ত ভেড়া নিয়ে মাঠের দিকে গেলেন। যে ভেড়াগুলো না খেয়ে শুয়েই থাকল সেগুলোকে উৎসর্গ করে দিলেন। না না। কোন দেবদেবীর উদ্দেশ্যে না। 'অ্যাগ্নস্টো থিও'র (Agnosto Theo) উদ্দেশ্যে।
- মানে?
- মানে হল **'অজানা প্রভু'**। যদিও আমরা গ্রীকরা GOD শব্দের অর্থ করি জিউস। কিন্তু ধীরে ধীরে শব্দটা বজ্রদেবতার জন্যই স্পেসিফিক হয়ে গেল। তাই পরম প্রভু বুঝাতে নতুন শব্দ ব্যবহার হতে থাকল থিওস (Theos)।
- তার মানে... সব হিসাব মিলে যাচ্ছে।
- কি হিসাব 'কিরিয়ে'?
- কিছু না, আজ আসি, অ্যাদিও সাস। গুডবাই।[২০]

১৯৮৪ সাল। বার্মার শান প্রদেশ, লালবর্ণের লাহু উপজাতি অধ্যুষিত ল্যানকাং গ্রাম। একজন স্থানীয়কে আব্দুল্লাহ পেয়ে গেল পথে। জানতে চাইল এই এলাকার অধিবাসীদের ধর্ম সম্পর্কে।

- আমরা বিশ্বাস করি "গুই'শা হলেন এই সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা। তিনি আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে চালের পিঠার উপর লিখে দিয়েছিলেন আইনকানুন। পরে এক দুর্ভিক্ষের সময় পিঠাগুলোও খেয়ে ফেলেন তারা। আমরা অপেক্ষায় আছি কবে আমাদের কাছে একজন সাদা মানুষ একটা সাদা বই নিয়ে আসবে যাতে আছে গুই'শা-র সাদা আইন"।[২১]

---

২০. প্রাগুক্ত।
২১. প্রাগুক্ত।

আব্দুল্লাহ যেন দেখতে পায় সুন্নতী সাদা পোশাক, সাদা পাগড়ী পরা কিছু সাদামনের মানুষকে ঘিরে গোল গোল ভিড়। লাল মানুষগুলোকে পড়ে শোনাচ্ছে সাদা পৃষ্ঠার কালো কালো ছাপা একটা বই থেকে; বুঝিয়ে দিচ্ছে খালিক্বের নিখুঁত আইন। নিমেষেই মুছে যায় সেই অপরূপ দৃশ্যটা।

এই সুযোগটা তো নিচ্ছে স্রেফ সাদা চামড়ার কিছু মানুষ, যাদের আসার কথা নয় এখানে। মালিকের সাদা আইনকে তারা নিজেদের সুবিধামাফিক করেছে অপবিত্র। তাদের ভেজাল দেয়া সেই গ্রন্থই তো তাদেরকে নিষেধ করেছিল এদের কাছে আসতে।

'*যীশু তাঁর ১২ জন শিষ্যকে এই নির্দেশ দিয়ে পাঠালেন: জেনটাইল (অ-ইহুদী) দের কাছে আর সামারীয়দের কাছে যেওনা।*' [২২]

সেখানে আরো লেখা আছে, '*যীশু মহিলাটিকে বললেন: আমাকে পাঠানো হয়েছে শুধু বনী ইসরাঈলকে (House of Israel) সাহায্য করার জন্য যারা খোদাভোলা বান্দা (GOD's lost sheep), আমি অ-ইহুদীদের (Gentile) জন্য নই*'। [২৩]

ওদের আসা নিষেধ ছিল, ওরা এসেছে ওদের ভেজাল জিনিস নিয়ে। আর আমাদের আসার আদেশ ছিল, আমরা আমাদের খাঁটি জিনিস নিয়ে আসতে পারিনি। ওহ মালিক!

- এই রাজ্যে আর কোন জাতির লোক বাস করে আপনারা ছাড়া?
- আরো থাকে 'ওয়া' উপজাতিরা। ওরা গুই'শা কে 'সিয়েহ' নামে ডাকে। এছাড়া আছে 'লিসু' গোষ্ঠীর মানুষ।
- আচ্ছা। ওদের বিশ্বাসটা কেমন?
- জ্বি, আমাদের মতই। একজন সাদা লোক একটা বই আনবে যেটা লিখিত থাকবে লিসু ভাষায়। যদিও তাদের বর্ণমালা নেই।[২৪]

পাশের গ্রামে আছে 'শান' ও 'পালাউং' জাতি। আব্দুল্লাহ সেখানে মঠের এক ভিক্ষুর সাথেও দেখা করে। ওরা বৌদ্ধ। কিন্তু অন্যান্য বৌদ্ধগ্রন্থের পাশাপাশি

---

২২. মথি : ১০/৫
২৩. মথি : ১৫/২৪
২৪. Don Richardson, Eternity in Their Hearts

ওরা মৌখিকভাবে একটা পবিত্র বিলুপ্ত বৌদ্ধগ্রন্থ সংরক্ষণ করে। বিশেষ একটা ব্যাপার আছে ওতে। ওতে গৌতম বুদ্ধ বলছেন, "আমার পর আসবেন **ফ্রা-আরিয়া-মেত্রাই** মানে দয়ার প্রভু (Lord of Mercy)। যখন তিনি আসবেন, আমার অনুসারীদেরকে অবশ্যই তাঁকে অনুসরণ করতে হবে"...।[২৫]

ভিক্ষুজী আরো অনেক গল্প করেন ওর সাথে। কিন্তু আব্দুল্লাহ আর শুনতে পায় না ভদ্রলোকের কথা। ওর কানে সূরা আম্বিয়ার ১০৭ নং আয়াতের ঝংকার উঠে :

> **..."ওয়ামা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতুল্লিল আ'লামীন..." নিশ্চয়ই আমি আপনাকে (হে মুহাম্মদ) সমগ্র জগতের জন্য দয়াস্বরূপ রহমতস্বরূপ পাঠিয়েছি"।[২৬]**
> **..."নিশ্চয় তাদের কাছে একজন রাসূল এসেছেন তাদেরই মধ্য থেকে, ওদের যেকোন কষ্ট তাঁর কাছে অসহ্য, বিশ্বাসীদের প্রতি তিনি প্রেমময়, দয়ার্দ্র"।[২৭]...**

হায়! সব তো আগে থেকে বলাই ছিল। আমরা পৌঁছাতে পারলাম না।

ককপিটে আব্দুল্লাহ আর রাক্রিব। মনে যে ঢেউ উঠেছে তা শেয়ার করার সেকেন্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার রোবটটাই। মহামান্য জোহেবের দেয়া তালিকাটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আব্দুল্লাহ। ঝাপসা হয়ে আসে অক্ষর।

> **... নিশ্চয়ই আমি প্রত্যেক জাতিগোষ্ঠীর কাছে রাসূল পাঠিয়েছি এই ঘোষণা দিয়ে: একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব কর এবং আল্লাহ ছাড়া বাকি সব কিছুর দাসত্ব (তাগুত) ত্যাগ কর। তাদের মধ্যে কিছু লোককে আল্লাহ পথের সন্ধান দিলেন। আর কিছু লোকের উপর পথভ্রষ্টতা আপতিত হল। তাই ভ্রমণ কর পৃথিবীতে আর দেখ অবিশ্বাসীদের পরিণাম।[২৮]**

---

২৫. প্রাগুক্ত।
২৬. সূরা আম্বিয়া-১০৭
২৭. সূরা তাওবা : আয়াত ১২৮
২৮. আল-কুরআন ১৬/৩৬

... আর প্রত্যেক জাতির জন্যই একজন রাসূল, তাই যখন তাদের রাসূল আসেন, তখন তাদের ন্যায়বিচার করা হয় এবং বিন্দুমাত্রও অবিচার করা হয় না। [২৯]

...এবং আমি আপনার আগে বহু রাসূল পাঠিয়েছি। তাঁদের কারো কারো কাহিনী আমি আপনাকে শুনিয়েছি, কারো কারো কাহিনী আপনাকে শুনাইনি ...। [৩০]

...এবং সতর্ককারী রাসূল না পাঠিয়ে আমি কখনো কোন জাতিকে শাস্তি দেই না। [৩১]

... এবং পূর্ববর্তী জাতিসমূহের মধ্যে আমি কত যে নবী পাঠিয়েছি [৩২]**...**

ওয়াল্লাহি, সাদাকাল্লাহ ওয়া সাদাকা রাসূলুহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

আব্দুল্লাহর দিকে একটা টিস্যুপেপার এগিয়ে দেয় রাক্বিব। অবাক বিস্ময়ে আব্দুল্লাহ রাক্বিবের চোখেও আবিষ্কার করে অশ্রুবিন্দু। আসলেই দারুণ বানিয়েছে এইচএল-১১ সিরিজ। মানুষের ৯১% সক্ষমতা। মানবিক আবেগের অনেকটাই তাই পাওয়া যায় এতে। আব্দুল্লাহর বিস্ময়ের কেবল শুরু। রোবটকণ্ঠের যান্ত্রিক আওয়াজ তো উঠে গেছে কবেই। তবুও কিছুটা বুঝা যায়। কান্নাভেজা আধো যান্ত্রিক কণ্ঠ দুমড়ে মুচড়ে দেয় আব্দুল্লাহর ভেতরটা।

"স্যার, একটা কথা বলবো?
এদের কাছে যাওয়া তো আপনাদের জন্য হুকুম ছিল। ভ্রমণ কর আর দেখ ...
তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, তোমাদেরকে বের করা হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্য ... [৩৩]
যে জিনিসের অপেক্ষায় এরা বসে আছে সে জিনিস তো আপনাদের কাছে ...
একটা আয়াতও যদি জানো পৌঁছে দাও যে এখানে অনুপস্থিত ...[৩৪]

---

২৯. আল-কুরআন ১০/৪৭
৩০. আল-কুরআন ৪০/৭৮
৩১. আল-কুরআন ১৭/১৫
৩২. আল-কুরআন ৪৩/০৭
৩৩. সূরা আলে ইমরান, ১১০
৩৪. বুখারী, হাদিস নং ৩৪৬১

তাওহীদের বীজ তো এদের ভিতর ছিলই, আপনাদের কাজ ছিল শুধু গিয়ে একটু পানি ঢালা। নিজেরা তো যাননি, যারা নিজের পয়সা খরচ করে যায় তাদেরকেও কতকিছু বলেছেন...

আল্লাহ প্রতিটি নিয়ামতের হিসাব নিবেন। শেষনবীর উম্মত হবার এতোবড় নিয়ামতের কী হিসাব দিবেন, স্যার? শ্রেষ্ঠ উম্মত কি শুধুই উপাধি, নাকি কোন শ্রেষ্ঠ কাজের কারণে শ্রেষ্ঠ উম্মত?

আপনাদের গাফিলতির কারণে এরা কত হাজারে হাজারে দোযখী হয়েছে, হচ্ছে, হবে।

পিতৃসূত্রে মুসলিম যারা আপনারা, আপনাদের নামে মামলা না ঠুকেই? কী জবাব দিবেন স্যার?

ইয়া আল্লাহ, আমরা গবেষণায়, পড়াশুনায়, উপার্জনে, ক্যারিয়ারে, দোকানে, ব্যবসায়, চাকুরিতে, আত্মশুদ্ধিতে, ইলমচর্চায়, পরিবার প্রতিপালনে ব্যস্ত ছিলাম, তাই যেতে পারিনি আপনার বান্দাদের কাছে – এই জবাব? জবাবে কাজ হবে তো স্যার? ড. আবদুল্লাহ মানবসৃষ্ট রোবটের জবাব না দিয়ে অসৃষ্ট স্রষ্টার জবাব খুঁজতে থাকেন?

তো রেডি করে ফেলুন আপনার জবাবটাও।

(আলহামদুলিল্লাহ)

বিশেষ টীকা :

Don Richardson একজন কানাডিয়ান খ্রিস্টান মিশনারী। যিনি নিউগিনির ইন্দোনেশীয় অংশে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন। এমনকি নরখাদক উপজাতিদের মাঝেও কাজ করেছেন। তাঁর বিখ্যাত বই *Eternity in Their Hearts: Startling Evidence of Belief in the One True God in Hundreds of Cultures Throughout the World (2006)*। আফসোস, এ ধরনের বই আর এরকম মেহনত আমাদের মুসলিমদের করার কথা ছিল। আফসোস দাঈ নবীর দাঈ উম্মত।

স মা প্ত

বইটি কারা পড়বেন? কেন পড়বেন?

যদি প্র্যাক্টিসিং মুসলিম হন : তৃপ্তির আবেশে হৃদয় প্রশান্ত করুন
যদি হন নন-প্র্যাক্টিসিং : কী পেয়ে পায়ে ঠেলছেন চিনুন
যদি মডারেট সংস্কারবাদী হন : সংস্কার কোথায় প্রয়োজন জানুন
হন যদি অবিশ্বাসী : উদ্ধত সাহসে গ্রহণ করুন
কিংবা যদি হন অমুসলিম : কৌতূহলে হাতে নিন
বা আলিম যদি হন : এতিম উম্মতের ব্যথায় পড়ুন
আর মানুষ হন যদি : সত্তার তৃষ্ণায় আকণ্ঠ পান করুন

জাস্ট পড়ুন

তবুও পড়ুন

ডাবল স্ট্যান্ডার্ড

ডা. শামসুল আরেফীন

মাকতাবাতুল আযহার

MAKTABATUL AZHAR

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
১২৮ আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা-১২১২
9881532, 01924076365

বাংলাবাজার শাখা
১ আন্ডার গ্রাউন্ড, ইসলামী টাওয়ার
বাংলাবাজার, ঢাকা। 01715023118

যাত্রাবাড়ি শাখা
৩৪, ৩৫, ৩৬ যাত্রাবাড়ি মাদরাসা কিতাব মার্কেট
কুতুবখালী, ঢাকা। 01975023118

maktabatulazhar@yahoo.com

Cover: Abul Fatah | 01914783567